NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ এরাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট এবং বামপন্থী রাজনীতির ভবিষ্যৎ

মোবাইল চোর সন্দেহে নাবালককে গণপিটুনির অভিযোগ ৬

কলকাতা ৩ অগস্ট ২০২৩ ১৭ শ্রাবণ ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ৫৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 3.8.2023, Vol.17, Issue No.54, 8 Pages, Price 3.00

## রাষ্ট্রপতির কাছে দরবার টিম 'ইন্ডিয়া'র নেতাদের

### মণিপুরের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে দিলেন স্মারকলিপি

**নয়াদিল্লি, ২ অগস্ট:** অশান্ত মণিপুরের পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখার জন্য সে রাজ্যে যাওয়া উচিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। বুধবার দুপুরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করে এই দাবি জানাল বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র ৩১ জন প্রতিনিধি। মণিপুরের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি জানিয়ে রাষ্ট্রপতির হাতে একটি স্মারকলিপিও তুলে দেন বিরোধী সাংসদেরা।

প্রতিনিধিদলে ছিলেন 'ইন্ডিয়া' জোটের প্রায় সব শরিক দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতারা। যে ২১ জন বিরোধী সাংসদ সম্প্রতি মণিপুরে গিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন, তাঁরাও ছিলেন এই প্রতিনিধিদলে। তাঁরা তাঁদের চোখে দেখা অভিজ্ঞতা রাষ্ট্রপতির সামনে মেলে ধরেন। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব মণিপুর থেকে দু'জন মহিলাকে রাজ্যসভায় মনোনয়ন দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেন। তিনি রাষ্ট্রপতিকে জানান, মণিপুরে নারীদের উপর যে ধরনের অত্যাচারের ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে, তাতে দুই সম্প্রদায়ের দুই মহিলাকে রাজ্যসভায় আনা উচিত।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে বলেন, 'আমরা রাষ্ট্রপতিকে মণিপুরের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানিয়েছি। সে রাজ্যে মেয়েদের উপর কী ভাবে অত্যাচার চলছে, তা-ও জানিয়েছি। তবে আমাদের মূল দাবি হল, সে রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই মণিপুরে যান। এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুন রাষ্ট্রপতি।' বুধবারের প্রতিনিধিদলে ছিলেন এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ার, তৃণমূলের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডেরেক ও'ব্রায়েন, এনসি-র ফারুক আবদুল্লা প্রমুখ।

বুধবার সকালে সংসদে বিরোধী পক্ষের পরবর্তী কৌশল ঠিক করতে খাড়গের দপ্তরে বৈঠকে বসেন বিরোধী সাংসদেরা। অন্যদিকে সরকারের পরবর্তী কৌশল ঠিক করতে শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। মণিপুর নিয়ে বিরোধী দলগুলির সম্মিলিত আক্রমণ এবং সমালোচনার পাশাপাশি সোমবার থেকে সে রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ধারাবাহিক সমালোচনার মুখে পড়েছে কেন্দ্র। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেপি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ সোমবার সরকার পক্ষের আইনজীবীর বাংলায় হিংসার অভিযোগ সংক্রান্ত মন্তব্য খারিজ করে বলেছিল, 'অন্য রাজ্যের ঘটনার সঙ্গে মণিপুরের পরিস্থিতি এক করে দেখা যায় না।'

## কলকাতায় এলেন সিবিআই ডিরেক্টর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বুধবার কলকাতায় এলেন সিবিআই ডিরেক্টর প্রবীণ সুদ। বেশ কিছু তদন্ত গতি পাচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। এবার সেইসব তদন্ত কি গতি পাবে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত থেকে শুরু করে গোরু, কয়লা পাচার সব তদন্ত কোন পথে এগোবে এবং রুট ম্যাপ কী হবে, তার স্ট্র্যাটেজিও বাতলে দেবেন নতুন সিবিআই ডিরেক্টর বলে সূত্রের খবর। দু'দিন আগেই তদন্ত প্রক্রিয়ায় যোগ দিয়েছেন জয়েন্ট ডিরেক্টর। এরপর বুধবার সকালে সিবিআই ডিরেক্টর প্রবীণ সুদ কলকাতায় পা রেখেই যান নিজাম প্যালেসে।

## 'জগদীপ ধনখড়ও এমন করেননি'

# রাজ্যপালের এক্তিয়ার নিয়ে সমালোচনায় সরব মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্য ও রাজ্যপাল সংঘাত তুঙ্গে। সংঘাতের আবহে আবারও রাজ্যপাল ও রাজভবনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজভবনে দুর্নীতিদমন সেল চালু করা নিয়ে বলতে গিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের প্রতি 'শ্রদ্ধা' রেখেই মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, রাজ্য সরকারের কাজে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। এ নিয়ে নিজের অসন্তোষ ব্যক্ত করতে গিয়ে বুধবার বোসের পূর্বসূরি জগদীপ ধনখড়ের প্রসঙ্গও টানেন মমতা। তিনি বলেন, 'ধনখড়ের সঙ্গেও বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু উনি এরকম করেননি।' কেন্দ্রের ইশারায় রাজ্যপাল কাজ করছেন বলেই তোপ তাঁর।

হিংসার পর দুর্নীতি নিয়েও সরব রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। 'পিস রুমে'র পর এবার রাজভবনে 'অ্যান্টি করাপশন সেল' খুলেছেন তিনি। দুর্নীতির প্রতিবাদে যে কেউ হেল্পলাইনে ফোন করে জানাতে পারেন অভিযোগ। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য ও রাজ্যপালের সংঘাত তুঙ্গে। নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে এবার রাজ্যপালকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'রাজ্যপাল নাকি স্পেশ্যাল সেল করেছেন! এটা রাজ্যপালের কাজ নয়। রাজ্যপালকে আমরা শ্রদ্ধা করি। উনি রাজ্য সরকারের যেটা অধিকার সেখানে আননেশেসারি ইন্টারফেয়ার করছেন। এক্সপার্ট কমিটি তৈরি করার কাজটা তো সরকারের। উনি শুনছি কেরল থেকে কাউকে ডেকে নিয়ে এসে ভিসি করে দিচ্ছেন। তার অ্যাকাডেমিক কি যোগ্যতা আছে?'

প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে রাজ্যপাল বোসের তুলনা টেনে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, 'ধনখড় যখন ছিলেন তখনও অনেক বিষয়ে আমরা একমত হতাম না। ঝগড়া হয়েছে। উনি কিন্তু কোনওদিন এটা করেননি। এখন দেখছি মুখোশের আড়ালে যা বিজেপি বলছেন তাই করে দিচ্ছেন। রাজ্যপালকে দোষ দিই না। কেন্দ্রের ইশারায় এটা করছেন।' দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই রাজ্যের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। তা নিয়ে কাটাছেঁড়া কম হয়নি। তবে রাজ্যপাল বোসের ক্ষেত্রে শুরুর দিকে নবান্ন-রাজভবনের সম্পর্ক ভালই ছিল।

রাজ্যপালের 'হাতেখড়ি' অনুষ্ঠানে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা যায় রাজভবনে। তবে তারপর থেকেই সম্পর্কের অবনতি ঘটে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনী আবহে হিংসা নিয়ে বারবার সুর চড়ান রাজ্যপাল। দুর্নীতি নিয়েও সরব হয়েছেন তিনি। সম্প্রতি 'অ্যান্টি করাপশন সেল' খোলার সিদ্ধান্ত সংঘাতের আগুনে ঘি ঢেলেছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

### নুসরতকে নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করলেন মমতা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** তৃণমূলের অভিনেত্রী সাংসদ নুসরত জাহানের বিরুদ্ধে প্রায় ২৪ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। এ বিষয়ে তদন্তের জন্য ইডির দ্বারস্থ হয়েছেন দলের নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা। বুধবার নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী নুসরত প্রসঙ্গে বলেন, 'এ বিষয়ে আমি কিছু বলব না। এটা ওদের নিজেদের বিষয়, সেটা ওরা নিজেরাই বলবে।' তবে নুসরতের পাশে যে মমতা রইলেন না, সেটাও বলা যাবে না। কারণ, সংবাদমাধ্যম আগে থেকেই তাঁকে 'দোষী' বলে দেখাচ্ছে বলে নুসরত যেমন অভিযোগ তুলেছেন, তেমন কথাই বলেছেন মমতাও। সেই সঙ্গে বিজেপির দিকেও দুর্নীতির আঙুল তুলেছেন তিনি। একই সঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রমাণের আগেই দোষী সাব্যস্ত করে দেওয়া হচ্ছে। ডিরেক্টর তো অনেকেই থাকে, নুসরত যদি কোনও জায়গার ডিরেক্টর থেকেও থাকে, তা হলে ও রকম ডিরেক্টর তো অনেক আছে। ওদেরও তো (বিজেপির) কে এক জন সাংসদ আছেন, যাঁর বিরুদ্ধে ইডিতে কমপ্লেন আছে। যিনি বিদেশেও গিয়েছিলেন চিটফান্ডের মালিকের সঙ্গে। আমি নাম বলব না।'

# দুর্নীতি দমনে এবার রাজভবনে খোলা হল অ্যান্টি কোরাপশন সেল

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজভবনে খোলা হল দুর্নীতি বিরোধী সেল। আমজনতা যে কোনও দুর্নীতি নিয়ে এখানে অভিযোগ জানাতে পারবে। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জানিয়েছেন। তিনি জানান, গতকাল পয়লা অগস্ট থেকেই এই সেল কাজ শুরু করেছে। অ্যান্টি করাপশন সেল তৈরির প্রাথমিক কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দুর্নীতিমুক্ত করা। তবে সার্বিক দুর্নীতি রুখতে এই প্রয়স। রাজ্যপাল আরও জানান, এই অ্যান্টি করাপশন সেলের মাধ্যমে রাজ্যের যে কোনও মানুষ রাজভবনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। দুর্নীতির কথা জানাতে পারেন। এই সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ জমা পড়লে তা ভালো করে খতিয়ে দেখা হবে। সেই অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে। এদিন রাজভবনে সাংবাদিকদের তিনি আরও বলেন, দুর্নীতি বিরোধী সেলের লক্ষ্য প্রান্তিক মানুষকে নিজের অভিযোগ জানানোর সুযোগ করে দেওয়া। এর মধ্য দিয়ে রাজভবন গরিব মানুষের বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করছে। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণাতেই তিনি রাজভবনে দুর্নীতি বিরোধী সেল খুললেন বলেও রাজ্যপাল দাবি করেছেন। সকালে রাজভবনে 'আমনে সামনে' শীর্ষক একটি কর্মসূচির সূচনা হয়। তাতে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন পড়ুয়ারা। সরাসরি কথাও বলেন। এই কর্মসূচির পাশাপাশি তিনি অ্যান্টি করাপশন সেলেরও সূচনা করেন।

এদিন রাজ্যপাল স্পষ্ট বার্তা দেন, 'কোনও প্রকারের দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না।' তিনি জানিয়েছেন, কেউ টাকা নিচ্ছে দেখা গেলেই তা ছবি তুলে জানানো যেতে পারে রাজভবনের ওই সেলে। ইতিমধ্যেই ওই সেল খোলা হয়েছে। তবে অনেকেই অভিযোগ জানানোর আগে নিজের নাম, পরিচয় নিয়ে সতর্ক থাকছেন। এদিকে সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক আধিকারিক জানান, অনেকেই বুঝতে পারছেন না ঠিক কোন অভিযোগ জানানো যাবে। আবার কেউ কেউ প্রশ্ন করছেন, তাঁদের নাম, পরিচয় গোপন থাকবে কি না। অভিযোগকারীদের সব বিষয় বুঝিয়ে দিচ্ছেন আধিকারিকরা।

# কোনওরকম দুর্নীতিতে জড়িত নন, সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি নুসরতের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ফ্ল্যাট নিয়ে যে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হচ্ছে তার সঙ্গে তিনি কোনওভাবে জড়িত নন বলে দাবি তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহানের। অভিযোগ উঠেছে, ফ্ল্যাট পাইয়ে দেওয়ার নামে নুসরত জাহানের একটি সংস্থার বহু ব্যাংককর্মীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে থাকলেও কাউকে ফ্ল্যাট দেওয়ার হয়নি। এদিকে নুসরত ওই সংস্থার অন্যতম অধিকর্তা ছিলেন। অভিযোগের এখানেই শেষ নয়, পাশাপাশি এও বলা হয়েছে সেই টাকায় নুসরত পাম অ্যাভিনিউয়ে একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনেছেন।

এই অভিযোগের জবাব দিতে তৃণমূল সাংসদ বুধবার প্রেসক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক ডাকেন। নুসরতের দাবি, তিনি ২০১৭ সালে কোম্পানি থেকে পদত্যাগ করেন। ওই কোম্পানিতে তাঁর কোনও ছিল না। তৃণমূল সাংসদ আরও জানান, ওই সংস্থা থেকে তিনি ফ্ল্যাট কেনার জন্য প্রায় ১কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। পরে প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা সুদ সমেত ফেরত দিয়েছেন। তাঁর আরও দাবি, এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই।

এদিকে প্রতারিতদের ব্যাংককর্মীদের অভিযোগ, ২০১৪ সাল থেকে দফায় দফায় ফ্ল্যাট দেওয়ার নামে টাকা নেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছিল, পরবর্তী চার বছরের মধ্যে ফ্ল্যাট হাতে তুলে দেওয়া হবে। তবে ২০১৮ সালের পরও ফ্ল্যাট পাননি তাঁরা। এরপর ওই প্রতারিতদের সঙ্গে নিয়ে বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা সোমবার সিজিও কমপ্লেক্সে যান ইডির কাছে অভিযোগ করতে। এদিকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও দাবি করেন, এটি একটি বিশাল কেলেঙ্কারি।

এরপরই বুধবার নুসরত সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'শুটিংয়ে ব্যস্ত থাকায় আমি কারও ফোন ধরতে পারিনি।' এরপরই অভিনেত্রী সাংসদ বারবার দাবি করেন, 'তিনি কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নন। এ ব্যাপারে তিনি ৩০০ শতাংশ নিশ্চিত। তিনি বলেন, যাঁরা ভুল করে, ভয় তাঁদের হয়। আমি এমন কোনও কাজ করিনি, ভবিষ্যতেও করবও না। আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি দুর্নীতির সঙ্গে কোনও যোগ যদি দেখাতে পারেন, তাহলে আপনারা যা বলবেন তাই হবে।'

এদিকে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে মামলা চলছে কলকাতা হাইকোর্টে। তিনি বলেন, আদালতের বিচারাধীন বিষয়ে কারও হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। আইন আইনের পথে চলবে। তিনি উল্টে সংবাদমাধ্যমকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাঁদের কী করা উচিত, সে সম্পর্কে নানা মন্তব্য করেন। সাংবাদিকদের প্রশ্ন শুনে তিনি রীতিমতো মেজাজ হারিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে চলে যান। কার্যত সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নেরই জবাব দেননি। নুসরতের সাংবাদিক বৈঠক শেষ হতে না হতেই সাংবাদিক সম্মেলন ডাকে বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা। তাঁর দাবি, নুসরত ওই সংস্থার ডিরেক্টর থাকাকালীন ব্যাংককর্মীদের থেকে টাকা নিয়েছেন। ওই কোম্পানি থেকেও দফায় দফায় তিনি টাকা তোলেন। এই দাবির সমর্থনে শঙ্কুদেব বিভিন্ন নথিও হাজির করেন। তাঁর প্রশ্ন, একজন ডিরেক্টরকে কেন তাঁর সংস্থা ঋণ দেবেন। শঙ্কু বলেন, আমাদের হাতে যা নথি আছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, তিনি ১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। অথচ সাংবাদিক বৈঠকে নুসরত দাবি করলেন, ঋণ নিয়েছিলেন ১কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। বিজেপি নেতার অভিযোগ, নুসরতের ৫ মিনিটের সাংবাদিক বৈঠক স্ববিরোধিতায় ভরা। নুসরতই ওই সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। এরই পাশাপাশি শঙ্কুদেব অবিলম্বে তাঁর গ্রেপ্তারির দাবিও তোলেন।

# এমএলএ হস্টেলের সামনে এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের প্রবল বিক্ষোভে ধুন্ধুমার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিক্ষোভকারীর হাত কামড়ে দেওয়ার ঘটনার পর এবার সামনে এল গলা টিপে ধরার ঘটনাও। এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের তুমুল বিক্ষোভে বুধবার উত্তাল হয়ে ওঠে সরকারি বিধায়ক আবাসন চত্বর। আর এই বিক্ষোভে ঘৃতাহুতি হয় বিক্ষোভকারীদের হঠানোর সময়। এই সময়ই প্রিজন ভ্যানে তুলতে গিয়ে এক চাকরিপ্রার্থীর গলা টিপে ধরেন এক মহিলা পুলিশ কর্মী। এর আগে এক চাকরিপ্রার্থীর হাতে কামড়ে দেওয়ার অভিযোগ নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। এবার এল গলা টিপে ধরার অভিযোগ।

হকের দাবি তাঁদের। তাই আবারও রাজপথে চাকরিপ্রার্থীরা। বুধবার সকাল ১০টা নাগাদ বিক্ষোভ দেখাতে দেখাতে কিড স্ট্রিটে এমএলএ হোস্টেলের সামনে বসে পড়েন এসএলএসটি-র ২০১৬'র বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীরা। বিক্ষোভের কারণে আটকে পড়েন বিধায়করা। এদিকে গত ৮৭১ দিন ধরে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে অবস্থান বিক্ষোভ করছেন তাঁরা। এই বিক্ষোভের জেরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় এমএলএ হোস্টেলের সামনে। শাসক-সহ বিরোধী দলের একাধিক বিধায়ককে দেখা যায় হোস্টেলের গেটের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকতে। পুলিশ সেখানে পৌঁছতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কিড স্ট্রিট চত্বর। প্রথমে মাইকিং করে চাকরিপ্রার্থীদের ধর্না থেকে উঠে যেতে বলেন পুলিশ আধিকারিকরা। কিন্তু নিজেদের দাবিতে অনড় থাকেন তাঁরা। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর শুরু হয় বলপ্রয়োগ। টেনে হিঁচড়ে চাকরিপ্রার্থীদের তোলার চেষ্টা করে পুলিশ। শুরু হয় ধস্তাধস্তি।

রীতিমতো চ্যাঙদোলা করে তাঁদের গাড়িতে তোলার চেষ্টা চলতে থাকে। পাল্টা প্রতিরোধে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রাস্তায় শুয়ে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। ওই ধস্তাধস্তির মাঝেই চাকরিপ্রার্থীরা প্রশ্ন করতে থাকেন, 'আমাদের কী অপরাধ, আমরা কী করেছি?' পুলিশ অবশ্য বিক্ষোভকারীদের কোনও কথারই তোয়াক্কা করেনি।

এরই মধ্যে তনয়া বিশ্বাস নামে একটি চাকরিপ্রার্থীকে ভ্যানে তোলার সময়ে গলা টিপে ধরে বলে অভিযোগ। চাকরিপ্রার্থীদের একজন বলেন,'আমরা ভিক্ষার চাকরি চাই না স্যার। বেঁচে থেকে চাকরি করতে চাই, পরিবারের দায়িত্ব নিতে চাই। ১০টা থেকে ৫টা স্কুলে থাকতে চেয়েছি, আর কী চেয়েছি? পরিবারকে সাহায্য করতে পারি না, এর থেকে যন্ত্রণার আর কী আছে?' এদিকে এই ট্যান হেঁচড়ার জেরে অসুস্থ হয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। এদিকে এদিন বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দেখা যায় বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকেও।

এদিনের এই ঘটনায় বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন, 'যেভাবে টেনে হিঁচড়ে তোলা হত, সেটা কলঙ্ক। রুচিহীন রাজনীতির জন্যই এই ঘটনা ঘটছে।' এর পাশাপাশি মনোজ টিগ্গা, শঙ্কর ঘোষরা জানান, 'যোগ্য শিক্ষক পদপ্রার্থীদের নিয়োগের ব্যাপারে টালবাহানা করছে সরকার। আমরা বারবারই বিধানসভার অভ্যন্তরে এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।' তবে এদিন এমএলএ হস্টেলের বাইরে বিক্ষোভ নিয়ে অসন্তুষ্ট হন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

# আত্মঘাতী বলিউড শিল্প নির্দেশক নীতিন দেশাই

**মুম্বই, ২ অগস্ট:** বুধবার সকালে ঘটল বলিউডে নক্ষত্র পতন। জন্মদিনের মাত্র সাত দিন আগেই অঘটন ঘটিয়ে ফেললেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্প নির্দেশক নীতিন দেশাই। নিজের স্টুডিয়োতেই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন তিনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মুম্বই পুলিশ। জানা গিয়েছে, মাথায় উপর ছিল কয়েকশো কোটি টাকার দেনা। সেই দেনার দায়ে নাকি বিপর্যস্ত ছিলেন তিনি। হয়তো সেই কারণেই শেষমেশ এই চরম সিদ্ধান্ত নিলেন নিতিন। বলিউডের বহু ব্লকবাস্টার ছবির সেটে নির্মাণ করেছিলেন তিনি। পর্দায় জীবন্ত করে তুলেছেন সিনেমার গল্পগুলিকে। '১৯৪২ আ লভ স্টোরি', 'লগান', 'দেবদাস', 'জোধা আকবর', 'হম দিল দে চুকে সনম'-এর মতো ছবির সেট তার হাতের ছোঁয়াতেই জীবন্ত হয়ে উঠছিল।

## কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে ফের সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্যকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ নিয়ে ফের সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বঞ্চনার প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন তিনি। বুধবার নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন মুখ্যসচিবও। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '২৩-২৪-র বাজেট যদি দেখেন, সব রাজ্যকে হিসেব দিয়েছে সংসদের প্রশ্নে, আর বাংলাকে দিয়েছে শূন্য। একশো দিনের কাজে এক পয়সা দেয়নি। যদি উত্তরপ্রদেশ পায়, যদি রাজস্থান পায়, যদি মধ্যপ্রদেশ পায়, যদি হরিয়ানা পায়, তাহলে বাংলা কেন পাবে না? বাংলা কি ছাগলের তৃতীয় ছানা? মানুষের ঘর, বাংলার বাড়ি, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা। ওরা একা টাকা দেয় না, ৬০-৪০ আছে। ৪০ আমাদেরও দিতে হয়। আর ৬০ শতাংশ যেটা দেয়, সেটা আমাদের এখান থেকে জিএসটি তুলে নিয়ে যায়, তার থেকে ভাগ দেয়। পরিবর্তে আমরা যে টাকাটা পাই, সেটা কিন্তু আমাদের দিচ্ছে না'। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১০০ দিনের কাজ আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যকে বঞ্চনার প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেস আগামী ৬ই অগস্ট রাজ্য জুড়ে আন্দোলন কর্মসূচি নিয়েছে। ঐদিন সমস্ত ব্লক সদরে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগের পাশাপাশি আদিবাসী দলিত-সহ পিছিয়ে পড়া মানুষদের ওপরে নিপীড়নের প্রতিবাদে ধর্না কর্মসূচি পালন করা হবে। এর পাশাপাশি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে মিছিল মিটিংও করা হবে দলের তরফে।

## বাড়ি যাওয়ার আর্জি জানালেন বুদ্ধদেব

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** অনেকটাই সুস্থ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ৭৯ বয়সী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শুধু চিকিৎসক নয়, এদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসা ভিজিটার্সদের সঙ্গে কথাও বলেছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। আগের থেকে অনেক বেশি সজাগ ও সচেতন তিনি। বুধবার সকাল থেকে রাইলস টিউব খুলে ফেলারও কথাও বলেন চিকিৎসকদের। সূত্রের খবর, এদিন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি দেখা করতে এলে তিনি তাঁর কাছে আম খাওয়ারও আর্জি জানান। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক পরিস্থিতি আম খাওয়ার মতো নন। তাঁকে এখনও রাইলস টিউব দিয়ে তরল খাবার খাওয়ানো হচ্ছে বলে খবর। মেডিক্যাল বুলেটিনে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এদিন তাঁর জন্য গড়া মেডিক্যাল বোর্ডের চিকিৎসেকরা তাঁকে পরীক্ষা করে ও টেস্ট রিপোর্ট খতিয়ে দেখে পরবর্তী ট্রিটমেন্ট নিয়ে সিদ্ধান্ত নেন।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

### নাম-পদবী
গত 01/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11757 নং এফিডেভিট বলে আমি Rabin Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kartick Das ও K. Ch. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

### নাম-পদবী
গত 09/03/23 S.D.E.M., সদর হুগলী কোর্টে 45 নং এফিডেভিট বলে Sanjay Kumar Das S/o. Haradhan Das ও Sanjay Das S/o. H. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী
আমি শ্যাম প্রসাদ পাত্র রেশন কার্ডে আমার নাম লক্ষন পাত্র আছে। 27-2-23 নোটারী পাবলিক কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে শ্যাম প্রসাদ পাত্র ও লক্ষন পাত্র উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম শ্যাম প্রসাদ পাত্র।

### নাম-পদবী
গত 19/06/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর হুগলী কোর্টে 9803 নং এফিডেভিট বলে Gautam Kumar Ghosh S/o. Sital Ghosh ও Goutam Ghosh S/o. Lt. S. Ch. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী
গত 25/07/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর হুগলী কোর্টে 11390 নং এফিডেভিট বলে Goutam Maji S/o. Madhusudan Maji ও Goutam Majhi S/o. M. S. Majhi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

### নাম-পদবী
গত 19/06/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর হুগলী কোর্টে 9802 নং এফিডেভিট বলে Sunil Kumar Show S/o. Bhola Nath Show ও Sunil Shaw S/o. B. Shaw সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী
গত 01/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11789 নং এফিডেভিট বলে আমি Soumendra Majumder ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Salilendra Nath Majumder ও Salilendra Nath Majumder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

### নাম-পদবী
গত 31/07/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর হুগলী কোর্টে 11677 নং এফিডেভিট বলে Tapas Maity S/o. Kartick Chandra Maity ও Tapas Kr. Maity S/o. K. Ch. Maity সাং চাম্পাডাঙ্গা, তারকেশ্বর হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী
গত 27/07/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর হুগলী কোর্টে 11486 নং এফিডেভিট বলে Gosta Behari Ghosh S/o. Guru Pada Ghosh ও Gosto Bihari Ghosh S/o. Lt. G. P. Ghos সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী
গত 01/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11785 নং এফিডেভিট বলে আমি Rajkumar Sharma ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Babulal Sharma ও Bimala Sharma সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

### নাম-পদবী
গত 25/07/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 3918 নং এফিডেভিট বলে আমি Rinku Kumari Shaw W/o. Mantu Shaw ও Rinku Shaw W/o. Mantu Shaw সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Aman Kumar Shaw.

### বিজ্ঞপ্তি
**In the Court of 3rd Civil Judge (Jr. Divn), Paschim Medinipur**
**T.S. No. 463/2023**
**Sk Abdul Aziz,** S/O Late Sk Abdul Gofur @ Sk Methu represented on behalf of the Mosque of Muslim people of Mouza- Ballavpur, Village- Patharghata, P.O.- Midnapore, Midnapore, Dist- Paschim Medinipur, Pin– 721101 ...Plaintiff
**-VS-**
**1. Sk Amiruddin** S/O Sk Badiruddin
**2. Sk Abdul Motin** S/O Sk. Abdul Karim all of Village- Patharghata, P.O.- Midnapore, Midnapore, Dist- Paschim Medinipur, Pin- 721101 ...Defendants

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যায় যে অত্র মোকর্দ্দমায় বাদী আব্দুল আজিজ, পিতা- মৃত সেক আব্দুল গোফুর প্রঃ সেক মেথু বল্লভপুর মৌজায় মুসলিম জনগনের representative capacity তে অত্র মোকর্দ্দমা তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিতে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ও স্বত্ব প্রচারএর নিমিত্ত বিবাদীগনের বিরুদ্ধে উত্থাপন করিয়াছে এবং তাহাতে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার অন্তবর্তীকালীন আদেশ বিবাদীগনের বিরুদ্ধে আদালতে প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে কোন আপত্তি করিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন

**তপশীল**
জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- মেদিনীপুর, মৌজা- বল্লভপুর, জে.এল.নং-১৮৩, আর.এস খতিয়ান নং ৫১৩, এল.আর খতিয়ান নং- ১৯৪৩, আর.এস দাগ নং- ১৪৯৩, corresponding এল.আর দাগ নং- ২২৩৭, পরিমান - ০.০৩ একর।

**চৌহদ্দী**
উত্তর- দাগ নং ১৪৯৬, পূর্ব- মিউনিসিপ্যাল রোড, দক্ষিন- মিউনিসিপ্যাল রোড পশ্চিম- দাগ নং - ১৪৯৪

আদেশানুসারে
অরুন কুমার চন্দ্র
সেরেস্তাদার
৩য় সিভিল জজ আদালত, নিম্ন বিভাগ পশ্চিম মেদিনীপুর

### বিজ্ঞপ্তি
**জেলা-হুগলী মোকাম শ্রীরামপুর ডিষ্টিক্ট ডেলিগেট আদালত শ্রীরামপুর**
**এ্যাক্ট ৩৯ প্রোবেট কেস নং ৪১। ২০২৩**

দরখাস্তকারিনী- শ্রীমতী সোনালী মৈত্র স্বামী গৌতম মৈত্র, সাং ১২০ নং এন.এস. এ্যাভিনিউ, পোষ্ট ও থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২২০১

উক্ত দরখাস্তকারিনী মৃত শ্রীমতী অঞ্জলী মৈত্র, স্বামী মৃত সুনীল চন্দ্র মৈত্র, সাং ১২০ নং এন.এস. এভিনিউ, পোষ্ট ও থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২২০১ এর ত্যক্ত ১৬-০৮-২০১৩ তারিখের উইলের প্রবেট লইবার জন্য নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি লইয়া উপরিউক্ত মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং অথবা আপনার নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ আদালতে হাজির হইয়া লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন। নচেৎ এক তরফা শুনানী হইবে।

**তপশীল সম্পত্তি**
জেলা- হুগলী, থানা, মিউনিসিপ্যালিটি শ্রীরামপুরের ১২০, এন.এস. এভিনিউ এ অবস্থিত "মে ফেয়ার প্লাজা" এ্যাপার্টমেন্টের চতুর্থতলে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ৩০৩, যাহার মোট সুপারবিল্ড-আপ এরিয়া ৪১৯ বর্গফুট এর অর্দ্ধাংশ, মৌজা- শ্রীরামপুর, জে.এল নং ১৩, আর.এস. দাগ নং ২৭৬১, ২৭৬২, খতিয়ান নং ২০১৮৫/২ মায় পথ, প্যাসেজ, সিঁড়ি, লবি, পাম্পরুম রিসার্ভার ইত্যাদি ব্যবহারের কমন অধিকারসহ।

অনুমত্যানুসারে
সমীর চক্রবর্ত্তী
সেরেস্তাদার
ডিষ্টীক্ট ডেলিগেট আদালত
শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পঃ বঃ
৩১/০৭/২০২৩

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**
**অ্যাড কানেক্সন**
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

**হুগলি**
**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,** সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,** প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

**নদিয়া**
**টাইপ কর্ণার,** নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
**রাজ টেলিকম,** অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,** শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
**অবসর,** ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
**সবিতা কমিউনিকেশন,** প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

**পূর্ব মেদিনীপুর**
**আইনক্স অ্যাড এজেন্সি**
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
**শ্যাম কমিউনিকেশন,** দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
**মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক,** ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

**পশ্চিম মেদিনীপুর**
**মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি** দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

**মুর্শিদাবাদ**
**পি' অ্যাডস সলিউশন,** অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

**বীরভূম**
**সংবাদ সারাদিন,** মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।





## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ৩ রা আগষ্ট, বৃহস্পতিবার। ১৭ ই শ্রাবণ দ্বিতীয়া তিথী। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা। বিংশোত্তরী মঙ্গল র র মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদদোষ।**

**মেষ রাশি :** শুভদিন। সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ, পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের বিদ্যালয়ে নিয়ে যে সমস্যা ছিল, সেটা মিটে যাবে। গৃহ শিক্ষকের আচরণে, যে ঘটনাটি ঘটেছিল তাও মিটে যাবে। উর্ধ্বোদন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। বাণিজ্য ও শুভ দিন তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা। নতুন যোগাযোগের দ্বারা দোকান ভূমি সম্পত্তি বিষয় সুখ বৃদ্ধি। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

**বৃষ রাশি :** সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলা উচিত। পরিবার পরিজন বন্ধু-বান্ধবের থেকে দুঃখ প্রাপ্তির দিন। প্রেমিকের কথায় বিতর্ক তৈরি হবে। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথা নিয়ে বিতর্ক। পরিবারের স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব। বাণিজ্যে অর্থ লাভের পথ আটকে যাবে। আজ বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা। সতর্ক থাকা উচিত ধৈর্য রাখলে শুভ।নিমন্ত্রণ বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে শরীর খারাপের প্রবল সম্ভবনা। হজম সংক্রান্ত কোনো সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। ওম নামো শিবায় বলুন এগিয়ে চলুন।

**মিথুন রাশি :** আজ শুভ দিন। শুভ যোগাযোগের দ্বারা কর্মে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। চিন্তা করে ভেবে কথা বললে, দাম্পত্যেও সুখ। বৃদ্ধ দ্বারা কোন শুভ সম্পর্ক তৈরি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য খুবই শুভ দিন। উচ্চ বিদ্যা যোগে যারা চেষ্টা করছেন তাদের সফলতা নিশ্চিত বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল দোকান ব্যবসা করেন যারা তাদেরও লাভ-প্রাপ্তির দিন। হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন।

**কর্কট রাশি :** দাম্পত্য কলহ থাকবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা যে সমস্যা মুক্তির পথ দেখেছিলেন, আজ তা দুশ্চিন্তায় ভরা থাকবে। কর্মে বিভ্রান্তিকর অবস্থা থাকবে। সকাল বেলায় কোন প্রতিবেশী দ্বারা বিতর্কের সম্ভাবনা। সতর্ক থাকা। ধৈর্য ধরা। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের ধৈর্য রাখতে হবে। দেবী মাহা লক্ষ্মীর পুজো করুন শুভ হবে।

**সিংহ রাশি :** সতর্ক থাকুন আজকের দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। যে প্রভাবশালী মানুষ কথা দিয়েছিলেন যে, আপনার কাজটা করে দেবেন, তিনি কথা রাখতে পারলেন না, বলে কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ বিতর্ক দানা বাঁধবে, পরিবারে এক নারীকে কেন্দ্র করে। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করবেন ঠিক করেছেন তারা একটু ধৈর্য ধরুন। নারায়ণ শ্রী বিষ্ণু স্তোত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

**কন্যা রাশি :** সম্প্রতি ছোট ভ্রমণে যাওয়ার জন্য পরিবারে, অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে। যে ছোট ভ্রমণে যাওয়া হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিতর্কিত কোন মানুষের দ্বারা কষ্টপ্রাপ্তি। দুঃখ প্রাপ্তি। বাড়িতে জল কল আলো এই বিষয়ে সঠিক মিস্ত্রির প্রয়োজন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয়। প্রেমিক যুগল ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন। গণেশ স্তোত্রম পাঠ করলে উপকৃত হবেন।

**তুলা রাশি :** পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে কোনো ছোট অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা। ছোট ভ্রমণের পরিকল্পনা। সুখ -বৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা শান্তির বাতাবরণ ।বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। বাস্তু কৃষি জমি বিষয় কাজ করেন, তাদের হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি আয় বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত নিন এগিয়ে চলুন হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলো।

**বৃশ্চিক রাশি :** মানসিক শান্তি পাওয়া যাবে। আজ সুখের দিন। যারা বেতনভুক কর্মচারী তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের, কিছু সহযোগিতা নিশ্চয়ই পাবেন। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের পুরাতন বান্ধব, প্রতিবেশী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তির দিন। পরিবারের দাম্পত্য শান্তি। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি বিদ্যা যোগ শুভ। শিক্ষকের যে আচরণে কষ্ট পেয়েছিলেন আজ সেখানে শান্তির বাতাবরণ। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

**ধনু রাশি :** সকালের দিকে সতর্কতা অবলম্বন করুন। প্রতিবেশীর দ্বারা বিবাদ বিতর্ক। বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পরিবারে এক অশান্তির বাতাবরণ।ওম্ শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি, উচ্চারণ করে ধৈর্য রাখলে সন্ধ্যার পর সম্মান প্রাপ্তি। বাণিজ্যের নতুন পথের সন্ধান। অর্থপ্রাপ্তি। বাড়ি জমি বাস্তু নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার দাম্পত্যের ভুল বোঝাবুঝি চলবে। ধৈর্য রাখলে উচ্চ বিদ্যা নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের শুভ হবে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসী পত্র প্রদান করুন। নিশ্চয়ই শুভ হবে ।

**মকর রাশি :** আজ সচেতন থাকা ভালো। পরিবারের অনাত্মীয় দ্বারা কিছু বিতর্কের তৈরি হবে। পরিবারে দুটি বা তিনটি সন্তান থাকলে তাদের একজনকে নিয়ে কিছু বিতর্ক তৈরি হবে। যা পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ আনবে। যাদের বাড়িতে ভাড়াটিয়া আছে কিছু বিতর্কের সম্ভাবনা তাদের সাথে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন, শুভ হবে।

**কুম্ভ রাশি :** কর্মে শান্তির বাতাবরণ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কর্মে উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্য অর্থ-প্রাপ্তির প্রবল। যারা ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যাল কর্মে আছেন, তাদের শান্তির বাতাবরণ। দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা। ধৈর্য সহ, কথা কম বলে, অন্যের কথাকে মান্যতা দিলে, নিশ্চয়ই শুভ বৃদ্ধি হবে।

**মীন রাশি :** নতুন ব্যবসায়িক কোনো বড় চুক্তির সম্ভাবনা। ধৈর্য রাখলে আজ অর্থ বৃদ্ধি র সম্ভাবনা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। পরিবারের সন্তানের সফলতা। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথার মর্যাদা দিলে শুভ। দুর্গা বা কালি শক্তি মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্বলন করুন ,শুভ হবে।

**(আজ আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস)**

**ঘোষণা**- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

# সাঁওতালি ও রাজবংশী ভাষার মাধ্যমে রাজ্যে শিক্ষা-গবেষণা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্য সরকার সাঁওতালি, রাজবংশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও গবেষণায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। বুধবার নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই সব আঞ্চলিক ভাষার প্রসারে ডেডিকেটেড ব্রাঞ্চ ফর সাব রিজিওনাল ল্যাঙ্গোয়েজ তৈরি করা হয়েছে।

তিনি জানান, দ্রুত ৮৪৪টি পদে সাঁওতালি ভাষার শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এছাড়াও ঝাড়গ্রামে প্রতি ব্লকে ১টি সাঁওতালি মাধ্যমের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের হস্টেলের সুবিধা সহ তৈরি করা হবে। এই পরিকল্পনা সফল হলে অন্যান্য জেলাতেও একই পদক্ষেপ করা হবে। ঝাড়গ্রামের বিএড কলেজেও সাঁওতালি ভাষাকে মান্যতা দেওয়া হবে।

রাজবংশী স্কুলে নিয়োগ প্রসঙ্গে তিনি জানান, এই মুহূর্তে ১৯৮টা রাজবংশী স্কুল চলছে। সেখানে যাঁরা পড়ান তাঁদের ডিগ্রি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যাঁরা যোগ্য তাঁদের নিয়ম মেনে প্যারা টিচার পদেও নিয়োগ করতে রাজি রাজ্য। যাঁদের ডিগ্রি নেই অথচ পড়াচ্ছেন তাঁদের আইন মেনে অশিক্ষক কর্মী হিসেবে কোনও ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেই দিকটি খ তিয়ে দেখা হবে। প্রয়োজনে তাঁদের ডিগ্রি অর্জনের জন্য সময় দেওয়া হবে। এই নিয়ে একটি সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। তার রিপোর্ট হাতে পেলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজ্যের অনুমোদনহীন খারিজি মাদ্রাসার পড়ুয়ারাও যাতে কন্যাশ্রী, সবুজসাথীর মতো সরকারি প্রকল্পের সুযোগ পায় সেব্যাপারে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে। সেকারণেই বিধানসভায় তিনি হাই-পাওয়ার কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'আমরা মাদ্রাসা দখল করব, এটা ভুল খবর বেরিয়েছে। মাদ্রাসাতে আমরা হস্তক্ষেপ করব না'।

এদিন নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '৭০০ মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেব। এছাড়াও একটি বিশেষ ধরনের মাদ্রাসা রয়েছে যারা ইসলাম ধর্ম নিয়ে পড়ায়। এটা তাদের স্বাধীনতা। আমরা সেখানে হস্তক্ষেপ করব না। আমরা বলেছি একটি সার্ভে করা হবে। যারা আগ্রহী সেই মাদ্রাসাগুলিকে সরকারি খাতায় রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ দেওয়া হবে মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা যারা আছে, তারা কিন্তু কন্যাশ্রীর সুবিধা, সবুজ সাথীর সুবিধা, স্মার্ট ফোনে সুবিধা, এসব পায় না। এই মাদ্রাসাগুলি যদি নথিভুক্ত করে নামগুলি, আমরা সমীক্ষা করে দেখব। আমার তাদের যেটা করব, সেটা হচ্ছে, তাদের ছাত্রছাত্রীরা,অন্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা যে ক্যাটেগরিতে সরকার থেকে যা যা সুযোগ-সুবিধা পায়, যেটা যাতে তারা পেতে পারে, সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য'।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'আমরা নিজের কিছু করব না এ ব্যাপারে। আমরা নিজের কিছু করব না এ ব্যাপারে, সমীক্ষা করার জন্য। ৬ মাসের মধ্যে রিপোর্ট দেবে, যারা আগ্রহী, যারা আবেদন করবে, তাদের। কমিটিতে ইমামরাও থাকবে। যদি তারা করতে চায়, এই সুবিধাগুলি ছাত্রছাত্রীদের দিতে পারি। আমরা চাই, সংখ্যালঘু ছেলেমেয়েরা আরও এগিয়ে আসুক। মাথা তুলে দাঁড়াক'।

রাজ্যে এমন বহু মাদ্রাসা রয়েছে, যাদের সরকারি অনুমোদন নেই। বিধানসভায় মাদ্রাসার নাম নথিভুক্তকরণের বিষয়টি ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন এমন উদ্যোগ? তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়। এদিন মমতা বলেন, 'মাদ্রাসা নাম নথিভুক্ত করাটা ঐচ্ছিক। কোনওরকম জোর করা হবে না'।



*রাজারহাট মেট্রো প্রকল্প অর্থাৎ অরেঞ্জ লাইনে নিউ গড়িয়া থেকে ভায়া রাজারহাট হয়ে বিমানবন্দর লাইনের নবদিগন্ত মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আরভিএনএল) স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে টেকনোপলিস সাইটে নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। আরভিএনএল এই স্টেশনের নির্মাণকাজ ২০২৪-এর ডিসেম্বরের শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।*

## হাওড়ার শ্যামপুর ব্লকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীপাড়ে ধাক্কা জাহাজের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বুধবার হাওড়ার শ্যামপুর ব্লক এলাকাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীর পাড়ে ধাক্কা মারে পণ্যবাহীত একটি বিদেশি জাহাজ। ঘটনাটি ঘটে শ্যামপুরের বাসুদেবপুরের ৫৮ গেট এলাকাতে। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে সিঙ্গাপুরের একটি পণ্যবাহী জাহাজ হুগলি নদী ধরে কলকাতা বন্দরের দিতে যাচ্ছিলো। ঠিক একই সময়ে ওই পথেই আরেকটি হলদিয়াগামী জাহাজ উল্টোদিকে আসছিলো। সেই জাহাজটিকে পথ দিতে গিয়েই কলকাতাগামী জাহাজটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এরপরই কলকাতাগামী জাহাজটি পূর্ব বাসুদেবপুরের নদীর পাড়ে ধাক্কা মারে। তীব্র আওয়াজে এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। আসেন পোর্ট ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিরা। ঘটনার জেরে জাহাজের ও নদী বাঁধের ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ না জানা গেলেও অনুমান করা হচ্ছে বড় ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে সকাল ১১ টা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটে। নদীর পাড়ে আটকে থাকা পণ্যবাহী জাহাজটিকে দেখতে এলাকার সাধারণ মানুষের ভিড় জমে যায়। সকলেই মোবাইল ফোনে ওই দৃশ্য ভিডিও করে রাখে । নদীর তীরের বাঁধ সহ একাধিক গাছের ক্ষতি হয়েছে বলেও সূত্রের খবর। যদিও ঘটনায় কেউ আহত হয় নি বলেই স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর।



কলকাতা ও হলদিয়া থেকে দড়ি পাঠানো হয়েছে। দড়ি দিয়ে টেনে জাহাজটিকে গভীর জলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। জাহাজ থেকে তেল লিক করে নদীর জলে মেশার কোনো ঘটনা এখনও চোখে পড়েনি।

কন্টেনারগুলি যাতে নদীর জলে ভেসে না যায় সেজন্য সেগুলিকে দড়ি দিয়ে ভালো করে বেঁধে রাখতে জাহাজের মাস্টারকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রক সূত্রে জানান হয়েছে জাহাজটি ৩৩৮ টি কন্টেনার নিয়ে ক্লাং বন্দর থেকে কলকাতার নেতাজী সুভাষ ডকে যাচ্ছিল। জাহাজের মাস্টার এডুইন ডিন রামাস ফিলিপিন্সের নাগরিক। তাঁর সঙ্গে আরও ২০ জন নাবিক রয়েছেন। তাঁরা ফিলিপিন্স ও মালয়েশিয়ার নাগরিক। সকলেই নিরাপদে রয়েছেন।

## সবেবরাত ও করম পুজোয় ছুটি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্য সরকার এবার থেকে সবেবরাত এবং করম পুজোয় পুরো ছুটি দেবে। বুধবার নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, এতদিন সবেবরাত ও করম পুজোয় শর্তসাপেক্ষে ছুটি দেওয়া হতো। কিন্তু ওই দুই উৎসবে পুরো ছুটি দেওয়ার দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। সেই দাবি মেনে এবার ছুটি দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, 'এতদিন পর্যন্ত রাজ্যে সবেবরাত এবং করম পুজোতে সেকশনাল হলিডে (অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি শ্রেণির জন্য ছুটি) থাকত। কিন্তু, দীর্ঘদিন ধরেই এই দুই দিনে পূর্ণাঙ্গ ছুটি ঘোষণা করার দাবি উঠছিল। এবার থেকে এই দুই দিন রাজ্য সরকার ছুটি ঘোষণা করল। অর্থাৎ এই দুটি দিনে সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মীরাই ছুটি পেতে চলেছেন।

## জলবন্দি দশা থেকে মুক্তি চাইছেন ভাটপাড়ার দু'শো নম্বর কলোনির বাসিন্দারা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** এবারে জাঁকিয়ে বর্ষা নামেনি। তবুও এক মাসের অধিক সময় ধরে জলমগ্ন দশায় ভুগছেন ভাটপাড়া পুরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের পানপুর দু'শো নম্বর কলোনির বাসিন্দারা। জানা গিয়েছে, এখানে ২২টি পরিবারের বসবাস। এক হাঁটু কাঁদাজল ভেঙেই নিত্যদিন বাসিন্দাদের যাতায়াত করতে হচ্ছে। অথচ জমাজল অপসারণের ক্ষেত্রে কোনও হেলদোল নেই পুরসভার, এমনই অভিযোগ বাসিন্দাদের। স্থানীয় বসিন্দা পম্পা দাস ও অর্চনা সরকারের অভিযোগ, এক মাসের বেশি সময় ধরে গোটা এলাকা জলমগ্ন। অনেকের ঘরেই নোংরা জল ঢুকে পড়েছে। আর সেই নোংরা জলের সঙ্গে মিশে ঘরে সাপ, পোকা-মাকড় ঢুকে পড়ছে। এককথায়, জমাজল নিয়ে চরম ভোগান্তির শিকার পানপুরের দু'শো নম্বর কলোনির বাসিন্দারা। তাই অবিলম্বে জলবন্দি দশা থেকে তারা মুক্তি চাইছেন। যদিও দ্রুত জমা জল অপসারণের আশ্বাস দিয়েছেন ভাটপাড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ। তিনি বলেন, 'কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে সম্প্রসারণের কাজ চলায় ওই এলাকার জমাজল নিষ্কাশনের একটু অসুবিধা হচ্ছে। তবুও পাম্প বসিয়ে জল অপসারনের চেষ্টা চলছে।'

## রাজ্যের সব পুরস্কার থাকবে আলিপুর সংশোধনাগারে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্য সরকারের পাওয়া সমস্ত পুরস্কার এবার আলিপুর সংশোধনাগারের সংগ্রশালায় রাখা হবে। মঙ্গলবারেই দুটি গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার পেয়েছে রাজ্য। তাঁত ও বস্ত্র শিল্পের প্রসারে রাজ্যের কাজের জন্য 'স্টার অফ গভর্নেন্স- স্কচ অ্যাওয়ার্ড ইন হ্যান্ডলুম অ্যান্ড টেক্সটাইলস' পুরস্কার। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্ক প্রসূত ভবিষ্যত ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের জন্য সর্বভারতীয় আর্থিক বিষয়ক সংবাদপত্র ইকোনমিক টাইমস গোষ্ঠীর কাছ থেকে ওই প্রকল্পের জন্য ২০২৩ সালের গভর্নমেন্ট ডিজিটেক পুরস্কার পেয়েছে রাজ্য। এছাড়া গত এক দশকে একাধিক আন্তর্জাতিক পুরস্কার-সহ অসংখ্য পুরস্কার, সম্মান এসেছে রাজ্যের ভাণ্ডারে। বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সাধারণ মানুষ যাতে দেখতে পারেন, তারই ব্যবস্থা করা হলো। কেউ যদি রাজ্য সরকারের ওপর গবেষণা করতে চান ,তাঁদের ও খুব কাজে লাগবে। তিনি এদিন মুখ্য সচিব এইচ কে দ্বীবেদিকে নির্দেশ দেন, নবান্নে, তাঁর এবং গৌতম সান্যালের ঘরে যা যা পুরস্কার রাখা আছে সব আলিপুরের সংগ্রহ শালায় নিয়ে রাখতে হবে। আলাদা একটি গ্যালারি করার ও নির্দেশ দেন তিনি।

## চলতি আর্থিক বছরে প্রথম ত্রৈমাসিকর ফল উজ্জীবন স্মল ফিনান্সের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** উজ্জীবন স্মল ফিনান্স ব্যাংক তাদের আর্থিক হিসেব পেশ করল। এবছর ৩০ জুন শেষ হওয়া প্রথম কোয়ার্টারে ঋণ বিতরণ-এর ক্ষেত্রে বার্ষিক বৃদ্ধি হয়েছে ২২ শতাংশ। এবছর ঋণ দেওয়া হয়েছে ৫২৮৪ কোটি টাকার। হাউজিং ও এফআইজি, এই দুই ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ পরিমাণ ঋণ দেওয় হয়েছে বলে জানানো হয়েছে সংস্থার তরফ থেকে। এই দুই ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া অর্থের পরিমাণ যথাক্রমে ৪১৮ এবং ৩২০ কোটি টাকা। আমানতের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি হয়েছে ৪৫ শতাংশ। এবছর প্রথম কোয়ার্টারে মোট আমানত হয়েছে ২৬৬৬০ কোটি টাকা। কাসা ক্ষেত্রে বৃদ্ধি হয়েছে ২৭ শতাংশ। প্যাট (প্রফিট আফটার ট্যাক্স)-এর ক্ষেত্রে সর্বকালীন রেকর্ড ৩২৪ কোটি টাকা হয়েছে। ব্যাঙ্কের আর্থিক হিসেব পেশ করতে গিয়ে উজ্জীবন স্মল ফিনান্স ব্যাংকের এমডি ও সিইও ইত্তিরা ডেভিস জানান, 'চলতি আর্থিক বছরের প্রথম কোয়ার্টারটি এই ব্যাংকের পক্ষে অত্যন্ত আশাপ্রদ। এই কোয়ার্টারটি দুর্বলতম হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ঋণ বিতরণের মাত্রা অনেক শক্তিশালী হয়েছে।

## উৎসব মরশুমের আগে জিজেসি'র জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি শো

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** উৎসব ও বিয়ের মরশুমের আগে জিজেসি অর্থাৎ অল ইন্ডিয়া জেম অ্যান্ড জুয়েলারি ডোমেস্টিক কাউন্সিলের তরফ থেকে জেম অ্যান্ড জুয়েলারি শো-এর আয়োজন করে থাকে। নবরাত্রি ও দশেরা'র ২১ দিন আগে, ধনতেরাসের ৩০ দিন আগে, দীপাবলি'র ৩৫ দিন আগে শুরু হবে এই প্রদর্শনী। ভারতের বহু প্রতীক্ষিত মর্যাদাপূর্ণ এই জেম ও জুয়েলারির প্রদর্শনী মুম্বইয়ে শুরু হচ্ছে ৩০ সেপ্টেম্বর। চলবে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত। এই প্রদর্শনীর মূল আকর্ষণ হল এর বিশ্বমানের ভেন্যু ও পরিকাঠামো। এবারের প্রদর্শনীতে ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১ অক্টোবর হবে নেটওয়ার্কিং নাইট, এমনটাই জানিয়েছেন জিজেসি'র চেয়ারম্যান তথা জিজেএস-এর আহ্বায়ক সিয়াম মেহরা। সঙ্গে এও জানান, এবারের দীপাবলি সংস্করণটি অলঙ্কারপ্রেমীদের জন্য উৎসব ও বিয়ের মরশুমের আগে তাদের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে একটি প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠবে।

## দেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** নিজের ঘর থেকে তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল হালিশহর পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মান্না পাড়া রোড এলাকায়। মৃতার নাম দেবস্মিতা মান্না (৩২)। এদিন বেলায় হালিশহর থানার পুলিশ ওই যুবতীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান ওই যুবতী আত্মঘাতী হয়েছেন। তবে কী কারণে ওই যুবতী আত্মহত্যা করলেন তা নিয়ে ধোঁয়াশায় মৃতার পরিবার। স্থানীয় কাউন্সিলর মৃত্যুঞ্জয় দাস জানান, শুনেছি মেয়েটি বেশ কিছুদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। হয়তো তার জেরেই এই আত্মহত্যার ঘটনা। এদিন সকালে টিটাগড় থানার বাবনপুর মাঠপাড়া এলাকায় এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতার নাম কৃষ্ণা বাইন (৩৮)। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

একদিন আমার শহর

৩

কলকাতা ৩ অগস্ট ১৭ শ্রাবণ, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার

# এগরোল বিক্রেতাকে কোম্পানির ডিরেক্টর করেছিলেন সুজয়কৃষ্ণ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** পাড়ায় বাড়ির সামনে স্টল সাজিয়ে এগরোল বিক্রি করতেন। পাড়া সূত্রেই পরিচয় এবং তা এতটাই গভীর হয় যে এগরোল বিক্রেতাকেই কোম্পানির ডিরেক্টর বানিয়ে দেন নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত সুজয়কৃষ্ণ।

এই সূত্র ধরেই ইডি চার্জশিটে তুলে ধরেছে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন- কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুজয়কৃষ্ণের 'ঘনিষ্ঠতার' কথাও।

ইডি আধিকারিকরা চার্জশিটে উল্লেখ করেছেন, প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীরা সমস্যায় পড়লে 'কালীঘাটের কাকু'-অর্থাৎ সুজয়কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতেন বা নেতাদের মাধ্যমে চিঠি পাঠাতেন। কারণ, তাঁরা এটাই ভাবতেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে কাকু সঠিক জায়গায় তাঁদের বিষয় তুলে ধরতে পারবেন।

সুজয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকা সংস্থা 'ওয়েলথ উইজার্ড'-ই ছিল নিয়োগ দুর্নীতিতে তাঁর কালো টাকা সাদা করার রাস্তা। এগরোল বিক্রেতা নিখিল হাতিকে নিজের সংস্থায় ডিরেক্টর করেছিলেন সুজয়।

এদিকে ইডি আধিকারিকদের একাংশ এমনটাও মনে করছেন, কালীঘাটের কাকুর কীর্তি বহু। ইডি-র দাবি, কাকুই পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যকে বিধানসভার টিকিট পাইয়ে দিয়েছিলেন।

ইডি তাঁদের চার্জশিটে উল্লেখ করেছে, সুজয়কৃষ্ণ নিজেই ঘুরিয়ে এমনভাবে বয়ান দিয়েছেন যাতে অভিষেকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।

# আদালতের নির্দেশ না মানায় স্কুল প্রেসিডেন্টকেই সরানোর নির্দেশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** একবছর আগে এক শিক্ষকের বদলি নিয়ে নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। তা সত্ত্বেও স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ। আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে এত বিলম্ব এবং গাফিলতি দেখে স্কুল কর্তৃপক্ষের ওপর ক্ষুব্ধ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবার ওই স্কুলের প্রেসিডেন্টকেই সরানোর নির্দেশ দিলেন। পাশাপাশি ওই শিক্ষকের বদলির অনুমতি দিয়ে সাত দিনের মধ্যে ডিআই-কে নথি পাঠাতে নির্দেশ দেন।

দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়ি ব্লকে রয়েছে বাতালি শাস্ত্রীজি হাইস্কুল। ওই স্কুলে বাংলার শিক্ষক রামপ্রসাদ মণ্ডল। এক বছরের বেশি সময় আগে তিনি বদলির আবেদন করেছিলেন। উৎশ্রীতে আবেদন করার পরও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ বলে অভিযোগ করেন রামপ্রসাদবাবু। সঙ্গে এও জানান, কোনও কারণ ছাড়াই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি বদলির আবেদন বাতিল করে দিচ্ছিল। বাধ্য হয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন ওই শিক্ষক। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে গত বছর মার্চ মাসে নির্দেশ দেয় আদালত। কিন্তু এখনও তা করা হয়নি বলে অভিযোগ।

ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাও এদিন উপস্থিত ছিলেন আদালতে। স্কুলের তরফে আইনজীবী বিক্রমাদিত্য ঘোষ জানান, টেকনিক্যাল সমস্যায় বদলির আবেদন প্রসেস করা হয়নি। ওই স্কুলের প্রেসিডেন্টও এক জন আইনজীবী। আদালতের নির্দেশ দেখার পরও কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি। এরপরই তিনি স্কুল প্রেসিডেন্টকে অযোগ্য বলেও চিহ্নিত করেন এবং তাঁকে সরাতে ডিআই-কে নির্দেশ দেন। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় এও বলেন, 'অযোগ্য প্রেসিডেন্টের পদে থাকার অধিকার নেই।'

# অন-লাইনে বান্ধবী খুঁজে দেওয়ার নামে প্রতারণা, গ্রেপ্তার ১৬ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফটো দেখে বান্ধবী খুঁজে নিন। এমন টোপ আজকাল চলছে অন-লাইনে। এর পিছনে কাজ করছিল এক বিরাট প্রতারণা চক্রের রমরমা কারবার। শেষ পর্যন্ত গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর এবং কসবা এলাকা থেকে দশজন মহিলা সহ ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের গুন্ডা দমন শাখা।

পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘ দিন ধরেই যাদবপুরের পোদ্দার নগর এবং কসবা এলাকা থেকে এই প্রতারণার কারবার চলছিল। অভিযোগ, ডেটিং অ্যাপের কর্মী বলে পরিচয় দিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বসবাসকারী পুরুষদের মেসেজ পাঠাতেন। মেসেজে বলা হত, মনের মতো সঙ্গিনী খুঁজে দেওয়া হবে। ফাঁদে পা দিলেই দুর্বলতারই সুযোগ নিতে প্রতারকরা।

প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে প্রথমে ডেটিং অ্যাপ অথবা ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশনের নামে

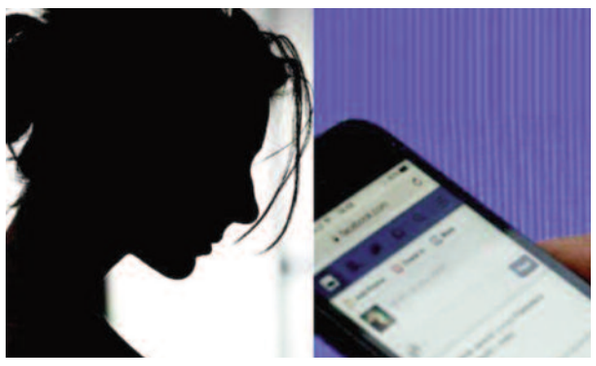

কিছু টাকা চাওয়া হত। যাঁরা টাকা দিতেন, তাঁদের আরও বড় ফাঁদে ফেলতে ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন মহিলাদের ছবি ডাউনলোড করে পাঠানো হত।

বলা হত, এই মহিলারা সংস্থারই কর্মী এবং তাঁদেরকেই সঙ্গিনী হিসেবে পাওয়া যাবে। কোনও ক্লায়েন্ট এই মহিলাদের কোনও একজনের ছবি বাছাই করলেই ফের প্রাইভেসি ফিজ-এর নামে টাকা চাওয়া হত। এরপর আরও নানা স্তর সামনে আনা হতো। যেমন, গোল্ড মেম্বারশিপ, হোটেল বুকিং, হেলথ কার্ড। আর এরই অছিলায় আরও বেশি টাকা হাতিয়ে নিত প্রতারকরা। এ ভাবেই ধাপে ধাপে ৫০০০ থেকে ১৫ হাজার করে একাধিক কিস্তিতে টাকা নেওয়া হত। কিন্তু মোটা টাকা দিয়েও কোনও সঙ্গিনীর খোঁজ পাননি প্রতারিতরা। এরপর টাকা চাইলে তাও ফেরত দেওয়া হত না বলেই অভিযোগ প্রতারিতদের।

# কাজের চাপ, কর্মবিরতির ডাক ভাটপাড়ার রিলায়েন্স জুটমিলে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** মাত্রারিক্ত কাজের চাপ বাড়ানোর অভিযোগ তুলে মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে এবার আন্দোলনে নামলেন ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিলের শ্রমিকরা। কাজের চাপ বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে বুধবার সকাল থেকে কর্মবিরতি পালনের ডাক দিলেন শ্রমিকরা। জানা গিয়েছে, স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে এই মিলে পাঁচ হাজার জন শ্রমিক কাজ করেন। কাজের চাপ না কমালে আন্দোলন জারি রাখার হুঁশিয়ারি দিলেন ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। ড্রয়িং বিভাগের শ্রমিক রাজ কুমার সাউ বলেন, শ্রম দেওয়ার ক্ষমতার উর্ধ্বে কাজের চাপ বাড়ানো হচ্ছে। তাই স্প্রিং বিভাগের শ্রমিকরা প্রথমে প্রতিবাদ জানিয়েছে। পরবর্তীতে এর প্রভাব পড়েছে গোটা মিল জুড়ে। এই মিলের তৃণমূল সমর্থিত জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কাস ইউনিয়নের সম্পাদক রামকরন চৌধুরী জানান, স্প্রিং বিভাগে 'ডিটু'নামক নতুন মাল উৎপাদনের জন্য শ্রমিকদের কাজের চাপ বেড়ে গিয়েছে। ওই বিভাগের শ্রমিকরা কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে

কাজ বন্ধ রেখে তারা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। শ্রমিক নেতার কথায়, মঙ্গলবার থেকে মিল সাইডের শ্রমিকরা কাজ বন্ধ রেখে হরতাল শুরু করেছেন। বুধবার থেকে ফ্যাক্টরি সাইডের শ্রমিকরাও কাজ বন্ধ রেখে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। তবে শ্রমিক ও মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হবে বলে জানালেন এই শ্রমিক নেতা।

# জলাশয়ে কোনও আবর্জনা ফেললে খরচ দিতে হবে ক্লাবকে: হাইকোর্ট

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** জলাশয়ে কোনও ক্লাবের তরফে আবর্জনা ফেলা হয়, তাহলে সেটা পরিষ্কার করার খরচ দিতে হবে ক্লাবকেই। বুধবার এমনই নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। বারুইপুরের একটি জলাশয় ময়লা ফেলে বুজিয়ে দেওয়ার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছিল আদালতে। এই মামলাতেই বুধবার এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ শোনালেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। তাঁর পর্যবেক্ষণ, জলাশয়ের একটা অংশ যে ময়লা ফেলে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের ৪ নম্বর প্লাটফর্মের কাছে থাকা যে জলাশয় নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল, সেই জলাশয় অবিলম্বে পরিষ্কার করারও নির্দেশ দেয় আদালত।

মামলায় মূল অভিযোগ ছিল, বারুইপুর প্লাটফর্ম সংলগ্ন প্রায় ৩০ বিঘা জলাশয় চক্রান্ত করে বুজিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে স্থানীয় প্রগতি সংঘ ক্লাব। আর তাতে বারুইপুর পুরসভা সাহায্য করছে বলেও অভিযোগ করা হয়। এই মর্মে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে। এই মামলার সূত্র ধরেই ওই জলাশয়ের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য ৩ সপ্তাহ সময় দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। শুধু জলাশয় নয়, তার আশপাশের এলাকাও আবর্জনামুক্ত করতে ২ মাস সময় দেওয়া হয়েছে। দ্রুত যাতে পরিষ্কার করার কাজ হয়, সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসকের প্রতিনিধি, বারুইপুরের বিডিও, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় পুরসভার প্রতিনিধিদের। যৌথভাবে জলাশয়ের পরিস্থিতির দিকে নজর রাখার কথাও এদিন আদালতের তরফ থেকে বলা হয়।

ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, ক্লাব বা যে কোনও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যদি জলাশয়ে ময়লা ফেলার জন্য দায়ী হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করতে পারেন জেলাশাসক। জঞ্জাল পরিষ্কারের খরচও তাদের কাছ থেকেই চাওয়া হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

# ৩৫৫ ধারা প্রয়োগ করাকে দাবি হিসাবেই দেখছি, শুভেন্দুর দাবি প্রসঙ্গে রাজ্যপাল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা নষ্ট হওয়ার প্রসঙ্গে ৩৫৫ ধারা জারির দাবি বহুদিন ধরেই সামনে আনছেন। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে একতরফা ভাবে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সম্প্রতি সরব হয়েছে রাজ্য সরকার। সাম্প্রতিককালের এই সকল বিষয়গুলি নিয়ে বুধবার নিজের মতামত ব্যক্ত করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

রাজ্যে শুভেন্দুর ৩৫৫ ধারা জারির দাবি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ সম্পর্কে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জানান, 'হ্যাঁ, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী একটি দাবি তুলেছেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা খতিয়ে দেখবে। তাঁর দাবিকে একটি দাবি হিসেবেই দেখছি '

সম্প্রতি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস রাজ্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করেছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বিতর্ক গড়ায় কলকাতা উচ্চ

আদালতে। রাজ্যপালের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তৃণমূল সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও সেই প্রসঙ্গে সিভি আনন্দ বোস জানান, 'এতে কোনও ভুল নেই। সরকার সুপ্রিম কোর্টে যেতেই পারেন। আমি নিজে বোঝাপড়ায় বিশ্বাসী, সংঘর্ষে নয়।'

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ প্রসঙ্গে রাজ্যপাল জানান, তিনি এই বিষয়ে দেশের বড় আইনজীবী, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, এমনকী সর্বোচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন। তাঁদের থেকে পরামর্শ নিয়ে তিনি একটি নথি তৈরি করেছেন। সেই নথিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্ষমতার বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানানো আছে। এছাড়াও ওই নথিতে শীর্ষ আদালত, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের স্পষ্ট উল্লেখও রয়েছে।

তাই সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার আগে রাজ্য সরকার এই নথিটি চাইলে ভালো করে দেখে নিতে পারে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস আরও বলেন, 'এই বিষয়ে বিতর্ক হোক। তাতে কোনও আইন লঙ্ঘনের বিষয় উঠে এলে, তা নিয়েও আমরা ভাবনাচিন্তা করব। আমার একটাই উদ্দেশ্য যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যপদ্ধতির উন্নতি হয়।'

# বেহালায় আক্রান্ত সুজয়কৃষ্ণের দাদা, পর্ণশ্রী থানায় অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বেহালার উত্তরসূরি ক্লাবের এক অভ্যন্তরীণ বৈঠককে কেন্দ্র করে সুজয়কৃষ্ণের দাদা অজয়কৃষ্ণের ওপর চড়াও হন ওই ক্লাবেরই অপর এক সদস্য রাজু দাস। তবে অজয়কৃষ্ণের ধারণা, প্রকাশ্যে ভাইয়ের বিরুদ্ধে মুখ খোলার জেরেই রবিবার তাঁর ওপর এই হামলা হয়। পাশাপাশি সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের দাদা অজয়কৃষ্ণ ভদ্র এও জানান, 'যে মেরেছে সে বলেছে আমার ওপর বহু রোষ আছে।'

গত ৩০ মে, গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ। আর ভাই গ্রেপ্তার হতেই এক বেসরকারি চ্যানেলে ভাইয়ের কীর্তি নিয়ে মুখ খুলেছিলেন দাদা অজয়কৃষ্ণ। সেখানে সামনে আনেন বিস্ফোরক কিছু তথ্য। সুজয়কৃষ্ণর দাদা অজয়কৃষ্ণ ভদ্র স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন, ভাইয়ের অভ্যুত্থানের কাহিনি। সেই সঙ্গে এও দাবি করেন, তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝেমধ্যেই বাড়িতে আসতেন। অভিযোগ, ভাইয়ের বিরুদ্ধে এভাবে মুখ খোলায় তাঁর উপর অনেকেরই রোষ ছিল। যা চরম আকার নেয় গত রবিবার। বেহালা উত্তরসূরি ক্লাবের সদস্য অজয়কৃষ্ণ জানান, ওই দিনে ক্লাবের বৈঠকে একজনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তিনি। এরপরই রাজু দাস তাঁর ওপর চড়াও হয়। এরপর তাঁকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের দাদা অজয়কৃষ্ণ ভদ্র এও জানান, 'ভাইয়ের বিরুদ্ধে মুখ খুললাম বলেই আমায় এরকম করল। আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছি। এবার তো মারা শুরু হয়ে গেল। মিথ্যা বললে হাজার বলতে হয় সত্যি একটাই। আমি সত্যি নিয়ে চলি। মরার আগে এভাবে কাপুরুষের মতো মরতে চাই না।' একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, ' এখনও বলছি ওর অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তি হবে। আমি দুর্নীতিকে সাপোর্ট করিনি, করব না।' একইসঙ্গে অজয়কৃষ্ণ এও জানান, তিনি আক্রান্ত হলেও, ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাঁকেই ৭ দিনের জন্য সাসপেন্ড করে।

রবিবারের এই ঘটনার পর ক্লাবেরই এক সদস্য তাঁকে বেহালা বিদ্যাসাগর হসপিটাল ট্রিটমেন্ট এর জন্য নিয়ে যান অজয়কৃষ্ণকে। এদিকে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, এই অভিযুক্ত রাজু দাসকে ক্লাবে কাজে রেখেছিলেন সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র অর্থাৎ কালীঘাটের কাকু। এই ঘটনার পরই পর্ণশ্রী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অজয় কৃষ্ণ ভদ্র। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# সেনাবাহিনীতে পাক চরের উপস্থিতি থাকতে পারে বলে ধারণা সিবিআইয়ের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** সেনাবাহিনীতে পাক চরের উপস্থিতি থাকতে পারে বলে যে মামলা হয়েছিল, সেই মামলায় এবার নয়া মোড়। উঠে এল, ভুয়ো নথি নিয়ে অনেকেই চাকরি করছেন সেনাবাহিনীতে। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে পেশ করা রিপোর্টে এমনই জানাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। বিদেশি নাগরিকের উপস্থিতির প্রমাণ এখনও না মিললেও সেই আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছে না কেন্দ্রীয় এই গোয়েন্দা সংস্থা। এই মামলায় তদন্তে ইন্টারপোলের সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থার তরফে। বিষ্ণু চৌধুরী নামে জনৈক ব্যক্তি যে মামলা করেছিলেন, বুধবার এফআইআর করে তারই তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত।

বিষ্ণু চৌধুরী নামে মামলাকারীর অভিযোগ ছিল, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কাজ করছেন পাক

নাগরিক। ব্যারাকপুর সেনা ছাউনিতেও এমন কেউ থাকতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। সেই মামলায় সিবিআই প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর এই রিপোর্ট পেশ করেছে আদালতে। রিপোর্টে অভিযোগ, ভুয়ো কাস্ট সার্টিফিকেট, ভুয়ো ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দিচ্ছেন কয়েকজন মহকুমাশাসক। রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এই ভুয়ো ডোমিসাইল সার্টিফিকেট নিয়ে চারজন আধা সামরিক বাহিনীতে কাজ করছেন। তবে, সেনাবাহিনীতে এমন কারও কাজ করার প্রমাণ এখনও পায়নি সিবিআই।

এমনকী সিবিআই রিপোর্টে এও দাবি করা হয় যে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে, এমনকী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই অভিযোগের গুরুত্ব রয়েছে। জাল নথি দিয়ে উত্তর পূর্ব ভারত সহ অন্য রাজ্য থেকে অনেকেই চাকরি পেয়েছেন বলে অভিযোগ। সিবিআইয়ের তরফে এও জানানো হয়েছে যে, সার্টিফিকেটে এসডিও-র সই থাকলেও তিনি তা স্বীকার করছেন না। ভুয়ো ওবিসি সার্টিফিকেট দেওয়ার নজির আছে বলেও দাবি করা হয়েছে।

এর পাশাপাশি রিপোর্ট এও বলছে, উত্তর ২৪ পরগনায় এমন কিছু নথি পাওয়া গিয়েছে। শুধু এই রাজ্য নয়, প্রতিবেশী রাজ্যের সীমান্ত এলাকাতেও রয়েছে এই সমস্যা। সিবিআই উল্লেখ করেছে, ভিন দেশের নাগরিকের এমন চাকরি পাওয়ার অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ইন্টারপোলের সাহায্য দরকার হতে পরে। এটা জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় থ্রেট। বেশ কিছু সরকারি অফিসার এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত বলে ইঙ্গিত দিয়েছে সিবিআই।

রিপোর্ট দেখে বুধবারই বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত নির্দেশ দেন, দ্রুত এফআইআর করে এখনই তদন্ত শুরু করতে হবে। যতদিন না সিবিআই এই তদন্তের রিপোর্ট দিচ্ছে, ততদিন মামলাকারী বিষ্ণু চৌধুরীকে নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয় পুলিশকে। কারণ, মামলাকারী জানিয়েছেন, এই অভিযোগ সামনে আনার পর বেশ কয়েকবার তাঁকে খুনের চেষ্টাও হয়েছে।

# ডেঙ্গি রুখতে কলকাতা পুরসভার নজর এবার মালিকানাহীন জমিতে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ডেঙ্গি রুখতে নয়া পদক্ষেপ পুরসভার। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, কলকাতা শহরে যে সব পরিত্যক্ত জমি রয়েছে, সেগুলোর নতুন অ্যাসেসি নম্বর দেওয়ার পাশাপাশি সেই জমিতে কোনও জঞ্জাল কিংবা আবর্জনা জমে থাকলে সেটা সরানোর দায়িত্বও নেবে পুরসভা। তবে এর জন্য যে টাকা খরচ হবে, সেটা ভবিষ্যতে যদি কেউ জমির মালিকানা দাবি করে, তার কাছ থেকে ওই টাকা আদায় করা হবে।

কলকাতা পুরসভার এক শীর্ষকর্তা জানান, পুর এলাকায় এমন অনেক জমি রয়েছে, যার মালিকানা নেই। এই জমিতে কেউ আবর্জনা ফেলে রাখলে পুরসভা কোনও আইনি ব্যবস্থা নিতে পারে না। ফলে এগুলি মশার আঁতুরঘর হয়ে উঠে। ছড়ায় ডেঙ্গি। সেটা বন্ধ করতেই এই

সব জমির নিয়ন্ত্রণ হাতে নিতে চাইছে পুরসভা। তার জন্য শহরে যত আন অ্যাসেসড জমি রয়েছে, সেগুলোর একটি করে অ্যাসেসি নম্বর দেওয়া হবে। যাতে তা সহজেই শনাক্ত করা যায়।

## সম্পাদকীয়

# লোকসভা ভোটের স্বচ্ছতা যেন কোনও প্রশ্নের মুখে আর নতুন করে না পড়ে

২০১৯ সালে সর্বশেষ লোকসভা ভোটের পর তৃণমূল সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদে দাঁড়িয়ে আইন মন্ত্রকের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, দেশের কোনও কেন্দ্রে কি ইভিএম এবং ভিভিপ্যাটের মধ্যে হিসেবে গরমিল ঘটেছে? সহজ প্রশ্ন এবং সঙ্গতও। জবাবে তৎকালীন আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন, এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে লোকসভায় জানাবেন। তারপর চার বছর যমুনা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। সেই রবিশঙ্কর প্রসাদও আর আইনমন্ত্রীর পদে নেই। কিন্তু সংসদে তোলা সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর অজানাই থেকে গিয়েছে! ভোটে 'স্বচ্ছতা'র প্রসঙ্গে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দেয়নি মোদি সরকার। তাই ফের সন্দেহ দানা বাঁধছে। অথচ বছর ঘুরলেই আরও একটি লোকসভা ভোট হতে চলেছে দেশে। তাই প্রসঙ্গটি অবশ্যই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। যেখানে ইভিএম-এর 'স্বচ্ছতা' নিয়ে প্রশ্ন, সেখানে সরকার কী করে নীরব থেকে এত নির্লিপ্ততা দেখাতে পারে? সরকারের এমন গা-ছাড়া মনোভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সংসদীয় কমিটি। মজার বিষয় হল, এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন বিজেপিরই একজন সাংসদ। চার বছর ধরে এব্যাপারে মৌন থাকার পর এখন অবস্থা বেগতিক বুঝে নির্বাচন কমিশনের দিকে আঙুল তুলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। মোদি সরকারের সাফাই, এই প্রশ্নের উত্তর পেতে নির্বাচন কমিশনকে ছ'বার চিঠি দেওয়া হয়েছে। শেষ চিঠি দেওয়া হয়েছে এক বছর আগে। কিন্তু কমিশন কিছু না জানানোয় তারাও উত্তর দিতে পারেনি। সংসদীয় কমিটি অবশ্য সরকারের এই বক্তব্যকে (বলা ভালো 'অজুহাত') মোটেই ভালোভাবে নেয়নি। তাই সরকার ও কমিশন উভয়ের বিরুদ্ধেই কড়া মন্তব্য সহযোগে রিপোর্ট পেশ করেছে সংসদের অ্যাসিওরেন্স কমিটি। বলা হয়েছে, ইভিএম এবং ভিভিপ্যাটের মধ্যে গরমিলের অভিযোগের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৯-এ সরকার সংসদে যে আশ্বাস দিয়েছিল তা এখনও পূরণ করেনি। সরকারের উচিত মানুষের মনের সন্দেহ দূর করা। সরকারের এই গা-ছাড়া ভাব মোটেই মেনে নেওয়া যায় না। বলাই বাহুল্য, ইভিএম-এ কারচুপি সম্ভব বলে বিরোধীদের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। ইভিএম বাতিল করে ব্যালটে ফেরার দাবিও নতুন নয়। বিরোধী শিবিরের যুক্তি, দুনিয়ায় এমন কোনও প্রযুক্তি বা যন্ত্র নেই যা একশো শতাংশ নির্ভুল, যেখানে কারচুপির কোনও সুযোগই নেই। গত লোকসভা ভোটে একাধিক রাজ্যে ট্রাকে করে ইভিএম পাচারের ছবি ছড়িয়ে পড়েছিল বলে অভিযোগ। শাসকদলের বিরুদ্ধে ইভিএম বদলে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিল বিরোধীরা। কারচুপি আটকাতে ইভিএম-এ কোনও প্রার্থীর ভোট প্রাপ্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে ভিভিপ্যাট স্লিপে ভোট প্রাপ্তির হিসাব। অন্তত ৫০ শতাংশ বুথে ইভিএম ও ভিভিপ্যাট স্লিপ মেলাতে হবে। বিরোধীদের এই সঙ্গত দাবি সত্ত্বেও কেন্দ্র মাত্র দুই শতাংশ বুথে তা মিলিয়ে দেখার ব্যবস্থা করে। এই অবস্থায় ইভিএম সংক্রান্ত সংশয়গুলি দূর করতে নির্বাচন কমিশনের লিখিত বক্তব্য জানতে চায় বিরোধীরা। কমিশন কোনও বিস্তারিত ব্যাখ্যা ছাড়াই যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দেয়। কমিশনের মতো কেন্দ্রীয় সরকারও এই প্রশ্নে কার্যত চুপ! লোকসভায় দাঁড়িয়ে মন্ত্রীর আশ্বাস সত্ত্বেও জুড়ে থাকা দুই মেশিনের মধ্যে ২০১৯-এর ভোটে কোনও গণ্ডগোল হয়েছে কি না তার উত্তরই দিচ্ছে না মোদি সরকার। সংশয় অতএব থেকেই যাচ্ছে। মানুষের মনে প্রশ্ন জাগাটা স্বাভাবিক। তাহলে কি ডাল মে কুছ কালা হ্যায়? প্রশ্নটির সঙ্গে যেহেতু কারচুপির সম্পর্ক রয়েছে, তাই সংশয় দূর করতে এব্যাপারে সরকারেরই দ্রুত পদক্ষেপ করা উচিত ছিল। কিন্তু কবেই বা তার উচিত কাজটি করেছে মোদি সরকার? ইভিএম ও ভিভিপ্যাট গরমিল বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর এই মুহূর্তে পাওয়াটা ভীষণই জরুরি। কারণ লোকসভা ভোট আগামী বছর। দেখা দরকার গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে সেই ভোটের স্বচ্ছতা যেন কোনও প্রশ্নের মুখে না পড়ে।

## জন্মদিন

### আজকের দিন

সুনীল ছেত্রী

১৯১৬ *বিশিষ্ট হিন্দি কবি শকিল বাদায়ুনির জন্মদিন।*
১৯৭৭ *বিশিষ্ট কমেডি অভিনেতা সুনীল গ্রোভারের জন্মদিন।*
১৯৮৪ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় সুনীল ছেত্রীর জন্মদিন।*

# এরাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট এবং বামপন্থী রাজনীতির ভবিষ্যৎ

**গৌতম রায়**

ভোট রাজনীতির নিরিখে যে বামপন্থীদের আমরা প্রায় বিগত কয়েক বছর ধরে ততটা শক্তিশালী হিসেবে দেখতে পাচ্ছি না বলে একটা বড় অংশের সংবাদ মাধ্যম ক্রমশ প্রচার করে চলেছে সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলে নিরিখে, সেই প্রচারের বাস্তবতা ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্য থেকে বামপন্থীদের একটি আসনও না পাওয়া এবং ২০২১ সালের লোকসভা বিধানসভার ভোটেও বামপন্থীদের একটি আসন না পাওয়ার ফলে সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে যে চিত্রটা তৈরি হয়েছে, তেমন ছবি কিন্তু স্বাধীনতার পর , আগে আর কখনো হয়নি। এমনকি বহু বিতর্কিত '৭২ সালের নির্বাচন ,যেটি বামপন্থীরা ভোটের দিন রিগিং এর চরম প্রকাশ দেখে বয়কট করেছিল, সেখানেও বামপন্থীদের ফলাফল বর্তমান সময়ে নিরিখে এতটা খারাপ হয়নি।

নির্বাচন প্রক্রিয়াতে শাসকের দাপট ইত্যাদি ঘিরে বহু রাজনৈতিক তরজা থাকলেও, ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বামপন্থীদের, বিশেষ করে সিপিআই(এমে)র সাংগঠনিক শক্তির দীপ্তি যে ক্রমশ ক্ষুয়িষ্ণু হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এই ক্ষয়িষ্ণু সংগঠনকে চাঙ্গা করবার জন্য যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল, সেটি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর, বিমান বসু বা সূর্যকান্ত মিশ্রের সম্পাদক থাকাকালীন সময়কালে সিপিআই(এম) দলটি নিয়েছে কিনা ,এ ঘিরেও প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। ভূমিস্তরে কর্মরত একটা বড় অংশের সিপিআই(এম) নেতা -কর্মী আত্মরক্ষার তাগিদেই শাসক-শিবিরের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়া করেছে, নাকি অন্য কোনো স্বার্থ সেখানে বলবৎ ছিল গোপন বোঝাপড়ার ভিতরে, কিংবা শাসকের নানা ধরনের অত্যাচারের প্রতিরোধে, সেভাবে নেতৃত্বকে পাশে না পেয়ে, ভূমিস্তরের সিপিআই(এম) কর্মীরা, বাধ্য হয়ে শাসকের সঙ্গে এক ধরনের অলিখিত আপোষ করে নিতে বাধ্য হয়েছে — এইসব বিতর্ক ঘিরে বাদ-প্রতিবাদ চলতেই থাকবে।

তবে এটাও আমি ভুলতে পারবো না যে ,আমার পরিচিত এক থানার বড়বাবু, থানার চেয়ারে বসে, বিরোধী শিবিরের এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্বকে, বিরোধী শিবির আর শাসক শিবিরের মধ্যে স্থানীয় স্তরে সেতুবন্ধনের কাজ করা ব্যক্তি হিসেবে শনাক্ত করেছিলেন। পুলিশ মানুষকে বিভ্রান্ত করে এই তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে ও থানার বড় বাবুর দেওয়া তথ্যটিকে বেমালুম অসত্য বলে ধরে নিতে পারতাম, যদি না দেখতাম, বামপন্থীদের শাসনকালের দণ্ডপ্রতাপ ওই ব্যক্তিটি, শাসক বদলের পরেও ,স্থানীয় পৌরসভায় অবসর গ্রহণের শেষে পুনর্নিয়োগ পাওয়ার ঘটনার বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী না হতেন।

শাসকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রশ্নে একেবারে ইউরোপ-আমেরিকার স্টাইলে ফেসবুক-টুইটারে প্রতিবাদের স্বর, টেলিভিশন চ্যানেলে কলতলার ঝগড়া করে, বিরোধী শিবিরের উদ্দেশ্যে তুই তোকারি করে, রাজনীতির মূল জায়গাটা যে স্তরে সিপিআই(এম)-এর একটা অংশ নিয়ে গিয়েছিল, সেই জায়গা থেকে একেবারে রাজনৈতিক লাইনে দলকে প্রতিষ্ঠিত করা, দলের দায়িত্বভার গ্রহণ করে মহম্মদ সেলিমের পক্ষে, গোটা ব্যাপারটা মোকাবিলা করা আদৌ খুব ফুল বিছানো রাস্তার ছিল না। কিন্তু সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে নানা ধরনের অভিযোগ, প্রতি অভিযোগের পরেও সিপিআই(এম) দলকে যে ক্ষরণের হাত থেকে বের করে এনে, কেবল প্রতিবাদ নয়, শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জায়গাতেও দলকে দাঁড় করানোর মতো শক্তি প্রদান করেছেন সেলিম তাঁর সহযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে, এই গোটা প্রক্রিয়াটি কিন্তু আদৌ কোন মামুলী ব্যাপার ছিল না।

খাতায় কলমে রেজিমেন্টেড পার্টি হিসেবে আমরা সিপিআই(এম)কে জানি। একটা সময় খবরের কাগজের চর্চায় আরএসএস এবং সিপিআই(এম) এই দুটি সংগঠনের পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক ,সামাজিক মতাদর্শ সত্বেও এঁদের রেজিমেন্টেশনের দিকটি খুব আলোচিত হতো। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম, পশ্চিমবঙ্গে ২০১১ সালে সিপিআই(এম) ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ওই দলটির যে রেজিমেন্টেশন ঘিরে বহু ইতিবাচক, নেতিবাচক আলোচনা হতো, তা প্রায় বালির বাঁধের মতো ভেঙে পড়েছে। অর্থাৎ ; দল ক্ষমতায় ছিল বলেই বাইরে থেকে আমরা মনে করতাম ,দলের রেজিমেন্টেশনটি অত্যন্ত দৃঢ়। আসলে যে টা ফসকা গেড়ো ছিল, দল ক্ষমতাচ্যুত হওয়া মাত্র ই তা মালুম হলো।

২০০৪ সালে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের পতনের পর অনেকেই মনে করেছিলেন, বিজেপি বোধহয় সংসদীয় রাজনীতিতে আর সেভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। অনেকের সেই মনে করাকে ভুল প্রমাণিত করে ইউপি এর দুবারের শাসন ক্ষমতার পর, বিজেপি এই প্রথম স্বাধীনতার পর, একক গরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে ২০১৪ সালে। নিজেদের রাজনৈতিক সাফল্যের সেই ধারাবাহিকতা তাঁরা বজায় রাখতে সক্ষম হয় ২০১৯ সালেও। বিজেপির এই সাফল্যের পেছনে প্রথম এবং প্রধান অবদান হলো আরএসএসের। তাদের রেজিমেন্টেশনের ধারাটা যে সিপিআই(এমে)র মতন কেবল ক্ষমতা নির্ভর ছিল না, এটা আমরা খুব পরিষ্কার দেখতে পেলাম, ২০০৪ থেকে ২০১৪, এই ১০ বছর, ক্ষমতার অলিন্দের বাইরে থেকেও, সামাজিক প্রযুক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের রাজনৈতিক দর্শন অনুযায়ী যে আত্মনিয়ন্ত্রণ, সেটা যেন বাজপেয়ি জামানার তিন দফার সাড়ে ছয় বছরের সময়কালের আত্মনিয়োগের, আত্মনিয়ন্ত্রণের সমস্ত ইতিহাসকে অতিক্রম করে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছিল।

ক্ষমতায় থাকাকালীন সামাজিক প্রযুক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রে আর এস এসের সীমাবদ্ধতা ছিল খানিকটা। কারণ , বাজপেয়ির আমলে বিজেপির একক গরিষ্ঠতা ছিল না। সেই কারণে নানা ধরনের আঞ্চলিক দলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে চলবার ক্ষেত্রে সেইসব আঞ্চলিক দলের বহু বায়নাক্কা বাজপেয়ী কে মেটাতে হতো। তাই ওই সময়কালে আরএসএস ,তার চিন্তা ভাবনার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকখানি সীমাবদ্ধতার মধ্যে নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিল।

২০০৪ সালে এনডিএ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর, সামাজিক প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে, এনডিএ ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়কালের মতো সীমাবদ্ধতার দায়বদ্ধতা আর আরএসএসের রইল না। ফলে আরএসএসের রেজিমেন্টেশন কিভাবে ২০০৪ এর শোচনীয় পরাজয়ের মাত্র ১০ বছরের ভেতরে আবার তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপিকে একক গরিষ্ঠতায় সাউথ ব্লকে পৌঁছে দেয় এটা ছিল খুব দেখবার মত বিষয়।

সেলিমের সিপিআই(এম) দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণের পর, তাঁর যে কার্যক্রম, তা দেখে মনে হয়, কেবল দলকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনাটাই তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান নয়। যে রাজনৈতিক আদর্শ বোধের ওপর দাঁড়িয়ে সিপিআই(এমে)-এর ব্যাপ্তি, সেই রাজনৈতিক আদর্শবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা রাজনীতির অঙ্গনে — এটাই হল সেলিমের সবথেকে বড় লক্ষ্য।

এই লক্ষ্যের ভেতর দিয়েই দলকে ক্ষমতায় আনা, ধর্মান্ধ রাজনৈতিক শক্তিকে প্রতিহত করা, প্রতিযোগিতামূলক ধর্মান্ধ সম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাজিত করা সেলিমের লক্ষ্য সিপিআই(এম) দলটির ভেতরে কোনো কোনো স্তরে মুসলমান সমাজের প্রতি নেতিবাচক ধারণাটা আরএসএস-বিজেপির মতো। ওঁদের দলের একেবারে আত্মনিবেদিত কর্মীদের মুসলমান সমাজের প্রতি ধারণা থেকে একটা বড় অংশের সি পি আই(এম) নেতা-কর্মীদের ধারণার খুব একটা হেরফের প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় না।

মুখে সম্প্রীতির, ধর্মনিরপেক্ষতার যথেষ্ট আকর্ষণীয় কথাবার্তা বললেও, কাজে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সঠিকভাবে বজায় রেখে চলার কাজটি অনেক ক্ষেত্রেই সিপিআই(এম) দলের নেতাকর্মীদের একটা বড় অংশের মধ্যে স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। কমিউনিস্টদের বাইরে যারা নিজেদের বামপন্থী বলে পরিচয় দেয়, আরএসপি-ফরওয়ার্ড ব্লক ইত্যাদি দলগুলির মধ্যে তো আদৌ এটা দেখতে পাওয়া যায় না। বরঞ্চ তাদের বেশিরভাগ অংশই মনের গহীনে আরএসএস-বিজেপির মতোই মুসলমান সমাজ সম্পর্কে ঘৃণা যে পোষণ করে,দুর্ভাগ্যজনক হলেও তা স্বীকার করতেই হয়।

এইখান থেকে কমিউনিস্টদের সঠিক মতাদর্শে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে, কেবলমাত্র এলিট নির্ভর মধ্যবিত্তদের দ্বারা যে তা সম্ভব নয়, সেটা বুঝতে পারেন বলেই মহম্মদ সেলিম, আজ নিজেকে অস্থির সময়ের একজন দিশা প্রদানকারী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। আমরা দেখছি, সেলিম তাঁর দলের দায়িত্বভার গ্রহণের পর শহুরে এলিটদের বাবুয়ানীর থেকে, গ্রামের জল -মাটি-কাদার গন্ধ মাখা মানুষদের গুরুত্ব, ধীরে ধীরে সিপিআইএম দলটিতে, তাঁদের প্রতিষ্ঠা লগ্নের সময়কালের মতোই বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। শ্রমজীবী সমাজ, তাঁরা যে কেবল কলকারখানার শ্রমিক হবেন, এমনটা নয়। কায়িক শ্রমের মাধ্যমে যারা নিজেদের দুবেলা পেট ভরানোর চেষ্টা করেন যাঁরা, সেই অংশের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বীজ উৎপাদনের জন্যে, সঠিক রাজনৈতিক কর্মসূচি সেলিম প্রবাহিত করতে পেরেছেন — এটাই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে আগামী দিনে, ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মোকাবিলা করবার ক্ষেত্রে, বামপন্থী রাজনীতির কাছে একটা মাস্টার স্টোক হবে।

# আসুন গল্প করি আত্মীয়তা বিপর্নের

**বাবুল চট্টোপাধ্যায়**

ছুটিতে ছিলাম। প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করলাম। হ্যাঁ, তারাপীঠ যাবো। অনেক দিন পরে। অনেক অনেক দিন। খুব আনন্দ। আমার থেকে মেয়ে বউয়ের বেশি। না,শেষমেশ হলো না। কারণ বউয়ের শারিরীক সমস্যা। ওই দিনেই। ওই সমস্যায় ঠাকুরের কাছে যাওয়া যায় না। সুতরাং প্রোগ্রাম চেঞ্জ। ঠিক হলো শক্তিদার কাছে যাবো। শক্তিদা মানে আমার পিসির ছেলে। আমাদের সঙ্গে বহু বছরের পুরনো দুধেভাতে সম্পর্ক । এখনও। তবে মাখো মাখো নয়। কারণ সময়। বহুকাল পরে যাওয়া। লোভ মাটির ঘরে রাত কাটানো। বাড়ি সেই অজ পাড়াগাঁয়ে। মানে চাকদহ থেকে কয়েক কিলোমিটার অটো পথে বিষ্ণুপুর। এরপর অটো ধরে সহিশপুর। অবশ্য অন্য পথেও যাওয়া যায়। তবে মাপ মোটামুটি একই। গেলাম। বেশ ধকল। কাছে হলেও দূর -- কলকাতা থেকে সহিশপুর।

তখন দুপুর হবো হবো। পেটে চরম খিদে। সবারই। ভাই চা খাবি -- শক্তিদা বললো। মানে! অবাক হলাম। এখন চা! বিষন্ন মনে বললাম - দাও। বৌদি বললো--- একেবারে ভাত খেয়ে নাও। ভাবলাম --উত্তম প্রস্তাব। বললাম, তবে তাই হোক। সেদিন ছিল সোমবার। মানে নিরামিষ। বলা কওয়া আগেই ছিল। আশা ছিল অন্য রকম গ্রাম্য স্বাদ। না, সেরকম কিছু জুটলো না। মানে সর্বসাকুল্যে তিন পদ। আমি খাদ্যরসিক নয়। চার চোখে আমার-বউয়ের কথা হয়ে গেলো। যার সারমর্ম বোঝালাম --খেয়ে নাও। আসেপাশে ১৫ কিলোমিটারে কোনো দোকান নেই। বোধহয় বউ বুঝলো। খেয়ে নিল। এবং চেয়ে নিল।

মেয়ে আমার দুষ্টু নয়, দামাল। বউ আরও খানিকটা। মেয়েটি বয়সের থেকে বেশ বেড়ে। সুতরাং চোখের সাবধানে রাখতে হয়। নইলে পলকে বিপদ। বউ ও। একটা বেলবাধা জুতো পড়েছিল মেয়ে। সে জুতো ও কিছুতেই পায়ে রাখবে না। বিস্তর এরিয়ায় খালি পায়ে হাঁটবে। কি মজা তার। শক্তিদার ঘর সম্পত্তি বিরাট। বহু বিঘা জমি। মানে দৃষ্টি যত দুর জমি তত দূর। তবুও চাষবাস তলানিতে। কারণ,চাষ করার শক্তি নেই। পারে না। নানা অসুখে শক্তিদা কাহিল। যাক সে কথা। চার বছরের মেয়ে আমার যেন খোলা জায়গায় প্রাণ পেলো। একটা নতুন ঘরে কাজ হচ্ছিলো বলে কিছু কাট ও পেরেক এদিকে ওদিকে পড়ে ছিল। আমার ভয় করছিল ওই উচুনিচু জায়গায় কোনোভাবে পেরেক বা কোনো শক্ত কাট না ওর পায়ে ফুটে যায়। তবে যেখানে একটু অসুবিধা দেখেছি ওকে কোলে নিয়েছি। শক্তিদা সমানে সাহস দিত -- কিচ্ছু হবে না। না,সত্যিই কিছুই হয় নি। নইলে ঐরকম একটা বড়ো মাকড়সার উপর দাড়িয়েও কিছু হলো না। না, কামড়ানি। ভয় পাইনি।

নতুন বিয়ে করেছে ওর ছেলে। বাজারে ওর রেডিমেট গার্মেন্টিসের বড়ো দোকান। ছেলে নিজে দেখেই ঘরে তুলেছে। আমার বাড়ির ফ্যামিলিকেও সেই দিনই জানিয়েছে। বউ দেখতে মোটামুটি ভালোই। শিক্ষিতা। বাকিটা ভবিষ্যৎ। শক্তিদার নিপাট খেয়াল ওর প্রতি। যত্নের কোনো ত্রুটি নেই। মাটিতে হাঁটতে গেলেই জুতোটা এগিয়ে দেয়। দারুন সমঝোতা। একটা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে পুত্রবধূ। আমি আগে জানলে এই সময়ে আসতামও না। কারণ --- সরস্বতীর গুরুত্বকে সম্মান দেওয়া। আমাদের সঙ্গে নতুন বউয়ের কিছু কথা হলো। ভালই। এর মধ্যে আমাদের দেওয়া হলো নতুন বউ এর লাগোয়া ঘর। দুটি অসম্পূর্ণ পাকা ঘরের মধ্যে এটা একেবারে করুন। তবুও সাময়িক ঠিকঠাক করা হলো। ঘরে একটা চৌকি। পর্দা আছে,পাল্লা নেই।

বিকালে বেড়াতে চেয়েছিল বউ। অনেক কষ্টে রাজি হলো শক্তিদা। অবশেষে দেখলাম ঘোরা মানে ছেলের দোকান। কিছু খাবার কিনলাম সকলের জন্য। ফিরলাম।সন্ধ্যেবেলা জুটলো মুড়ি চানাচুর। বেশ। রাতে ভাত না রুটি করে করে রুটির জয় হলো। খেলাম এবং আরো ছেলাম। পেলাম। শুলাম। মানে,আমাদের রাত কাটে লাগোয়া ওই ঘরে। তোষক ছাড়া অনেকদিন পরে চৌকিতে শোওয়া। ঘুমের ছুটি। জমলো গল্পের আসর। ছোট চৌকিতে ধরে না। আমি মেঝেতে বহুবার শোয়ার চেষ্টা করলাম। পারলাম না।অগত্যা কত গল্প। কত কত গল্প। প্রায় সারারাত। তাও তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙ্গলো। জোরদার সিদ্ধান্ত সকাল সকাল ফিরবো। বললাম। শক্তিদা বললো---- চা খেয়ে যাবি তো! আবার চার চোখে চোখাচোখি। শুনতে পেলাম -- নাকি টিফিন করবো? কি বলবো! আমার নিলজ্জ উত্তর -- করো। কারণ সেই-ই ১৫ কিলো মিটার। শক্তিদা জানলো এই সময় না গেলে আবার ট্রেনে উঠতে পারবো না। বউ ছিল দ্বিধায়। সেদিন মঙ্গলবার তবে মঙ্গল কিছু হলো না। ও স্বল্প খাদ্য রসিক। বউ এর বায়না একবার গ্রামটা দেখবো না। আমাকে কয়েকবার বলার পর বললাম শক্তিদাকে। এবার শক্তিদার নিপাট জবাব - দেখ ভাই আমি অটো বন্ধ রেখেছি জমিতে বিষতেল দেব বলে। আরোও আরও কথা। যা শুনতে ভালো লাগবে না। বলাটাও কষ্টকর। গল্পটা না হয় এখানে শেষ করলাম।

না, এটা কোনো গল্প নয়। এটা বাস্তব। কথা দিলাম কোনো কিছু দুর্বলতা এড়াবো না। কিছু অসন্তুষ্টির জন্য আমার-বউতে তর্কাতর্কি হয়। আমি নিরস্ত করি ওকে। ওটা আমাদের পার্সোনাল বিষয়। আর ওদের কেন্দ্রিকও নয়। বউ রাগী। ওরা পূর্বাভাস পেয়েছেন। তবে কেন শক্তিদা এমন করলো? ওর ছেলের বিয়ে অ্যারেঞ্জ। লুকালো। ছেলে বউয়ের সম্পর্ক প্রাচীন। তাও লুকালো। বহু বৈবাহিক ফটোশুট তাজ্জব লাগার মতো। ঘরের আসবাব ঠাসা। বিয়েতে পাওয়া। বললে ভুল হবে এসব সংশয়, পাওয়াটা একেবারে নির্ভুল নিশ্চয়। অনেক কিছুর সিল ওঠেনি। খাওয়া ঘুম নিয়ে কিছু বলবো না। না,তবু না বললেও নয়। ঘুমে ছেলে - বউয়ের জুটলো গদি আর আমাদের ছালার বস্তা। কিন্তু চার বছরের মেয়েটা! তার খালি পায়ে হাঁটলে কিছু হবে না আর বউ ঘর থেকে নামলে জুতো এগিয়ে দেওয়া কোন দেশের ভদ্রতা? গায়ে জামা ছাড়া, নিচে পুরনো নোংরা ধুতিতাকে নেংটি করে নতুন ছেলের বউ এর কাছে অনবরত কি যাওয়া যায়? আপনি বলবেন গ্রাম্য মানুষ-সাদা। ওসব মাইন্ড এ নিতে নেই। মানলাম। তা বলে ওদের ঘনিষ্ট মুহূর্তে খুব ভোরে ছেলে বউয়ের ঘরে ওই একই বেশে না বলে ঢুকা যায়! আপনি বলবেন জানলাম কি করে। উনিই বলেছেন পরে। আর প্রথম আলাপচারিতাই ছেলের বউয়ের গা ছুঁয়ে চুমো খাওয়া তো রীতিমত ভিমড়ি খাওয়ার জোগাড়। অটো চাপানোর খরচের ভয়ে নিপাট উত্তর বিষতেল জমিতে দেওয়ার জন্যে আজ ছুটি হয় -- যার একটুও আমাদের জন্য নয়। কি ক্ষতি হতো না হয় একটু খুশির জন্যে মিথ্যা বললে। রুটি করা এতো চাপ যে বউয়ের ফায়িট করতে হয়। ওটা যদি সত্যিই না হয় তো আমার রাতে ভাতে ঠান্ডা লাগাটা তো সত্যি।

তবে! বের হওয়ার মুহূর্তে শক্তিদার বউ বলে, আজ দুপুরে থেকে গেলে হতো না। বউ জাস্ট নিতে পারলো না। পাশুবর্ণ মুখ দেখে ১০/১৫ দিন থেকে যাওয়ার কথাও বললো। না আর কিছু তেমন বলার নেই। বাকিটা আপনারাই বুঝুন। কোথায় গেলো আত্মীয়তা, ভালোবাসা, সম্পর্ক, মানুষিকতা? মানছি গ্রামই শহরকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এখনো ওরাই বেশি সরল। এখনও বেশি সহজ,স্বাভাবিক,মানবিক। না, শক্তি কোনো ভিলেনের নাম নয়। শক্তি যোগায় সাহস। বাড়ায় সামর্থ্য। সব সময় সব কিছু সহজ হয় না। মানছি সাধ্যও হয় না। তবে ব্যাবহার! আবেগটা তো সত্যিই। শক্তি জমিনদার। হয়তো ওর পুঁজি বেশি ও জানে বেশি। সরি, আমার পুঁজি কম, আমি বুঝি কম।

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# দ্বারকেশ্বর নদের মীনাপুর সেতু ডুবল জলে, ঝুঁকির পারাপার প্রায় দশটি গ্রামের মানুষের



**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** বাঁকুড়ার দ্বারকেশ্বর নদের মীনাপুর সেতু ডুবল জলে, ঝুঁকির পারাপার আট থেকে দশটি গ্রামের মানুষের। টানা দু'দিনের বৃষ্টিতে ডুবে গেল বাঁকুড়ার কাছে থাকা দ্বারকেশ্বর নদের মীনাপুর সেতু। গতকাল দ্বারকেশ্বর নদের জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ওই সেতু জলের তলায় চলে যায়। এর ফলে নদের অপর পাশে থাকা বেশ কয়েকটি গ্রামের সঙ্গে ওই সেতু দিয়ে যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। সেতুর ওপর দিয়ে বইতে থাকা কোমর জল পেরিয়ে চলছে ঝুঁকির পারাপার চলছে।

বাঁকুড়া শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে দ্বারকেশ্বর নদ। এই নদ বাঁকুড়া শহর থেকে পৃথক করেছে বাঁশি, আড়ালবাঁশি, জগদল্লা, গোড়াবাড়ি সহ বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের আট থেকে দশটি গ্রামকে। এই গ্রামগুলির মানুষ শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, বাজার থেকে জীবিকা সব বিষয়েই নির্ভরশীল বাঁকুড়া শহরের ওপর। দৈনন্দিন প্রয়োজনে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ শহর লাগোয়া দ্বারকেশ্বর নদের মীনাপুর সেতু দিয়ে নদ পারাপার করেন। সোমবার রাত থেকে প্রবল বর্ষণের জেরে দ্বারকেশ্বর নদের জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে ডুবে গিয়েছে ওই সেতু। আর তাতেই সমস্যায় পড়েছেন দ্বারকেশ্বর নদ লাগোয়া ওই গ্রামগুলির কয়েক হাজার মানুষ। সেতুর ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া এক কোমর জল ডিঙিয়ে চলছে যাতায়াত। এদিকে, এখনও বৃষ্টি লাগাতার ভাবে চলতে থাকায় দ্বারকেশ্বর নদের জলস্তর আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সেক্ষেত্রে ওই সেতু দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে।

# প্রাক্তন চেয়ারম্যানের নিশানায় বিধায়ক, প্রতিবাদে কাউন্সিলররা



**নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি:** দলীয় শৃঙ্খলা না মেনে সিউড়ির বিধায়ক তথা বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায় চৌধুরীর বিরুদ্ধে মন্তব্য করায় সিউড়ি পুরসভার সদ্য ইস্তফা দেওয়া চেয়ারম্যান প্রণব করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন সিউড়ি পুরসভার বাকি কুড়ি জন কাউন্সিলর।

বুধবার সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যানের কক্ষে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই প্রতিবাদ জানানো হয়। সিউড়ি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় সদ্য ইস্তফা দেওয়া চেয়ারম্যান প্রণব করকে দল থেকে বহিষ্কারের দাবি তোলেন। সিউড়ি শহর তৃণমূলের সভাপতি আব্দুল সফি বলেন, 'চেয়ারম্যান এবং সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করার পর তৃণমূল বিধায়কের নামে অপপ্রচার করাটা মোটেই কাম্য নয়, তাই প্রতিবাদ জানাতে সাংবাদিক সম্মেলন।' যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এই সাংবাদিক সম্মেলন সদ্য পদত্যাগী সেই প্রণব কর বলেন, 'বর্তমান বিধায়ক নিজের লোককে বসাবার জন্য তাঁকে পদত্যাগ করতে বলেছেন।'

যদিও সিউড়ি পুরসভার একাধিক কাউন্সিলরের দাবি, প্রণব কর পুরসভার পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রায় একক সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন। তাই ২১ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ১৩ জন কাউন্সিলর তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন। সিউড়ি পুরসভার ২১ জন কাউন্সিলর অনাস্থা প্রস্তাব আনলে, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট পেত, যাতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হত। তাই রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত, প্রবীণ রাজনীতিক ব্যক্তি হিসেবে এবং দলীয় স্বার্থ বিবেচনা করে সভাধিপতি বিকাশ রায় চৌধুরী হয়তো প্রণব করকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

যদিও সিউড়ির বিধায়ক তথা সভাধিপতি বিকাশ রায় চৌধুরী বলেন, 'বীরভূম জেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে বর্তমানে একটি কোর কমিটি রয়েছে এবং তাদের সিদ্ধান্তেই জেলা পরিচালিত হয়।' তবে তবে সিউড়ি পুরসভায় আগামী দিনে চেয়ারম্যান হিসাবে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় দৌড়ে এগিয়ে আছেন। শহরবাসী এবং কাউন্সিলরদের আশা, জেলা প্রশাসন, জেলা পরিষদ এবং সিউড়ি পুরসভা আগামী দিনে একসঙ্গে কাজ করে শহরবাসীর পাশে দাঁড়াবে। তবে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা সিউড়ি শহরে উন্নতমানের নয়, তাই শহরবাসীর আবেদন, সিউড়ি শহরের নাগরিক পরিষেবার দিকে পুরসভা বেশি করে নজর দিক।

# টানা বৃষ্টিতে ধসে পড়ল কাঁচা বাড়ি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝালদা:** টানা বৃষ্টিতে ধসে পড়ল কাঁচা বাড়ি। অল্পের জন্য রক্ষা পেল কাঁটাডি গ্রামের একটি পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছে ঝালদা থানার ঝালদা দঁড়দা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁটাডি গ্রামে।



বিষয়টি নিয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে শেখ সাহাজাহাদ ও সারু খাতুন বলেন, 'রাতে প্রবল বৃষ্টিতে পাশের শালদহা নদীর জল পার্শ্ববর্তী কাঁটাডি গ্রামে ঢুকে পড়ে। সেই জলের স্রোতে আমার বাড়িটি ধসে যায়। সেই সময় ওই বাড়িতে পরিবারের ছ'- সাত জন ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁরা কোনও রকমে প্রাণে বাঁচলেও বাড়িটি ধসে যায়। তাই প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানাই।'

যদিও বিষয়টি নিয়ে ঝালদা দঁড়দা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী উপপ্রধান শেখ সাহেজামাল জানান, এলাকায় একটি বাড়ি নয়, বেশ কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এমনকি শালদহা নদীর গার্ডওয়ালটিও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তাই পঞ্চায়েত থেকে যতটা সহযোগিতা করার করা হবে। বিষয়টি নিয়ে বিডিওর সঙ্গে আলোচনা করে শীঘ্রই সমস্যার সমাধান করা হবে।

# দুই রোগীর মৃত্যুতে করোনা আতঙ্ক বর্ধমান মেডিক্যালে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** আবারও করোনা আতঙ্ক ছড়াল বর্ধমান মেডিক্যালে দুই রোগীর মৃত্যুর ঘটনায়। দুই রোগীর রক্তের রিপোর্টে কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছে। যাকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা হাসপাতাল জুড়ে। তবে তারা অন্যান্য জটিল রোগে আক্রান্ত ছিলেন বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। আর সেই কারণেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি।

জানা গিয়েছে, ভাতারের ৬০ বছরের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। দীর্ঘদিন তিনি কিডনির রোগে ভুগছিলেন। তাঁর কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ আসে। অপরদিকে দেওয়ানদিঘি থানা এলাকার অন্য একজনের মৃত্যু হয়। যাঁর বয়স ৬১ বছর। তিনি বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন বলে জানা গিয়েছে। সোমবার বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। তাঁরও রক্ত পরীক্ষায় কোভিড পজিটিভ ধরা পরে। যদিও গোটা বিষয়টি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব সহকারে দেখছে বলেই জানা গিয়েছে।

আরও যাঁরা যাঁরা নিজেকে কোভিড আক্রান্ত বলে মনে করছেন, তাঁদেরকেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁদের জন্য আলাদা করে ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা না যান।

**Surendralal Das Teachers' Training College**
Recognized by NCTE, Affiliated to BSAEU
Nischinda(Bally), Howrah

**B.Ed. Dept Wanted** Principal, Asst. Prof. in Perspectives in Education, Pedagogy Subjects in Bengali, geography, History, Computer Sc, Life Sc, Sanskrit, Music, Fine Arts, English, Commerce, Economics, Education, Mathematics, Philosophy, Physical Sc, Political Sc, Psychology, Sociology, Health & Physical Education, Fine Arts, Performing Arts.
**M.Ed. Dept Wanted** Professors, Associate Professors & Assistant Professors,as per NCTE guideline.
**Apply within 3 days. Email- sldttc2005@gmail.com**
**9831395349 / 6290793874**

**JAGADISH CHANDRA BASU SIKSHAK SIKSHAN MAHAVIDYALAYA**
Recognized by NCTE, Affiliated to BSAEU
**Domjur, Howrah, 711405.**

**Wanted** Principal, Asst. Prof. in Foundation, Pedagogy Subjects, Philosophy, Economics, Political Sc, Sanskrit, Hindi, Fine Arts, Mathematics, Bengali, Music, Commerce, Education, English, Geography, History, Life Sc., Physical Sc., Health & Physical Education, Fine Arts, Performing Arts. as per NCTE guideline. Apply with in 3 days Email-
**jcbssmh05@gmail.com**
**9831395349/6290793874**

## হিন্দুস্তান মোটরস্ লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : "বিড়লা বিল্ডিং", ১৪তম তল, ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN- L34103WB1942PLC018967 টেলি: +৯১ ০৩৩ ২২৪২০৯৩২ ফ্যাক্স: +৯১ ০৩৩ ২২৪৮০০৫৫
ইমেল- hmcosecy@hindmotor.com ওয়েবসাইট- www.hindmotor.com

**৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকর আর্থিক ফলাফলের সারাংশ** (টাকার অঙ্ক লাখে)

| বিবরণ | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত) | নয় মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত) | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত) |
|---|---|---|---|
| কার্যাদি থেকে মোট আয় / অন্যান্য আয় | ১৯ | ১৪৪ | ৩৭৯ |
| নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব) | (১১৩) | ২৪ | (২০২) |
| নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী) | (১১৩) | ২৪ | (২০২) |
| নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী) | (১০০) | ২৪ | ৫ |
| মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)] | (১০২) | ১৮ | ১০ |
| ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (বাজেয়াপ্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে পরিমাণ ব্যতীত) | ১০৪৩৩ | ১০৪৩৩ | ১০৪৩৩ |
| শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫/- টাকা প্রতি শেয়ার) | | | |
| মৌলিক এবং মিশ্রিত : | (০.০৫) | ০.০১ | ০.০০ |

দ্রষ্টব্য :
১. ২ অগস্ট, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা উপরের ফলাফলসমূহ অনুমোদিত করা হয়েছে।
২. ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি যা স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস্) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে বিএসই এবং এনএসই-র ওয়েবসাইট যথাক্রমে www.bseindia.com এবং www.nseindia.com -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindmotor.com -তে।

হিন্দুস্তান মোটরস্ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
উত্তম বোস
ডিরেক্টর

তারিখ : ২ অগস্ট, ২০২৩
স্থান : কলকাতা

Santoshpur Vidyamandir for Boys, Address : 9C, Priyanath Ghosh Road, Kolkata-700075 is going to introduce Co-Educational system as per State Government norms.

**KUNTALA DAS COLLEGE OF EDUCATION**
Recognized by NCTE, Affiliated to BSAEU
**Nischinda(Bally), Howrah**

**Wanted** Principal, Asst. Prof. in Foundation, Pedagogy Subjects, Geography, Food & Nutrition, Home Sc., Sociology, Bengali, English, Sanskrit, Mathematics, History, Commerce, Education, Philosophy, Life Sc, Physical Sc.,Economics, Hindi, Health & Physical Education, Fine Arts, Performing Arts. as per NCTE guideline. Apply with in 3 days Email- **kdce2012@gmail.com**
**9831395349/6290793874**

## ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI — Relationship Beyond Banking

বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০ ০৬৪

**পরিশিষ্ট IV [ দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]**
**দখল নোটিশ** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, কাশিমপুর শাখা**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০২.০৬.২০২৩ তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী সুজন রায় এবং শ্রীমতি পম্পা রায়** -কে নোটিশে উল্লিখিত **১৬,৬১,৭৯৪.০০ টাকা (ষোলো লাখ একষট্টি হাজার সাতশ চুরানব্বই টাকা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **২ আগস্ট ২০২৩** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, কাশিমপুর শাখা** -এর নিকট বকেয়া **১৬,৬১,৭৯৪.০০ টাকা (ষোলো লাখ একষট্টি হাজার সাতশ চুরানব্বই টাকা) টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

**স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত**

মৌজা - জিরাট, জেএল নং ১২১, সাবেক খতিয়ান নং ৩৪৫, এলআর খতিয়ান নং ৪৭১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪/৯৬৭, কাশিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা - বারাসত বর্তমানে দত্তপুকুর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন নং ৭৪৩২৪৮ ঠিকানায় ২ কাঠা ৮ ছটাক বা ০৪ ডেসিমেল এডিএসআর অফিস কদম্বগাছি অধিক্ষেত্র অধীন, স্বত্ব দলিল নং আই-১৫২৫০০১৪৯/২০১৮ তারিখ ০৫.০১.২০১৮ নথিভুক্ত বুক নং আই, ভল ১৫২৫-২০১৮, পৃষ্ঠা - ১৪২৩৩-১৪২৫৯, ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি।
চৌহদ্দি - উত্তরে - গৌতম চন্দ দক্ষিণে - ৬ ফুট চওড়া চলাচলের পথ এবং পরবর্তীতে বকুল চক্রবর্তী পূর্বে - ৯ ফুট চওড়া সড়ক পশ্চিমে - প্লট বি, জ্যোতিন্দ্র নাথ চন্দ সমন্বিত।

তারিখ : ০২.০৮.২০২৩ — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কাশিমপুর — ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

**কলকাতা ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল -১**
**জীবন সুধা বিল্ডিং, ৮ম তল**
**৪২সি, জওহর নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১**

প্রতি,
অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ কাস্টমস্,
কাস্টমস কমিশনারের কার্যালয়,
স্পেশাল ট্যাক্স রিকভারি সেল (পোর্ট),
কাস্টমস হাউস, ১৫/১, স্ট্র্যান্ড রোড
কলকাতা - ৭০০ ০০১।

**রেফা.: আরপি/১৯/২০২০ কানাড়া ব্যাঙ্ক -বনাম- ইন্ডসিল্ক এক্সপোর্টস প্রাঃ লিঃ এবং অন্যান্য, লার্নড রিকভারি অফিসার, কলকাতা ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল ১ সামনে বিচারাধীন।**

**বিজ্ঞপ্তি**

এই বিষয়ে পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া চলাকালীন লার্নড রিকভারি অফিসার কাস্টমসের সহকারী কমিশনারকে প্রেমিসেস নং ৭, ব্রিজধাম হাউজিং কমপ্লেক্স, ২২৫, ক্যানাল স্ট্রিট, কলকাতা এর বন্ধকীকৃত ফ্ল্যাট নং ১, ৩ এবং ৪, থেকে অস্থাবর সামগ্রী সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। কিন্তু উক্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যোগাযোগ করা সত্ত্বেও আপনার কার্যালয় ব্যাংকের বন্ধকীকৃত জায়গার উক্ত সামগ্রী অপসারণের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।
এর পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান নোটিশটি প্রকাশের তারিখ থেকে পনের দিনের মধ্যে সামগ্রীগুলি ফেরত নেওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে যা ব্যর্থ হলে সমস্ত সামগ্রীগুলি ব্যাঙ্কের বন্ধকীকৃত সম্পত্তি থেকে সরানো হবে এবং বর্তমান পুনরুদ্ধারের কার্যক্রমের সময়ে বাস্তবিক দখল নেওয়া হবে আইন অনুযায়ী।

টি. মুখোপাধ্যায়
রিকভারি অফিসার

## বিজ্ঞপ্তি

**জেলা-হুগলীস্থিত, ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত- শ্রীরামপুর**
**২০২৩ সালের ২৭ নং এ্যাক্ট-৩৯ নং মোকর্দ্দমা।**
**শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ দীং .......দরখাস্তকারী**
**(বনাম)**
**শ্রীমতী বাণী ঘোষ দীং ....... প্রতিপক্ষ**

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, শ্রীরামপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালতে ২০২৩ সালের - ২৭ নং এ্যাক্ট-৩৯ নং মোকর্দ্দমা শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ দীং বিগত ইংরাজীর- ১৩/৮/১৯৮২ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত -৪০ নং উইল যাহা শ্রী কালিচরন ঘোষ, পিতা ৺মন্মথ নাথ ঘোষ, সাং- ৬৩ নং শিবতলালেন, চাঁতরা, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী সম্পাদন করিয়া ছিলেন যাহা নিম্ন তপশীলে বিশদ ভাবে বর্ণিত তাহা লইয়া উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করেন, সেই কারনে জ্ঞাত করা হইতেছে যে–উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগনের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞাপনের তারিখ হইতে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্ব-শরীরে অথবা তাহাদের নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ জ্ঞাত করিবেন। অত্র মোকর্দ্দমায় হাজির হইবেন। অন্যথায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমাটি এক-তরফা শুনানী হইবে।

**(ক) তপশীল সম্পত্তি যাহা ফনীন্দ্রনাথ ঘোষ পাইবে।**
জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুরের সামিল, মৌজা- চাতরা গ্রামে, জে, এল, নম্বর - ১০ (দশ) খতিয়ান নম্বর - ৮৯৫ (আট শত পঁচানব্বই), দাগ নম্বর- ৩৭২২ (তিন হাজার সাত শত বাইশ) দাগের মধ্যে পূর্বাংশে চিহ্নিত ৬৮ (আটষট্টি) সহস্রাংশ বা ০৪ চার কাঠা ০৪ চার ছটাক মধ্যে -০১ এক কাঠা ০৭ সাত ছটাক ০৭ বর্গফুট, মায় তদুপরিস্থিত নীচে উপরে চার কুঠারী ঘর বারান্দা মায় সংলগ্ন ফাঁকা জায়গা মায় যাবতীয় ইজমেন্ট স্বত্বাদি সহ ।

**(খ) তপশীল সম্পত্তি যাহা গোবিন্দ লাল ঘোষ পাইবে।**
জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা- চাতরা গ্রামে, জে এল নম্বর - ১০ (দশ) খতিয়ান নম্বর- ৮৯৫ (আটশত পঁচানব্বই), দাগ নম্বর- ৩৭২২ (তিন হাজার সাতশত বাইশ) দাগের মধ্যে পূর্বাংশে চিহ্নিত ৬৮ (আটষট্টি) সহস্রাংশ বা ০৪ চার কাঠা ০৪ চার ছটাক মধ্যে ১৪ চৌদ্দ ছটাক ১৮ আঠারো বর্গফুট সম্পত্তি মায় তদুপরিস্থিত নিম্নতলে গ্রাউন্ড ফ্লোরে এক কামরা ঘর মায় বারান্দা ও সংলগ্ন ফাঁকা জমি ও (চ) তপশীল কমন পথ আদি ব্যবহারের যাতীয় ইজমেন্ট স্বত্বাদি সহ ।

**(গ) তপশীল সম্পত্তি যাহা নিমাই ঘোষ পাইবে।**
জেলা- হুগলী, থানা- শ্রীরামপুরের সামিল, মৌজা- চাতরা, গ্রামে জে, এল, নম্বর - ১০ (দশ) খতিয়ান নম্বর- ৮৯৫ (আট শত পঁচানব্বই) দাগ নম্বর- ৩৭৭২ (তিন হাজার সাত শত বাহাত্তর) দাগের মধ্যে পূর্বাংশে চিহ্নিত ৬৮ (আটষট্টি) সহস্রাংশ বা ০৪ চার কাঠা ০৪ চার ছটাক মধ্যে নীচে তলায় রান্না ঘর মায় বারান্দা ও 'সি -২' মার্কা দ্বারা চিহ্নিত শয়ন ঘর মায় বারান্দা যাহা মাপ সুরত -১ এক কাঠা ০২ দুই ছটাক, ৩ তিন বর্গফুট পরিমিত সম্পত্তি মায় (চ) তপশীলের কমন পথাদি ব্যবহারের যাবতীয় ইজমেন্ট স্বত্বাদি সহ সম্পত্তি ।

**(ঘ) তপশীল সম্পত্তি যাহা, কানাই ঘোষ পাইবে।**
জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুরের সামিল, মৌজা-চাতরা গ্রামে, জে,এল, নম্বর - ১০ (দশ) খতিয়ান নম্বর- ৮৯৫ (আট শত পঁচানব্বই) দাগ নম্বর ৩৭৭২ (তিন হাজার সাত শত বাহাত্তর) দাগের পূর্বাংশে চিহ্নিত **৬৮ (আটষট্টি) সহস্রাংশ** বা ০ ৪ চার কাঠা ০৪ চার ছটাক মধ্যে ০৩ তিন ছটাক **২১** একুশ বর্গফুট ফাঁকা জমি, নীচ তলায় রান্নাঘরের উপরিস্থিত দ্বিতলের স্বসাজ ঘর মায় বারান্দা দ্বিতলের স্বসাজ শয়ন ঘর, মায় বারান্দা, ও কমন পথাদি ও সিঁড়ি ব্যবহারের যাবতীয় স্বত্বাদি ও দ্বিতলের কমন বারান্দা ব্যবহারের ইজমেন্ট স্বত্বাদি সহ সম্পত্তি ।

**(ঙ) তপশীল সম্পত্তি যাহা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ পাইবে**
জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা- চাতরাগ্রামে, জে এল নম্বর - ১০ (দশ) খতিয়ান নম্বর ৮৯৫ (আট শত পঁচানব্বই), দাগ নম্বর- ৩৭৭২ (তিন হাজার সাত শত বাহাত্তর) মধ্যে পূর্বাংশে চিহ্নিত ৬৮ (আটষট্টি) সহস্রাংশ বা কম বেশী ০৪ চার কাঠা ০৪ চার ছটাক মধ্যে ফাঁকা জমি - ০৩ তিন ছটাক- **২১** একুশ বর্গফুট, দ্বিতলে এক কামরা স্বসাজ শয়ন ঘর, মায় বারান্দা ও (চ) তপশীল বর্ণিত কমন পথাদি ও সিঁড়ি ও দ্বিতলের কমন বারান্দা, ব্যবহারের স্বত্বাদি মায় যাবতীয় ইজমেন্ট স্বত্বাদি সহ সম্পত্তি।

**(চ) তপশীল কমন পথাদি সিঁড়ি ইত্যাদি**
জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা- চাতরা গ্রামে, জে, এল, নং -১০ (দশ), খতিয়ান নম্বর- ৮৯৫ (আট শত পঁচানব্বই) দাগ নম্বর- ৩৭৭২ (তিন হাজার সাত শত বাহাত্তর) মধ্যে পূর্বাংশে চিহ্নিত ৬৮(আটষট্টি) সহস্রাংশ বা ০৪ চার কাঠা ০৪ চার ছটাক মধ্যে ০৪ চার ছটাক ২৬ ছাব্বিশ বর্গফুট জমি মায় পথ দ্বিতলের উঠিবার সিঁড়ি ও দ্বিতলের কমন বারান্দা আদি সহ সম্পত্তি।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
Bhaswati Reeves,
উকিলবাবু:-
তারিখ:২৬.০৭.২০২৩

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সমীর চক্রবর্তী
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, শ্রীরামপুর, হুগলী, পঃ বঃ

## এসবিআই শেক্সপিয়র সরণি শাখা, নং ৫১, শেক্সপিয়র সরণি রোড, মল্লিক বাজার, পার্ক স্ট্রিট এরিয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭

SBI — **সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি**

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই শেক্সপিয়র সরণি শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন। **ঋণগ্রহীতার নাম : রজত বিশ্বাস**

| ক্র. নং. | নিলামের তারিখ | নিলামের প্রস্তাবিত সময় | বিশুদ্ধতা (ক্যারাট) | সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে) | আইটেম সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ০৭.০৮.২০২৩ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ২২ ক্যারট | মোট ওজন ১৯.৬০০ গ্রাম নিট ওজন ১৮.৬০০ গ্রাম | ১টি চুড় |
| ২. | ০৭.০৮.২০২৩ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ২২ ক্যারট | মোট ওজন ১২.২০০ গ্রাম নিট ওজন ১১.৬০০ গ্রাম | ৩টি হাতের আংটি |
| ৩. | ০৭.০৮.২০২৩ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ২২ ক্যারট | মোট ওজন ৯.৯০০ গ্রাম নিট ওজন ৯.০০০ গ্রাম | ১টি চেন |
| ৪. | ০৭.০৮.২০২৩ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ২২ ক্যারট | মোট ওজন ১৭.১০০ গ্রাম নিট ওজন ১৬.৬০০ গ্রাম | ২টি ব্যাঙ্গেলস |
| ৫. | ০৭.০৮.২০২৩ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ২২ ক্যারট | মোট ওজন ৫১.৮০০ গ্রাম নিট ওজন ৫০.০০০ গ্রাম | ৬টি সলিড চুড়ি |
| ৬. | ০৭.০৮.২০২৩ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ২২ ক্যারট | মোট ওজন ১৪.১০০ গ্রাম নিট ওজন ১৩.৫০০ গ্রাম | ১টি চেন |

তারিখ: ০৩.০৮.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

## ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান বৈঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস- চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩,
ফোন নং : (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল : zochinsurah@indianbank.co.in

**স্বত্ব/প্রকৃত দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) (২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন)**

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতাগণ জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

| ক্রম নং | অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/শাখার নাম | দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ | দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকায়) | স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **অ্যাকাউন্ট** : মেসার্স আরামবাগ এন্টারপ্রাইজ **স্বত্বা** : অনন্ত খান এবং মুনমুন খান **ঋণগ্রহীতা** : মেসার্স আরামবাগ এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) (**স্বত্বা** : শ্রী অনন্ত খান - পিতা সত্যনারায়ণ খান) **ঠিকানা** - ৮৯৭/এফ, বাসুদেবপুর মোড়, কল্পতরু নার্সিংহোমের নিকট, আরামবাগ, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২৬০১, পব **শ্রীমতি মুনমুন খান** (এইচবিএল ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা মেসার্স আরামবাগ এন্টারপ্রাইজ-এর এ/সি) **ঠিকানা** - স্বামী অনন্ত খান, গ্রাম - বালি (হাটতলা), পো. বালিদেওয়ানগঞ্জ, থানা - গোঘাট, জেলা - হুগলি, ৭১২৬১৬, প.ব. **শাখা** : আরামবাগ | ০৪.০৬.২০২২ এবং ০১.০৮.২০২৩ | **১৭০১৭৭২৪ টাকা** (এক কোটি সত্তর লাখ সতের হাজার সাতশ চব্বিশ টাকা) টাকা মেসার্স আরামবাগ এন্টারপ্রাইজ এ/সি এবং ৩০২৭৬৪৩ টাকা (তিরিশ লাখ সাতাশ হাজার ছশো তেতাল্লিশ টাকা) টাকা ০৩.০৬.২০২২ অনুযায়ী এইচবিএল শ্রীমতি মুনমুন খান যথাক্রমে ০৪.০৬.২০২২ থেকে আদায় না হওয়া পর্যন্ত চুক্তি হারে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় বহন করবে। | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ০৮ শতক এবং তদস্থিত ভবন শ্রী অনন্ত খানের নামে উল্লেখ্য দলিল নং ৮৬৬/২০৭ তাং ৮.৩.২০১৭ অবস্থিত মৌজা- মহেশপুর, গ্রাম- মায়াপুর ২, ব্লক-আরামবাগ, পো এবং থানা-আরামবাগ, জেলা-হুগলি, পিন- ৭১২৪১৩ (প. ব.), জেএল নং ৪৩, এলআর খতিয়ান নং ১৩১৪, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১/৭৩৪, জমির পরিমাণ -৮ শতক, জমির শ্রেণি -বাস্তু, মায়াপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন সমুদয় সম্পত্তির **চৌহদ্দি-উত্তরে**-মুনমুন খানের ভবন, **দক্ষিণে**- পবিত্র খানের খালি জমি, **পূর্বে** অঙ্কিতা খানের খালি জমি, **পশ্চিমে**- সড়ক সমন্বিত। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৮ শতক এবং তদস্থিত ভবন শ্রীমতি মুনমুন খানের নামে উল্লেখ্য দলিল নং ৮৬৭/২০১৭ তাং ৮.৩.২০১৭ অবস্থিত মৌজা- মহেশপুর, গ্রাম- মায়াপুর ২, ব্লক-আরামবাগ, পো এবং থানা-আরামবাগ, জেলা-হুগলি, পিন- ৭১২৪১৩ (প. ব.), জেএল নং ৪৩, এলআর খতিয়ান নং ১৩১৩, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১/৭৩৪, জমির পরিমাণ -৮ শতক, জমির শ্রেণি-বাস্তু, মায়াপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন সমুদয় সম্পত্তি। |

তারিখ : ০৩.০৮.২০২৩, স্থান : ব্যান্ডেল — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

## Madhya Howrah Co-operative Credit Society Ltd
**(Registration No. 23 1974-75)**
**56/1, Satkari Chatterjee Lane, Howrah-711101**

**NOTICE**

In pursuance of order no. 306-II/6/12 dated-16.03.2023 of the Returning Officer of Madhya Howrah Cooperative Credit Society Ltd. and ARCS, Howrah Range it is hereby notified for information to all the members of the Madhya Howrah Cooperative Credit Society Ltd. (Reg No-23 of 1974-75) that a Special General Meeting of the Society will be held on 24/09/2023 at 11A.M. at the premises of the Registered Office of the Society (i.e.56/1, Satkari Chatterjee Lane, Howrah- 711101) under section 31 of WBCS Act 2006 to transact the following agendum.

1: Election to the Board of Directors of Madhya Howrah Cooperative Credit Society Ltd. (Election Schedule is attached below).

All the members of the above noted Society are requested to attend the Special General Meeting on the scheduled date and time positively and to take part in the election to the Board of Directors of the Society.

Sd/-
**Sandip Kumar Bose**
**Secretary**
**Madhya Howrah Cooperative Credit Society Ltd.**

**SCHEDULE FOR ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS**

Memo no. 03/Bod Elec/2023 — Date: 03/08/2023

In pursuance of W.B. Co-operative Election commission Regulation-2012 & Order no. 306/II-6/12 dated-16.03.2023 of the Returning Officer, Madhya Howrah Cooperative Credit Society Ltd. & ARCS, Howrah Range all the members are hereby informed that the Election of the Board of Directors of the above mentioned Society will be held on 24/09/2023(Sunday) as per the following schedule.
Number of Directors to be elected: 12 out of which 02(two) are reserved for women and 01(One) reserved for SC/ST.

| SL. No. | Programme | Date | Time | Place |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Publication of Draft voter list | 03/08/2023 | 4 PM | Society's Office |
| 2 | Claims & Objections (if any) | 05/08/2023 & 07/08/2023 | 12 PM to 2 PM | Society's Office |
| 3 | Hearing on Claims & Objections | 11/08/2023 | 1 PM to 4 PM | Society's Office |
| 4 | Publication of final voter list | 16/08/2023 | 12 PM | Society's Office |
| 5 | Issue of Nomination form | 28/08/2023 & 29/08/2023 | 12 PM to 3 PM | Society's Office |
| 6 | Submission of Nomination Papers | 28/08/2023 & 29/08/2023 | 12 PM to 3 PM | Society's Office |
| 7 | Scrutiny of Nomination Papers | 31/08/2023 | 12.00 PM Onwards | Society's Office |
| 8 | Publication of list of Valid Nominations | 31/08/2023 | Immediately after Scrutiny | Society's Office Notice Board |
| 9 | Last Date of Withdrawal of Nomination Papers | 01/09/2023 | Upto3:00 p.m. | Society's Office |
| 10 | Publication of Final List of Contesting Candidates | 01/09/2023 | After 3.00 p.m. | Society's Office Notice Board |
| 11 | Distribution of Symbols (if required) | 04/09/2023 | 1 PM to 3 PM | Society's Office |
| 12 | Date of Poll (if required) | 24/09/2023 | 11 PM to 3 PM | Premises of Society |
| 13 | Counting of Votes & Publication of Results | 24/09/2023 | After completion of Poll | -do- |

N.B.-1) **Eligibility for being elected as Director:** As per WBCS Act 2006 and Rules 2011 as amended up to date.
2) At the time of Election of the BOD, voters have to produce a photo ID Card as recognized by the election Commission of India.
3) Photocopy of Certificate from competent authority must be submitted with nomination form (if applied for SC/ST reservation) and original to be produced before the ARO at the time of scrutiny.

Date: 03/08/2023

Sd/-
**Joydip Moitra**
**Assistant Returning Officer**
**Madhya Howrah Cooperative Credit Society Ltd.**

## পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক — দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank — यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया United Bank of India — Oriental Bank of Commerce

এসসার্কেল **SASTRA** মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড
পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পব), ই-মেল : cs8283@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

| ক্রম নং | ক) অ্যাকাউন্ট নাম খ) শাখার নাম | বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত | ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তাং অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ১. | ক) **শ্রীমতি মুনমুন হাজরা স্বত্বা মেসার্স আর এম এন্টারপ্রাইজ** খ) **বেলডাঙা শাখা** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত একতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা- রামনা চন্দ্রপুর, জেএল নং ৬, প্লট নং আরএস এবং এলআর ৫০৫৫, এলআর খতিয়ান নং ৯৮৫৭, পরিমাণ এরিয়া ০.০৮৫ একর, জমির শ্রেণি-ভিটা, কেদারচন্দ্রপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা-নওদা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৭৫, দান দলিল নং ৯৯১৫-২০১৮ সালের অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-১ মুর্শিদাবাদ ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি। **মালিক : মুনমুন হাজরা, স্বামী শুভেন্দু হাজরা,** গ্রাম এবং পো- ত্রিমোহিনী, থানা- নওদা, জেলা -মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৭৫, পশ্চিমবঙ্গ ।সম্পত্তির **চৌহদ্দি- উত্তরে :** অলোক বিশ্বাসের খালি জমি, **দক্ষিণে :** ৫ ফুট আসিসি রোড, **পূর্বে :** দীপক হাজরার ভবন, **পশ্চিমে :** অজিত হাজরার সম্পত্তি সমন্বিত। | ক) ১৬.০৩.২০২৩ খ) ০১.০৮.২০২৩ গ) ২০,৯৯,৯৮৫.৯৯ টাকা **(কুড়ি লাখ নিরানব্বই হাজার নশো পঁচাশি টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা) টাকা** ০৯.০২.২০২৩ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ। |
| ২. | **মহ. মীনারুদ্দিন শেখ,** পিতা মীরমদন শেখ **এবং তাজিয়া খাতুন,** স্বামী মহ. মীনারুদ্দিন শেখ খ) **গোরাবাজার শাখা** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা- মহুলা, জেএল নং ৩, প্লট নং এলআর ৬৭০, এলআর খতিয়ান নং ৫০২৪, এরিয়া পরিমাণ ০.০৩৫ একর, জমির প্রকৃতি-ভিটা, মহুলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা-বেলডাঙ্গা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, বিক্রয় দলিল নং ৪৯১৫-২০০৩ সালের অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত ডি আর মুর্শিদাবাদ অফিস। **মালিক : মহ মিনারুদ্দিন শেখ পিতা মীরমদন শেখ** গ্রাম -দহেরধার, পো- মহুলা, থানা-বেলডাঙ্গা, জেলা-মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৩৪ ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** বকতার শেখ এবং মনারুল শেখের ভবন, **দক্ষিণে :** ৭ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ এবং মালিকের সম্পত্তি, **পূর্বে :** কিনারুদ্দিন শেখের ভবন, **পশ্চিমে** : কিনারুদ্দিন শেখ এবং মালিকের পুকুর সমন্বিত। | ক) ২৭.০৪.২০২৩ খ) ০১.০৮.২০২৩ গ) ১৪,৩২,২০২.০০ টাকা **(চোদ্দ লাখ বত্রিশ হাজার দুশো দুই টাকা) টাকা** ২৭.০৪.২০২৩ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ। |
| ৩. | ক) **আবু তায়েব ওরফে আবু তায়েব শেখ** পিতা প্রয়াত সাবেদার শেখ গ্রাম এবং পো. পাঁচথুপি, মোকামপাড়া জুমা মসজিদের নিকট, থানা - বারওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৬১ খ) **গ্রামসালিকা শাখা** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং দ্বিতল বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা- পাঁচথুপি, জেএল নং ১৪৯, এলআর প্লট নং ১৬৯, এলআর খতিয়ান নং ৩৭৪৭, ৩৭৪৮, এরিয়া পরিমাণ ৬ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি- ভিটা, পাঁচথুপি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন , থানা- বারওয়ান, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬১, পরিবর্ত দলিল নং ১৭০৫-১৯৯১ সালের অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-পাঁচথুপি ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি। **মালিক : ১. আবু তায়েব ওরফে আবু তায়েব শেখ, ২. আবু তালেব ওরফে আবু তালেব শেখ,** উভয়েরই পিতা প্রয়াত সাবেদার শেখ, গ্রাম এবং পো-পাঁচথুপি,মোকামপাড়া জুম্মা মসজিদের নিকট, থানা-বারওয়া, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পব, পিন- ৭৪২১৬১ ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** জব্বর শেখের ভবন, **দক্ষিণে :** আবলি শেখের ভবন, **পূর্বে** : পঞ্চায়েত সড়ক, **পশ্চিমে :** আখতার হোসেনের পুকুর সমন্বিত। | ক) ১৬.০৩.২০২৩ খ) ০১.০৮.২০২৩ গ) ৪,২৩,০৯৩.৩৪ টাকা **(চার লাখ তেইশ হাজার তিরানব্বই টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা) টাকা** ১৬.০৩.২০২৩ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ। |
| ৪. | ক) **গৌতম পাল** পিতা প্রয়াত ধনঞ্জয় পাল, গ্রাম - মির্জাপুর, পো. ফতেপুর, থানা - বারওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩২ খ) **গ্রামসালিকা শাখা** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং একতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা - রামেশ্বরপুর, জেএল নং ১২০, প্লট নং আরএস ১৩১, এলআর ১৪১, খতিয়ান নং আরএস ১৭৯ এলআর ২৫০, এরিয়া পরিমাণ ৩ ডেসিমেল, বারওয়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা- বারওয়া, জেলা-মুর্শিদাবাদ, বিক্রয় দলিল নং ১৮৪৯-১৯৯৩ সালের অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর -পাঁচথুপি, **মালিক : গৌতম পাল পিতা প্রয়াত ধনঞ্জয় পাল,** গ্রাম -মির্জাপুর, পো- ফতেপুর, থানা- বারওয়া, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩২ ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ধরণী ধর ঘোষের ভবন, **দক্ষিণে :** রূপাতন ঘোষের খালি জমি, **পূর্বে**- করালীতলা বাদশাহী রোড, **পশ্চিমে :** বিমান চন্দ্র ঘোষের কৃষি জমি সমন্বিত। | ক) ১৪.০৩.২০২৩ খ) ০১.০৮.২০২৩ গ) ৬,১১,৮৬৩.০০ টাকা **(ছয় লাখ এগারো হাজার আটশ তেষট্টি টাকা) টাকা** ১৪.০৩.২০২৩ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ। |
| ৫. | ক) **মহ. সুজাউদ্দিন বিশ্বাস,** পিতা প্রয়াত জিল্লার রহমান বিশ্বাস, গ্রাম এবং পো. পতিকাবারি, থানা - নওদা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১২১ খ) **পতিকাবারি শাখা** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং একতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা-পতিকাবাড়ি, জেএল নং ৩৬, প্লট নং ২৮৩৮ এলআর ৩৩৪৯, এলআর খতিয়ান নং ৭২২৫, ৭২২৮, মোট এরিয়া পরিমাণ ৫ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি- বাড়ি, পতিকাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা- নওদা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১২১, দনি দলিল নং ২৯৭৯-২০১২ সালের অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর, অমতলা (নওদা), মুর্শিদাবাদ ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি। **মালিক : ১. মহ সুজাউদ্দিন বিশ্বাস, ২. তুতুল বিশ্বাস, উভয়ের পিতা প্রয়াত জিল্লার রহমান বিশ্বাস,** গ্রাম এবং পো- পতিকাবাড়ি, থানা-নওদা, জেলা-মুর্শিদাবাদ,পব, পিন- ৭৪২১২১। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** জেকের শেখের ভবন, **দক্ষিণে :** আরসাদ শেখ এবং সফিকুল শেখের ভবন, **পূর্বে :** মহব্বত শেখের ভবন, **পশ্চিমে :** ১৫ ফুট আরসিসি রোড সমন্বিত। | ক) ১৪.০৩.২০২৩ খ) ০১.০৮.২০২৩ গ) ৬,৬৭,০৬৫.৫০ টাকা **(ছয় লাখ সাতষট্টি হাজার পঁয়ষট্টি টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) টাকা** ১৪.০৩.২০২৩ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ। |

তারিখ : ০১.০৮.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বহরমপুর — পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

# মোবাইল চোর সন্দেহে নাবালককে গণপিটুনির অভিযোগ, পুলিশি হস্তক্ষেপে উদ্ধার হল অভিযুক্ত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** ভরা বাজারে মোবাইল চোর সন্দেহে এক নাবালককে বেধড়ক পেটানোর অভিযোগ উঠল স্থানীয় কিছু মানুষের বিরুদ্ধে। লাথি, চর, কিল, ঘুষি মেরে ওই নাবালককে রীতিমতো আহত করা হয় বলে অভিযোগ। পরে ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছয় পুলিশ। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে গুরুতর আহত অবস্থায় ওই নাবালককে উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে তার চিকিৎসা করানো হয় মৌলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার গোয়ালটুলি পুরোবাজার এলাকায়। আর ওই নাবালককে প্রকাশ্য রাস্তায় চোর সন্দেহে কিল, চর, ঘুষি এবং লাথি মারার ছবি রীতিমতো ভাইরাল হয়ে পড়ে। যা নিয়ে কিছু মানুষ অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

এদিকে পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়খণ্ডের তিনপাহাড় এলাকার বাসিন্দা ওই নাবালক। আহতের নাম রাকেশ কুমার (১৭)। এদিন পুরাতন মালদা পুরসভার গোয়ালটুলি বাজার এলাকায় কেনাকাটা করার সময় জনৈক এক ব্যক্তির বুক পকেট



থেকে একটি নামীদামি মোবাইল চুরির চেষ্টা করে ওই কিশোর বলে অভিযোগ। এরপরেই তাকে হাতেনাতে ধরে নেই ওই মোবাইলের মালিক। আর তারপরেই প্রকাশ্য রাস্তার মধ্যেই শুরু হয় বেধড়ক মারধর। উত্তেজিত কিছু মানুষ যে যেমনটা পারে ওই নাবালককে চর, কিল, ঘুষি, লাথি মারতে থাকে। তবে এলাকারই কিছু ব্যবসায়ীরা ক্ষিপ্ত জনতাকে কোনওভাবে আটকানোর চেষ্টা করে। এরপরে খবর পায় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মোবাইল চোর সন্দেহের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ওই নাবালককে আটক করে নিয়ে যায়। তবে তাকে আপাতত প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়েছে মৌলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে।

গোয়ালটুলি পুরোবাজার এলাকার একাংশ ক্রেতাদের বক্তব্য, নেশা করার জন্য অল্পবয়সি এই ধরনের ছেলেরা চুরির মতো অপরাধে হাত পাকিয়েছে। মাঝেমধ্যেই বাজার থেকে ক্রেতাদের মোবাইল, মানিব্যাগ কেপমারি হচ্ছে। আর এদিন সেই ঘটনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে উত্তেজিত একাংশ জনতার মধ্যে। মোবাইল চোর সন্দেহ ওই কিশোর ধরা পড়ার পরেই কিছু উত্তেজিত মানুষ তাকে মারধর করে।

পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, মারধরের হাত থেকে ওই কিশোরকে উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

## দ্বারকেশ্বর নদীতে জল বাড়তেই বাঁধ পরিদর্শনে আরামবাগ প্রশাসন



**মহেশ্বর চক্রবর্তী**

**হুগলি:** টানা দু'দিন বৃষ্টির ফলেই দ্বারকেশ্বর নদীতে জল কানায় কানায়। বর্ষার জল শুরু হতেই নদী বাঁধের বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তৎপর হয়ে ওঠে আরামবাগ প্রশাসন। এদিন আরামবাগ মহকুমা সেচ দপ্তর ও খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের আধিকারিকরা খানাকুলের বন্দর এলাকার জেলেপাড়া, সামন্তপাড়া, বেড়াপাড়া-সহ বিভিন্ন নদীবাঁধ এলাকা ঘুরে দেখেন। নদীর জল বাড়লেও যাতে এলাকার সুরক্ষিত থাকে সেই সব বিষয় খতিয়ে দেখেন তারা। উল্লেখ্য, আরামবাগ মহকুমার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বন্যা প্রবণ হল খানাকুল দুই নম্বর ব্লক। বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার পাশাপাশি জলাশয়গুলি থেকে জল ছাড়লেই খানাকুল দুই ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। বন্দর, ধান্যগোরী, ঘোরাদহ, সাবলসিংহপুর, জগৎপুর, নন্দনপুর, রাজহাটি, ঠাকুরানিচক সহ বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়। ২০২১ সালের বন্যার ভয়াবহ ঘটনা এখনও ভুলতে পারেনি মানুষ। তাই সরকার আরামবাগ মাস্টার প্লানের মাধ্যমে মহকুমা জুড়ে নতুন করে বাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু করে। দ্বারকেশ্বর নদী থেকে শুরু করে মুন্ডেশ্বরী, দামোদর নদী, রূপনারায়ণ নদীর বাঁধ সংস্কার হয়। যদিও বেশ কিছু জায়গায় বাঁধ সংস্কারের কাজ একেবারেই দায়সারা হয়েছে বলে যেমন অভিযোগ উঠেছে তেমনি কোথাও আবার বাঁধ সংস্কারের নামে কেবল বালির বস্তা ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ। তাই ওই সব নদীবাঁধ এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ রয়েছে। বিশেষ করে যে সব এলাকা বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছিল সেই এলাকার মানুষের দাবি, নদীর হানাগুলিকে আরও মজবুত ও আধুনিক পদ্ধতিতে বাঁধা উচিত ছিল। মঙ্গলবার ও বুধবার মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় দ্বারকেশ্বর নদীতে জল বাড়ে। এই বিষয়ে আরামবাগ মহকুমা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিক রবীন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, দ্বারকেশ্বর নদীতে জল এসেছে। তবে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। আমরা নজরদারি চালাচ্ছি। অপরদিকে আরামবাগ মহকুমা সেচ দপ্তরের আধিকারিক দীনবন্ধু ঘোষ বলেন, আরামবাগ সেচ দপ্তর ও খানাকুল দুই নম্বর ব্লক যৌথভাবে বন্দর এলাকার নদীবাঁধ খ তিয়ে দেখা হয়েছে। এখন কোনও বিপদজনক পরিস্থিতি নেই। প্রশাসন সজাগ আছে। অপরদিকে, খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের জয়েন বিডিও অনীত নন্দী বলেন, যৌথভাবে বাঁধের বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়। বিশেষ করে বন্দরের জেলাপাড়ার পরিস্থিতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সবমিলিয়ে দ্বারকেশ্বর নদীতে জল বাড়তেই আরামবাগ প্রশাসনের তৎপরতা তুঙ্গে।

## দুই ওয়ার্ডে দু'টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান

**বনস্পতি দে**

**উত্তরপাড়া:** দীর্ঘদিনের দাবি মত উত্তরপাড়া পুরসভার দুটি ওয়ার্ডে বুধবার দুটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন হলো। উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে এই দুই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ যাদব। একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন হলো এই পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে বিধান পার্ক সংলগ্ন এলাকায় অপর স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি উদ্বোধন হয় এই পুরসভার ২১ নম্বর সিআইসি প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী ইন্দ্রজিৎ ঘোষ ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অর্ণব রায় উপস্থিত ছিলেন পুরসভার ইও সাহেব, কেএমডিএ-এর প্রতিনিধি এক ইঞ্জিনিয়ার পুরসভার মেডিক্যাল অফিসার সহ বিশিষ্টরা। বুধবার আসল চাবি ও রেপ্লিকা চাবি তুলে দেওয়া হয় উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যানের হাতে কে এম ডি এর পক্ষ থেকে। দুই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ফিতা কেটে উদ্বোধন করলেন উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ



ওয়ার্ডে দু'নম্বর মাখলা রায়পাড়া জলের ট্যাংকের পাশে। জানা গেল কেএমডিএ এই দুটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র দুই জায়গায় তৈরি করে উত্তরপাড়া পুরসভার হাতে তুলে দিল। এই দুই স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবার থেকে পরিচালনা করবে, উত্তরপাড়া পুরসভা। হিন্দমোটরে ৭ নম্বর ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য কেন্দ্র উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রীমতি ডলি ঘোষ যাদব, কাউন্সিলর অজয় সিং, ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অর্ণব রায়। অপরদিকে এই পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য কেন্দ্র উদ্বোধনের সময় ছিলেন শ্রী দিলীপ যাদব ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মন্ডল তিনি স্থানীয় কাউন্সিলর উত্তরপাড়া পুরসভার যাদব। পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন কেএমডি এর পক্ষ থেকে দুই ওয়ার্ডে দুটো স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি করে উত্তরপাড়া পুরসভার হাতে তুলে দেওয়া হল কয়েকদিনের মধ্যে এই দুটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু হয়ে যাবে। রোজই ডাক্তার বসবেন এখানে। এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রক্ত পরীক্ষা প্যাথলজি পরীক্ষা সহ নানাবিধ পরীক্ষা টিকা করন হবে এখানে এলাকার সাধারণ মানুষ এখানে চিকিৎসা করাতে পারবে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এই দুই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা হবে তাদের এখন থেকে আর দূরে চিকিৎসা করাতে যেতে হবে না যাবতীয় ওষুধধ এখানে পাওয়া যাবে।


GPT group

**জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড**
রেজিস্টার্ড অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬
CIN- L20103WB1980PLC032872, ফোন-০৩৩ - ৪০৫০ ৭০০০
ই-মেল- gil.cosec@gptgroup.co.in, ওয়েবসাইট- www.gptinfra.in

**৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ** (লক্ষ টাকায়)

| | বিবরণ | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত | | বর্ষ সমাপ্ত |
|---|---|---|---|---|
| | | ৩০.০৬.২০২৩ | ৩০.০৬.২০২২ | ৩১.০৩.২০২৩ |
| | | পুনরীক্ষিত | পুনরীক্ষিত | নিরীক্ষিত |
| ১ | কার্যাদি থেকে মোট আয় | ২৩,৫৮৯.৭৮ | ১৮,৭৯০.৯৩ | ৮০,৯১৪.৫৫ |
| ২ | নিট লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে | ১,৬৮২.৭২ | ৯৫২.৫৭ | ৩,৭২০.১৬ |
| ৩ | নিট লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে | ১,৩২৩.৬৭ | ৭৯০.৯৬ | ৩,১৩৯.৬৯ |
| ৪ | বর্ষের জন্য মোট ব্যাপক আয় | ১,০৭৮.১২ | ৫৩৯.১৭ | ২,৯৬২.৩২ |
| ৫ | ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটির ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন | | | ৫,৮১৭.২০ |
| ৬ | মজুত (পুনর্মুল্যায়ন মজুত ব্যতীত) | | | ২১,৮৯৫.১০ |
| ৭ | শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)* মৌলিক এবং মিশ্রিত | ২.২৮* | ১.৩৬* | ৫.৪০ |

১ স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের অতিরিক্ত তথ্য নিম্নে বর্ণনা করা হল - (লক্ষ টাকায়)

| বিবরণ | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত | | বর্ষ সমাপ্ত |
|---|---|---|---|
| | ৩০.০৬.২০২২ | ৩০.০৬.২০২১ | ৩১.০৩.২০২২ |
| | অনিরীক্ষিত | অনিরীক্ষিত | নিরীক্ষিত |
| (ক) কার্যাদি থেকে মোট আয় | ২৩,৪৩০.১৯ | ১৮,৭৮৩.৪৯ | ৭৯,০০১.৮৩ |
| (খ) লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে | ২,০৭৩.১৯ | ১,১১০.৭৩ | ৪,৬৫১.৪১ |
| (গ) লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে | ১,৫৫৮.১০ | ৮৩১.৩০ | ৩,৪৫৬.৭৭ |
| (ঘ) বর্ষের জন্য মোট ব্যাপক আয় | ১,৫৫৮.১০ | ৮৩১.৩০ | ৩,৪৫৮.১৫ |

২ উপরোক্তটি ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখের সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড এবং স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখের সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড এবং স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gptinfra.in-তেও পাওয়া যাবে।

৩ উপরিউক্ত সময়ে কোম্পানির কোনও ব্যতিক্রমী দফা ছিল না।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
ডি. পি. তাঁতিয়া
চেয়ারম্যান
DIN - 00001341

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ২ অগস্ট, ২০২৩



**ফর্ম নং এনসিএলটি ৩এ**
আবেদন বিস্তারিত বিজ্ঞাপন
সিপি (আইবি)/ ২৪৯/কেবি/২০১৯
প্রগ্রেস কালটিভেশন লিমিটেড সম্পর্কিত
আবেদন বিজ্ঞপ্তি

আবেদন ২০১৬ ("**কোড**") ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে সংশ্লিষ্ট আই এ (আইবি) নং ৬৫৭/কেবি/২০২২ প্রথমে উপস্থাপিত হয় ২১.০৭.২০২২ তারিখে এবং কোডের ধারা ৬৬ অধীনে আই এ (আইবি) নং ৯১৫/কেবি/২০২২ তারিখে প্রথম উপস্থাপিত ১৪.০৯.২০২২ তারিখে ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল,কলকাতা বেঞ্চ ("বেঞ্চ") সমীপে দাখিলকৃত প্রগ্রেস কালটিভেশন লিমিটেড, প্লট নং ৫৫, ফকির বাগান লেন, গোলাবাড়ি, হাওড়া- ৭১১১০১ এর বরখাস্ত বিকাশ হাওলাদার, অজয় দাস এবং অবিনাশ চন্দ্র বর্মা পরিচালকগণের বিরুদ্ধে। সংশ্লিষ্ট উক্ত আবেদনের শেষ শুনানি হয় ২৫.০৭.২০২৩ তারিখে যেখানে মহামান্য ট্রাইবুনাল পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেন ২১.০৮.২০২৩ তারিখ। যেকোনও ব্যক্তির প্রস্তাবিত আবেদনরে ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বা কেউ আবেদনের সমর্থন বা বিরোধিতা করতে চাইলে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ নিজ বা আইনজীবীর স্বাক্ষর এবং নাম এবং ঠিকানা সহ উক্ত আবেদনের শুনানির নির্ধারিত তারিখের অন্তত দুই দিন পূর্বে পৌঁছতে হবে।

পঙ্কজ কুমার কেডিয়া
প্রোগ্রেস কালটিভেশন লিমিটেডের লিকুইডেটর
১, আর এন মুখার্জি রোড, মার্টিন বার্ন
৬ষ্ঠ তল, রুম নং -৪, কলকাতা- ৭০০০০১
progress.liqd@gmail.com
তারিখ : ০৩.০৮.২০২৩ ফোন : ৮২৪০৭১৯১৫৮



**SALE NOTICE UNDER THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016**
**M/s. ROYALPET VANIJYA PRIVATE LIMITED (In Liquidation)**
**Liquidator's Address: 8, N. N. Mukherjee 3rd Lane**
**Uttarpara, Hooghly-712258, West Bengal**

The following Assets and Properties of M/s. ROYALPET VANIJYA PRIVATE LIMITED (In Liquidation) having CIN No. U51909WB2012PTC189048 forming part of Liquidation Estate are for sale by the Liquidator through e-auction on "AS IS WHERE IS," "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" as per details mentioned in the table below:

| Asset Description | Manners of Sale | Inspection Date | Date and Time of Auction | Reserve price Rs. In Lacs | EMD Amount (In Rs.) & Documents submission dead line |
|---|---|---|---|---|---|
| Loans and Advances | Standalone Basis | Before 24th August, 2023 | 28th August, 2023 (10.30 am to 4.30 pm) with unlimited extension of 5 minutes each. | 1.00 | 10,000 & on or before 26th August, 2023 |
| Sundry Debtors | Standalone Basis | Before 24th August, 2023 | 28th August, 2023 (10.30 am to 4.30 pm) with unlimited extension of 5 minutes each. | 1.00 | 10,000 & on or before 26th August, 2023 |

1. Interested applicants may refer to the COMPLETE E- AUCTION PROCESS INFORMATION DOCUMENT containing details of terms and conditions of online E-Auction, E-Auction Bid form, Eligibility Criteria, Declaration by Bidders etc., available at Linkstar Infosys Pvt. Ltd.'s website: **https://www.eauctions.co.in** and their E Mail: **admin@eauctions.co.in**.
2. The Liquidator has right to accept or cancel or extend or modify, etc. any terms and conditions of E-Auction at any time. He has right to reject any of the bid without giving any reasons. The Liquidator can cancel E-Auction at any time without giving any reason.
3. E-Auction platform: **www.eauctions.co.in** Interested bidders are requested to visit the above-mentioned websites and submit a bid document and tender document KYC to Liquidator.

Sd/-
Sudipta Ghosh, Liquidator
IBBI Reg. No: IBBI/IPA-001/IP-P00484/2017-18/10872
admin@eauctions.co.in (Process and Specific)
Cell No: 9230823033 / 7003384289

Place : Kolkata
Date : 03.08.2023



ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

**জোনাল অফিস : বহরমপুর**
পঞ্চাননতলা, মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ, পিন- ৭৪২ ১০১

**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪, [রুল-৮(১)]

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বেকার এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
**"আমরা সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারার বিধানএবং সেখানে প্রণীত বিধিমালার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজের উপর আপনার মুক্তির অধিকার সম্পর্কিত।"**

| ক্র. নং. | অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতা/ শাখার নাম | দাবি বিজ্ঞপ্তি ও দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ | দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়) | সম্পত্তির বিবরণ |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার : মেসার্স নাথ উদ্যোগ**<br>বি-৭/৩৫(এস), সেন্ট্রাল পার্ক, কল্যাণী, পিন- ৭৪১২৩৫,<br>**শ্রী রজত নাথ**<br>পিতা-প্রয়াত বীরেন চন্দ্র নাথ<br>**শ্রীমতী সুস্মিতা নাথ**<br>স্বামী- রজত নাথ<br>**শাখা: কল্যাণী আই ই শাখা** | ০৮.০৫.২০২৩<br>এবং<br>২৬.০৭.২০২৩ | **৫২,৩১,১৮২.০০ টাকা (বাহান্ন লক্ষ একত্রিশ হাজার একশো বিরাশি টাকা মাত্র)** এবং তার উপর সুদ। | জি-৪ বহুতল ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট নম্বর 'বি-জি' সমগ্র আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, গ্রাউন্ড ফ্লোরে কমবেশি ৮০০ (আটশত) বর্গফুট এবং ১০০০ (এক হাজার) বর্গফুট (দক্ষিণমুখী-পিছন দিকে) সুপার বিল্ট এলাকা, যার আছে তিনটি বেড রুম, একটি ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম, একটি রান্নাঘর এবং দুটি টয়লেট, সেইসঙ্গে রাস্তা, প্যাসেজ, গেট, সিঁড়ি ও লিফট পথের সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার এবং প্লট নং বি -৮/৬৭ সাব ব্লক নং বি-৮ ব্লক নং 'বি'-এর কল্যাণী টাউনশিপ, সাব ডিভিশন কল্যাণী, পোস্ট এবং থানা কল্যাণী অধীন, নদীয়া জেলায়, যা **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ৩০ ফুট চওড়া রোড, দক্ষিণ- বাড়ি নং বি-৮/৭৪, পূর্ব- বাড়ি নং বি-৮/৬৮, পশ্চিম বাড়ি নং বি-৮/৬৬ দ্বারা। |
| ২. | **ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার : শ্রী প্রবীর মন্ডল**<br>পিতা- পতিত পবন মন্ডল<br>ওয়ার্ড নং ২০, ইশ্বর গুপ্ত লেনের কাছে, রথতলা হাইওয়ে, গ্রাম কাঁচরাপাড়া, বুদ্ধপার্ক, কল্যাণী, পিন-৭৪১২৩৫।<br>**শ্রীমতী চৈতালী মন্ডল (জামিনদার),**<br>স্বামী- প্রবীর মন্ডল<br>**জনাব আশরাফ রহমান সেখ (জামিনদার)**<br>**শাখা: কল্যাণী আই ই শাখা** | ২৭.০৪.২০২৩<br>এবং<br>২৬.০৭.২০২৩ | **১৬, ২৩, ৮৭১.০০ টাকা (যোল লক্ষ তেইশ হাজার আটশো একাত্তর টাকা মাত্র)** এবং তার উপর সুদ। | একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট বিয়ারিং নং ই-০৪ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পঞ্চম তলায় প্রায় ৮৭৬.০০ বর্গফুট পরিমাপের সুপার বিল্ড আপ এলাকা, যার আছে দুটি বেড রুম, একটি রান্নাঘর, একটি হল কাম ডাইনিং রুম রয়েছে, দুটি টয়লেট, আনুপাতিক সিঁড়ি সহ একটি বারান্দা এবং নীচের জমি এবং গ্যারেজ বিয়ারিং নং এ-৫ গ্রাউন্ড ফ্লোরে কমবেশি ২৫০.০০ বর্গফুট বিল্ড আপ এলাকা পরিমাপের এবং সেইসঙ্গে সাধারণ এলাকার সমস্ত সুবিধা ভোগের অধিকার এবং কাঁচরাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে গ্রাম কাঁচরাপাড়া, রথতলা, পোস্ট- কাঁচরাপাড়া ও থানা- কল্যাণী নদীয়া জেলায় প্রবীর মন্ডলের নামে "চৈতালি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স" নামে ও শৈলীতে অবস্থিত যা **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে-অন্যের জমির প্লট, দক্ষিণে- শ্রী উত্তম কুমার পাল, পূর্বে - পঞ্চায়েত রোড এবং পশ্চিমে- ০৬ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ দ্বারা। |

তারিখ: ২৬.০৭.২০২৩
স্থান: কল্যাণী

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক



ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**
জোনাল অফিস চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল পোস্ট এবং জেলা - হুগলি,
পিন - ৭১২১০৩, ফোন : (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল : zochinsurah@indianbank.co.in

**পরিশিষ্ট - IV-A"**
**[ দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)]**
**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ**

**স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।**

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ২৩.০৮.২০২৩ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টের** মধ্যে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য।

| ক্র. নং | ঋণগ্রহীতার নাম/ শাখা | স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত | ক) দখলের ধরন<br>খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা<br>গ) সংরক্ষিত মূল্য<br>ঘ) ইএমডি পরিমাণ<br>ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ<br>চ) সম্পত্তির আইডি<br>ছ) বকেয়া পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ১. | মেসার্স আরামবাগ এন্টারপ্রাইজ<br>শাখা : আরামবাগ | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৮ শতক এবং তদস্থিত ভবন শ্রী অনন্ত খানের নামে উল্লেখ্য দলিল নং ৮৬৬/২০৭ তাং ৮.৩.২০১৭ জেএল নং ৪৩, এলআর খতিয়ান নং ১৩১৪, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১/৭৩৪, এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৮ শতক এবং তদস্থিত ভবন শ্রীমতি মুনমুন খানের নামে উল্লেখ্য দলিল নং ৮৬৭/২০১৭ তাং ৮.৩.২০১৭ জেএল নং ৪৩, এলআর খতিয়ান নং ১৩১৩, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১/৭৩৪ উভয় অবস্থিত মৌজা- মহেশপুর, গ্রাম- মায়াপুর ২, ব্লক-আরামবাগ, পো এবং থানা-আরাম বাগ, জেলা-হুগলি, পিন- ৭১২৪১৩ (প. ব.), মোট জমির পরিমাণ ১৬ শতক, শ্রেণি -বাস্তু, মায়াপুর ২ গ্রামপঞ্চায়েত অধীন। **চৌহদ্দি - পূর্বে**- অঙ্কিতা খানের সম্পত্তি, **পশ্চিমে**- সড়ক, **উত্তরে**- নিমাই অধিকারীর সম্পত্তি, **দক্ষিণে**- ৮ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত। | ক) স্বত্ব দখলীকৃত<br>খ) নেই<br>গ) ১,২২,৫৯,০০০ টাকা<br>ঘ) ১২,২৫,৯০০ টাকা<br>ঙ) ২০,০০০ টাকা<br>চ) IDIB50207678468A<br>ছ) ২,০০,২২,৩৬৯.০০ টাকা |
| | | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি বাস্তু জমি পরিমাণ ৩ শতক শ্রী অনন্ত খানের নামে উল্লেখ্য দলিল নং ৩৮০৩/২০০৮ তাং ২২.১০.২০০৮ অবস্থিত মৌজা- কানাইপুর, গ্রাম-বালি, পো- বালিদেবানগঞ্জ, ব্লক-আরামবাগ, থানা- গোঘাট, জেলা-হুগলি, পিন-৭১২৬১৬ (প. ব.), জেএল নং -১০৯, এলআর খতিয়ান নং ৫২৩, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৯৬৭, জমির পরিমাণ-৩ শতক, জমির শ্রেণি-বাস্তু (শালি থেকে রূপান্তরিত), **চৌহদ্দি- উত্তরে**- সফিকুল ইসলামের খালি জমি, **দক্ষিণে**- ৮ ফুট চওড়া সড়ক, **পূর্বে**- কামাল মল্লিকের খালি জমি, **পশ্চিমে**- ৮ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত। | ক) স্বত্ব দখলীকৃত<br>খ) নেই<br>গ) ৫,৮৫,০০০ টাকা<br>ঘ) ৫৮,৫০০ টাকা<br>ঙ) ১০,০০০ টাকা<br>চ) IDIB50207678468B<br>ছ) ২,০০,২২,৩৬৯.০০ টাকা |
| ২. | মেসার্স জানা ফুড প্রোডাক্টস<br>শাখা : আরামবাগ | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ০.০৫ একর বা ৪.০০ শতক কমবেশি, শ্রেণি- দোকান, মৌজা- বিষ্ণুবাটী, জেএল নং ১৯, এলআর খতিয়ান নং ১২৩০, আরএস প্লট নং ৬৫০, এলআর প্লট নং ৯৪৫, সন্তোষপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন পো-ভাটা, থানা-তারকেশ্বর, জেলা- হুগলি উল্লেখ্য দলিল নং ৯৫৫-২০০৬ সালের, তারিখ ২২.০২.২০০৬ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর -হরিপাল, অশিত কুমার জানার নামে সমুদয় সম্পত্তি। | ক) প্রতীকী<br>খ) নেই<br>গ) ১২,০০,০০০ টাকা<br>ঘ) ১,২০,০০০ টাকা<br>ঙ) ১০,০০০ টাকা<br>চ) IDIB50294568951A<br>ছ) ৭৪,৬৮,৬৯৩.০০ টাকা |
| | | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ৭ শতক কমবেশি, শ্রেণি- বাস্তু, মৌজা- গয়েশপুর, জেএল নং ১৮, আরএস খতিয়ান নং ১১৯, এলআর খতিয়ান নং ৬৫৬, আরএস প্লট নং ৬৩১, এলআর প্লট নং ৭১১, সন্তোষপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো-ভাটা, থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলি উল্লেখ্য দলিল নং ৪০০০-১৯৯৩ তারিখ ১৯.০৭.১৯৯৩ এবং দলিল নং ৭০০১-১৯৯৩ সালের তারিখ ১৯.০৭.১৯৯৩ উভয় সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-হরিপাল অসিত কুমার জানার নামে সমুদয় সম্পত্তি। | ক) প্রতীকী<br>খ) নেই<br>গ) ১১,২০,০০০ টাকা<br>ঘ) ১,১২,০০০ টাকা<br>ঙ) ১০,০০০ টাকা<br>চ) IDIB50294568951B<br>ছ) ৭৪,৬৮,৬৯৩.০০ টাকা |
| | | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি জমির পরিমাণ ৫.৬৫৬ শতক কমবেশি , শ্রেণি- বাস্তু, মৌজা- গয়েশপুর, জেএল নং ১৮, এলআর খতিয়ান নং ৬৬৭, আরএস প্লট নং ৬২৫, এলআর প্লট নং ৬৯৬, সন্তোষপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো-ভাটা, থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলি, উল্লেখ্য দলিল নং ৭২২-২০১৪ সালের তারিখ ২৬.০৩.২০১৪ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর -তারকেশ্বর, সুজিত সামন্তর নামে সমুদয় সম্পত্তি। | ক) স্বত্ব দখলীকৃত<br>খ) নেই<br>গ) ৫,৪৩,০০০ টাকা<br>ঘ) ৫৪,৩০০ টাকা<br>ঙ) ১০,০০০ টাকা<br>চ) IDIB50294568951C<br>ছ) ৭৪,৬৮,৬৯৩.০০ টাকা |

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ibapifin@mstcecommerce.com।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
**ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে** সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

**তারিখ : ০৩.০৮.২০২৩, স্থান : ব্যান্ডেল** **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**



**আইবিসি, ২০১৬-এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**
**হ্যানিম্যান হাউজিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড (ইন লিকুইডেশন )**
**লিকুইডেটরের অফিস- ফ্ল্যাট নং ৩, ৩য় তল, ৪০০বি/২এফ এন এস সি বোস রোড (বি/১ লক্ষ্মীনারায়ণ কলোনি) কলকাতা ৭০০০৪৭**

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যেমনটি নীচের সারণীতে দেখানো হয়েছে :
**হ্যানিম্যান হাউজিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড (ইন লিকুইডেশন)** এর মালিকানাধীন জমি সম্পত্তির লিকুইডেটর দ্বারা গঠিত লিকুইডেটর এস্টেটের অংশ বিক্রয়। এই বিক্রয় ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম https-://ncltauction.auctiontiger.net এর মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা **"যেখানে যেমন আছে এবং সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে** বিক্রয় হবে।

| ক্র. নং. | সম্পদের বিবরণ (জমির অংশ/ প্লট সমন্বিত সিডির অবস্থান) | বিক্রয় পদ্ধতি | পরিদর্শনের তারিখ | অকশনের তারিখ ও সময় | সংরক্ষিত মূল্য টাকায় | ইএমডি পরিমাণ এবং নথি জমা দেওয়ার সময়সীমা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | মৌজা -আগায়া, মঞ্জুরা এবং দধিমুখা জেএল নং ১৮৬, ১৮৭ এবং ১৮৯ যথাক্রমে একে অপরের সঙ্গে সংলগ্ন, থানা-বাঁকুড়া, জেলা-বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ। | সাধারণ বিক্রয় ৭২৩.৮৫+৩৯৬.৯২ + ৪৬৩.৫৯= **১৫৮৪.৩৬** ডেসিমেল (কমবেশি দলিল অনুযায়ী) | ৫ই অগাস্ট ২০২৩ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ এর মধ্যে | ১০ই অগাস্ট ২০২৩, ১৩.৩০ ঘন্টা থেকে ১৫ ঘন্টা ## | ₹১,৯১,৮১,০০০/- | ₹১৯,১৮,১০০/- আরটিজিএস এর মাধ্যমে জমা করতে হবে ৮ই আগস্ট ২০২৩ |
| ২. | মৌজা - মাবারকপুর, জেএল নং ২৩৪, থানা-বাঁকুড়া, জেলা-বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ। | সাধারণ বিক্রয় **৬৭৮.১৫** ডেসিমেল (কমবেশি দলিল অনুযায়ী) | ৭ই অগাস্ট ২০২৩ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ এর মধ্যে | ১১ই অগাস্ট ২০২৩, ১৩.৩০ ঘন্টা থেকে ১৫ ঘন্টা ## | ₹ ৯৬,৫৫,০০০/- | ₹ ৯,৬৫,৫০০/- আরটিজিএস এর মাধ্যমে জমা করতে হবে ৯ই আগস্ট ২০২৩ |
| ৩. | মৌজা- মৌজা-কান্তাদি, জেএল নং ৯০, থানা-অর্শ, জেলা - পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ। | সাধারণ বিক্রয় **৩৫৩৪.০৭** ডেসিমেল (কমবেশি দলিল অনুযায়ী) | ৮ই অগাস্ট ২০২৩ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ এর মধ্যে | ১২ই অগাস্ট ২০২৩, ১৩.৩০ ঘন্টা থেকে ১৫ ঘন্টা ## | ₹১,৪৪,৪৪,০০০/- | ₹১৪,৪৪,৪০০/- আরটিজিএস এর মাধ্যমে জমা করতে হবে ১০ই আগস্ট ২০২৩ |
| ৪. | মৌজা- বিরুডিহা, থানা-কাঁকসা, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। | সাধারণ বিক্রয় **৫২** ডেসিমেল (কমবেশি দলিল অনুযায়ী) | ৯ই অগাস্ট ২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত | ১৩ই অগাস্ট ২০২৩, ১৩.৩০ ঘন্টা থেকে ১৫ ঘন্টা ## | ₹ ৮,১০,০০০/- | ₹ ৮১,০০০/- আরটিজিএস এর মাধ্যমে জমা করতে হবে ১১ই আগস্ট ২০২৩ |
| ৫. | মৌজা- মানিকারা, থানা-কাঁকসা, জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। | সাধারণ বিক্রয় **৭০৪.৫** ডেসিমেল (কমবেশি দলিল অনুযায়ী) | ১০ই অগাস্ট ২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০ এর মধ্যে | ১৬ই অগাস্ট ২০২৩, ১৩.৩০ ঘন্টা থেকে ১৫ ঘন্টা ## | ₹১,৯৩,৬৮,০০০/- | ₹ ১৯,৩৬,৮০০/- আরটিজিএস এর মাধ্যমে জমা করতে হবে ১৩ই আগস্ট ২০২৩ |
| ৬. | মৌজা- কেন্দুয়া, থানা-ফরিদপুর, জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। | সাধারণ বিক্রয় **১২৭৮.৭৫** ডেসিমেল (কমবেশি দলিল অনুযায়ী) | ১১ই অগাস্ট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত | ১৭ই অগাস্ট ২০২৩, ১৩.৩০ ঘন্টা থেকে ১৫ ঘন্টা ## | ₹ ২,৫৯,২৪,০০০/- | ₹২৫,৯২,৪০০/- আরটিজিএস এর মাধ্যমে জমা করতে হবে ১৪ই আগস্ট ২০২৩ |
| ৭. | মৌজা-চাঁপাবন্দী, থানা-ফরিদপুর, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। | সাধারণ বিক্রয় **১১৩৮** ডেসিমেল (কমবেশি দলিল অনুযায়ী) | ১৪ই অগাস্ট ২০২৩, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত | ১৮ই অগাস্ট ২০২৩, ১৩.৩০ ঘন্টা থেকে ১৫ ঘন্টা ## | ₹ ৮৯,১৯,০০০/- | ₹৮,৯১,৯০০/- আরটিজিএস এর মাধ্যমে জমা করতে হবে ১৬ই আগস্ট ২০২৩ |

প্রসেস মেমোরেন্ডাম অনুযায়ী ইনক্রিমেন্টাল বিডের পরিমাণ।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ, যেমন দাগ নম্বর ইত্যাদি **নিলাম সাইট https://ncltauction.auctiontiger.net** এ **প্রসেস মেমোরেন্ডাম** থেকে দেখা যেতে পারে
**দ্রষ্টব্য- https://wbregistration.gov.in থেকে লক্ষ্য করা গেছে যে নির্দিষ্ট ব্যক্তিরা সিআইআরপি-এর পরে স্থগিত বা যথাক্রমে ২৬-০৪-২০১৮ এবং ২৯-১০-২০১৮ এর পরে ডিসচার্জ হওয়া সত্ত্বেও পরিচালকদের দ্বারা সম্পাদন বা তাদের অনুমোদনের ভিত্তিতে নিবন্ধিত দলিল পেয়েছেন এবং আরও, 'আন্ডার সিআইআরপি' বা 'ইন লিকুইডেশন' শব্দ যোগ না করে বিক্রেতার নামে একটি ভুল বর্ণনা রয়েছে। রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯০৮-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে এই ধরনের কাজগুলির কোনও আইনি বৈধতা নেই - রেজিস্ট্রেশন এমন কোনও উপকরণের বৈধতা প্রদান করে না যা অন্যথায় আল্ট্রা ভাইয়ারস বা অবৈধ বা প্রতারণামূলক।**
**## প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন থাকবে।**

১. আগ্রহী আবেদনকারী অনলাইন ই-নিলাম, ই-অকশন বিড ফর্ম, যোগ্যতা, মাপকাঠি, দরদাতা কর্তৃক ঘোষণা, ইএমডি প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির শর্তাবলী সম্বলিত সম্পূর্ণ ই-অকশন প্রক্রিয়া তথ্য মেমোরেন্ডাম দেখতে পারেন ৫ই আগস্ট ২০২৩ তারিখ সকাল ১১.০০ টা থেকে ১৮ই আগস্ট ২০২৩ তারিখ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত সেবা প্রদানকারী ওয়েব পোর্টাল অর্থাৎ মেসার্স অকশন টাইগার এর ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https:-//ncltauction.auctioger.net তে অথবা ই-মেইল raoka55@gmail.com এবং ই অকশন প্ল্যাটফর্ম https:-//ncltauction.auctiontiger.net এ লিখুন এবং প্রক্রিয়া অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন শ্রী প্রবীণকুমার থেভার praveen.thevar@Auctiontiger.net ID 079 6813 6854 । মো- ৯৭২ ২৭৭ ৮৮২৮। সম্পত্তি সংক্রান্ত প্রশ্ন বা ফিজিক্যাল পরিদর্শন করার জন্য, আগ্রহী আবেদনকারীরা শ্রী রুদ্রজিৎ ভট্টাচার্য বা মিস নিবেদিতা মাইতি, মোবাইল নং ৯৪৩২৫ ০৫২০০ -এ কল করতে পারেন।
২. হ্যানিম্যান হাউজিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড (ইন লিকুইডেশন) অ্যাকাউন্ট # 000605034375 IFSC ICIC0000006 (প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টের নাম ছোট করা হতে পারে) এ আরটিজিএস করতে হবে।
৩. **২৬শে এপ্রিল ২০১৮ তারিখে বা তার পরে দেখানো যেকোন জমির রেজিস্ট্রেশন এবং এমনকি মিউটেশনগুলি কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস (সিআইআরপি) শুরু হওয়ার কারণে যা ২৯ অক্টোবর ২০১৮-এ লিকুইডেশনের আদেশে শেষ হয়েছে তা রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ দ্বারা অবৈধ বলে স্পষ্ট করা হয়েছে তা ওয়েবসাইট এ দেখানো হয়েছে ।**
৪. **লিকুইডেটর শুধুমাত্র আর্থিক পাওনাদার হয়ে প্লট বরাদ্দের জন্য আমানতকারীদের কাছ থেকে দাবি পেয়েছে। পাওনাদারদের অন্য কোন শ্রেনী কখনও কোন দাবি জমা দেয়নি। তাই জমির যে কোনো বসতি স্থাপনকারীকে অননুমোদিত দখলদার বলে গণ্য করা হয় এবং এই ধরনের বাধা অপসারণের জন্য প্রশাসনিক সহায়তা চেয়ে ট্রাইব্যুনালের কাছে আবেদন করা হচ্ছে।**
৫. লিকুইডেটর যে কোন সময়ে ই-নিলামের যে কোন শর্তাবলী গ্রহণ বা বাতিল বা প্রসারিত বা পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনো বিড প্রত্যাখ্যান করার অধিকার তাঁর আছে।
৬. ইচ্ছুক দরদাতা তাদের বিডগুলি আলাদাভাবে জমা দিতে পারেন কারণ এটি বিভিন্ন তারিখে বিডগুলিতে অংশগ্রহণ করা সুবিধাজনক হবে, যদিও ঘোষণা, হলফনামা প্রতিটি দরপত্রের উল্লেখ করে একক সেটে দেওয়া যেতে পারে।
৭. ইচ্ছুক দরদাতাদের, তাদের দর জমা দেওয়ার আগে স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত, এবং তাদের নিজস্ব খরচে সম্পত্তি পরিদর্শন করে নিজেদের সন্তুষ্ট করতে হবে। বিক্রয় শেষ হওয়ার পরে লিকুইডেটর এই বিষয়ে কোন অভিযোগ গ্রহণ করবেন না। এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে কোনো ভুল বিক্রয়কে ক্ষতিগ্রস্থ করবে না।

স্বা/-
আনন্দ রাও কোরাদা
লিকুইডেটর
রেজি নং- IBBI/IPA002/IP-N00286/2017-18/10844
(মো)-৯৮৭৪২৬৪৬৪৭, ই-মেইল- raoka55@gmail.com

তারিখ- ২ রা অগাস্ট ২০২৩
স্থান- কলকাতা

## সাংসদদের আচরণে অখুশি

# লোকসভার অধিবেশন 'বয়কট' করলেন স্পিকার ওম বিড়লা



**নয়াদিল্লি, ২ অগস্ট:** লাগাতার বিক্ষোভ। অনড় মনোভাব সরকার-বিরোধী দুই শিবিরেরই। যার জেরে সংসদে টানা অচলাবস্থা। এই পরিস্থিতিতে অখুশি লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। নজিরবিহীনভাবে আপাতত লোকসভার অধিবেশনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

চলতি বাদল অধিবেশনে এ পর্যন্ত সেভাবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সেই প্রথম দিন থেকে মণিপুর ইস্যু নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে চলেছে বিরোধীরা। যার জেরে কোনও বিল নিয়ে কোনওরকম আলোচনাই হচ্ছে না। সরকারপক্ষ কার্যত একপাক্ষিকভাবেই নিজেদের মতো বিল পাশ করাচ্ছে। এই অচলাবস্থা কাটাতে তিনি উদ্যোগীও হয়েছিলেন। নিজের উদ্যোগে সরকার-বিরোধী দুই পক্ষের সঙ্গেই কথা বলেছেন স্পিকার ওম বিড়লা। কিন্তু তাতেও অচলাবস্থা কাটেনি।

সূত্রের দাবি, সরকার এবং বিরোধী পক্ষের সাংসদদের এই অনড় মনোভাবে বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ স্পিকার। ক্ষোভে এবং অসন্তোষে আপাতত সংসদের কাজকর্ম পরিচালনা থেকে নিজেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। তাঁর পরিবর্তে ডেপুটি স্পিকাররা অধিবেশন সামলাবেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বুধবারও স্পিকার ওম বিড়লাকে লোকসভায় দেখা যায়নি। এভাবে সাংসদদের উপর বিরক্ত হয়ে খোদ স্পিকারের অধিবেশন বয়কট করাটা ভারতীয় রাজনীতিতে বিরল।

সংবাদসংস্থা এএনআই সূত্রের দাবি, মঙ্গলবার দিল্লি বিল পাশ হওয়ার সময় একইসঙ্গে বিরোধী শিবির এবং ট্রেজারি বেঞ্চ দুই শিবিরের আচরণে মানসিকভাবে আঘাত পেয়েছেন স্পিকার। তিনি মনে করছেন, সরকার এবং বিরোধী দুই শিবিরেরই স্পিকারের পদের প্রতি আরও সম্মান প্রদর্শন করা উচিত ছিল। স্পিকার যে সাংসদদের আচরণে অসন্তুষ্ট সেটা দুই শিবিরকেই জানিয়ে দেওয়া বলে খবর।

# জি-২০ সম্মেলনে বিশ্বে নারী উন্নয়নের বার্তা দিলেন মোদি



**গান্ধিনগর, ২ অগস্ট:** 'নারীর উন্নয়নই বিশ্বের উন্নয়ন', জি-২০ সামিটে এই বার্তাই দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নারী ক্ষমতায়নই যে দ্রুত উন্নয়নের পথ, বিশ্বমঞ্চে সে কথাই তুলে ধরেন তিনি।

বুধবার নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে গান্ধিনগরে আয়োজিত জি-২০ সামিটে মোদি নারী শিক্ষা, নারী উন্নয়ন নিয়ে একাধিক বার্তা দেন। নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। এদিন ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানান, 'ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আমাদের অনুপ্রেরণা। সাধারণ তপসিলি পরিবার থেকে এসে বর্তমানে তিনি বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।' নারী অধিকার ও উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ভারতের সংবিধান সব নাগরিকদের সমান ভোটাধিকার প্রদান করে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশ উন্নয়ন-সহ সর্বক্ষেত্রে দেশের নির্বাচিত মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। অতিমারি পরিস্থিতিতে মহিলারাও সকলের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন। তাঁরাও মাস্ক, স্যানিটাইজার তৈরি করেছিলেন যা সেই সময় সংক্রমণ আটকাতে ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। করোনাকালে ৮০ শতাংশ মহিলা জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।'

## আতিকের বন্দুকের গুলিতেই মৃত্যু হয় উমেশ পাল এবং দুই দেহরক্ষীর

**লখনউ, ২ অগস্ট:** নিহত 'গ্যাংস্টার' আতিক আহমেদের বন্দুকের গুলিতেই মৃত্যু হয়েছিল উমেশ পাল এবং তাঁর দুই দেহরক্ষীর। এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল ফরেন্সিক রিপোর্টে। ফরেন্সিক রিপোর্ট অনুযায়ী, আতিকের পিস্তলের গুলিতেই উমেশ ও দুই দেহরক্ষীর মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া কার্তুজ এবং উমেশ পালের শরীরে আটকে থাকা গুলি পরীক্ষা করার পর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে বলে সরকারি সূত্রে খবর। এবার ফরেন্সিক রিপোর্ট থেকেও তা স্পষ্ট হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

উমেশ হত্যাকাণ্ডে আতিকের বন্দুক ব্যবহার করা হলেও গুলি চালিয়েছিলেন আতিক পুত্র আসাদ আহমেদ। পুলিশ সূত্রে খবর, আতিক ও আশরফকে হেপাজতে নেওয়ার পর কাসারি মাসারির নাতে তিরাহে এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানই একটি ভাঙা বাড়ি থেকে কোল্ট পিস্তলটি উদ্ধার হয়। সেই বন্দুকের গুলির সঙ্গে আতিকের শরীরে আটকে থাকা গুলি পরীক্ষা করে দেখা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, পরীক্ষার পর নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়েছে যে, উমেশ এবং তাঁর সুরক্ষায় থাকা দুই বন্দুকধারী এই পিস্তল থেকে ছোড়া গুলিতেই মারা যান।

# ফের কুনো জাতীয় উদ্যানে মিলল চিতার দেহ

**ভোপাল, ২ অগস্ট:** ফের মৃত্যু হল চিতার, মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে। এই নিয়ে গত পাঁচ মাসে নবম চিতার মৃত্যু হল। বুধবার কুনো জাতীয় উদ্যানের পার্কের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এদিন সকালে ধত্রি নামে এক মহিলা চিতার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি। তার জন্য দেহের ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে। ২০২২-এর সেপ্টেম্বরে, মোদি সরকারের 'প্রোজেক্ট চিতা'র আওতায় নামিবিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মোট ২০টি প্রাপ্তবয়স্ক চিতা আনা হয়েছিল। কুনো জাতীয় উদ্যানে তাদের রাখা হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল ভারতে নতুন করে চিতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা। প্রসঙ্গত, প্রায় সাত দশক আগে ভারত থেকে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল চিতা।

কুনো জাতীয় উদ্যানে আফ্রিকা থেকে আসা চিতাগুলি চারটি শাবকের জন্মও দিয়েছিল। তবে, গত কয়েক মাসে একের পর এক চিতার মৃত্যু হয়েছে। চার শাবকের মধ্যে তিনটিরই মৃত্যু হয়েছে। গত মাসেও মাত্র চার দিনের ব্যবধানে কুনো জাতীয় উদ্যানে দুটি পুরুষ চিতার মৃত্যু হয়েছিল। ১১ জুলাই মৃত্যু হয়েছিল তেজসের, আর ১৪ জুলাই সুরজ নামে আরও একটি চিতার।

> **এদিন সকালে ধত্রি নামে এক মহিলা চিতার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি। তার জন্য দেহের ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে।**

এই চিতাগুলির মৃত্যুর পিছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তেজসের দেহের ময়নাতদন্তে জানা গিয়েছিল, এক মহিলা চিতার সঙ্গে তার তীব্র লড়াই হয়েছিল। সেই লড়াইয়ের মানসিক এবং শারীরিক আঘাত থেকে আর সুস্থ হয়ে উঠতে পারেনি সে। এই লড়াই-এর পাশাপাশি বিভিন্ন রোগ, কুনো জাতীয় উদ্যানের ছাড়ার আগে এবং পরে ঘটা দুর্ঘটনা, শিকার করতে গিয়ে পাওয়া আঘাতের মতো বিভিন্ন কারণে মৃত্যু হয়েছে চিতাগুলির।

অন্যান্য প্রাণীর আক্রমণ এবং হিটস্ট্রোককেও চিতাগুলির মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ হিসেবে মনে করেন পশু চিকিৎসকরা। চিতাগুলির শরীরে রেডিও কলার ব্যবহার নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। একাংশের চিতা বিশেষজ্ঞদের মতে, এই কলারগুলি বর্ষাকালে একটানা ভিজে থাকার ফলে চিতাদের ত্বকে সংক্রমণ হচ্ছে। এই সংক্রমণগুলি থেকে সেপ্টিসেমিয়া বা রক্তের গুরুতর সংক্রমণ হচ্ছে চিতাগুলির।

## অগ্নিগর্ভ হরিয়ানায় বিতর্ক বাড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী খট্টর



**চণ্ডীগড়, ২ অগস্ট:** হরিয়ানার নুহ জেলায় ধর্মীয় মিছিলকে ঘিরে গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনায় গত দু'দিনে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত বহু। উত্তেজনার আগুন এখনও নেভেনি। এই অবস্থায় বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর বিতর্ক বাড়ালেন। তাঁর কথায়, 'সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব না।' পুলিশ কিংবা সেনার দ্বারাও তা সম্ভব নয়। পাশাপাশি নাগরিকদের কাছে রাজ্যে শান্তি ফেরানোর আহ্বান জানান তিনি।

সোমবার বিজেপি শাসিত হরিয়ানার নুহ-তে 'ব্রিজ মণ্ডল জলাভিষেক যাত্রা'র আয়োজন করেছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। গুরুগ্রাম-আলোয়ার হাইওয়েতে মিছিলে বাধা দেয় একদল যুবক। তাঁরা মিছিল লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। তার জেরেই তুমুল অশান্তি শুরু হয়। সংঘর্ষের জেরে এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি হয়। গুজব ছড়ানোর আশঙ্কায় বন্ধ রাখা হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা।

অশান্তি ছড়ানোয় মঙ্গলবার ১১৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দায়ের হয়েছে ৪১টি এফআইআর। অশান্তির জেরে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। এদের মধ্যে দু'জন হোমগার্ড, মসজিদের এক ইমাম-সহ আরও তিনজন সাধারণ নাগরিক। নতুন করে মঙ্গলবার রাতে গুরুগ্রামে সংঘর্ষ ছড়িয়েছে। যার পর রাজধানী দিল্লিতেও সতর্কতা জারি করেছে পুলিশ।

বুধবার খট্টোর বলেন, 'পুলিশ হোক কিংবা সেনা। সকলকে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব না কারও পক্ষে।' পাশাপাশি হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী জানান, যাঁদের সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, তাদের ক্ষতিপূরণ দেবে সরকার। বলেন, 'সরকারি পোর্টালের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে পারবেন নাগরিকরা।'

# চিনা মাঞ্জা নিষিদ্ধ করা হল দিল্লিতে

**নয়াদিল্লি, ২ অগস্ট:** চিনা মাঞ্জার সুতো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিল দিল্লি সরকার। উৎসবের মরশুমের আগে যে কোনও রকমের ধারালো সুতোর বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাই সংশ্লিষ্ট সব বিভাগে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন।

দিল্লি সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, চিনা মাঞ্জা বা যে কোনও ধরনের কাচ লাগানো সুতোর উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিক্রি এবং ব্যবহার রাজধানীতে নিষিদ্ধ। পরিবেশমন্ত্রী দিল্লিবাসীর কাছে এই ধরনের সুতো ব্যবহার না করার অনুরোধও করেছেন। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

মন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, নিষেধাজ্ঞার পরেও চিনা মাঞ্জা কেউ বিক্রি করলে, বা কাউকে ওই সুতো ব্যবহার করতে দেখলে শাস্তি হিসাবে পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল এবং এক লক্ষ টাকার জরিমানা হতে পারে।

সামনেই উৎসবের মরশুম। স্বাধীনতা দিবস এবং রাখী পূর্ণিমা আসতে আর বেশি দেরি নেই। এই দিনগুলিতে উৎসবের উদ্যাপনের জন্য অনেকেই ঘুড়ি ওড়ান। ঘুড়ির লড়াইয়ে মেতে উঠতে মুখিয়ে আছেন অনেকেই। কিন্তু ঘুড়ি ওড়ানোয় সাধারণ সুতো ব্যবহারের পরামর্শই দিচ্ছে দিল্লি সরকার। চিনা মাঞ্জা ব্যবহার করে ঘুড়ি ওড়ালে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা থেকে যায়। ঝুঁকি এড়াতে তাই আগেভাগেই এই বিপজ্জনক সুতো নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

পরিবেশমন্ত্রী বলেন, '১৫ অগস্টের আগে পরে দিল্লিতে ঘুড়ি ওড়ানোর হিড়িক শুরু হয়। কিন্তু উৎসবের মেজাজে প্রতি বছরই দুর্ঘটনার সংখ্যাও পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। ২০১৭ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে দিল্লিতে চিনা মাঞ্জার ব্যবহার এবং বিক্রি নিষিদ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ কেউ ঘুড়ি ওড়ানোর সময় এগুলি ব্যবহার করেন। পশুপাখিরাও এই সুতোতে আটকে যায়।'

চিনা মাঞ্জায় এক দিকে যেমন দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে, অন্যদিকে তেমন এই মাঞ্জা পরিবেশের পক্ষেও অত্যন্ত ক্ষতিকর। এগুলির ব্যবহার বন্ধ করার জন্য প্রশাসনের তরফে প্রচার চালানো হচ্ছে।

# ইউক্রেন- রাশিয়া মধ্যস্থতা আনতে জেদ্দায় মহাবৈঠক, আমন্ত্রিত ভারতও

**কিয়েভ, ২ অগস্ট:** রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি অস্থিরতা তৈরি করেছে বিশ্বজুড়ে। গত বছর দুই প্রাক্তন সোভিয়েত দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় বিশ্বজুড়ে দেখা দেয় খাদ্যশস্যের অভাব। তার মধ্যে কৃষ্ণসাগরে ইউক্রেনীয় বন্দরে ভয়াবহ হামলা চালায় রাশিয়া। এহেন পরিস্থিতিতে মধ্যস্থতা করতে উদ্যোগী হয়েছে সৌদি আরব। চলতি মাসেই জেদ্দায় আন্তর্জাতিক স্তরে হতে চলা আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ভারতকেও।

প্রসঙ্গত, দেড় বছর পেরিয়ে গিয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের। আক্রমণ পালটা আক্রমণের ধারা অব্যাহত। এখনও পর্যন্ত দু'দেশের রক্তক্ষয়ী এই সংঘাত থামার কোনও লক্ষ্মণ দেখা যায়নি। এই লড়াইয়ের প্রভাব পড়েছে গোটা দুনিয়ায়। এক রিপোর্টে মোতাবেক, ইউক্রেনে রুশ হামলার জেরে খাদ্য, জ্বালানি বা আর্থিক, কোনও না কোনও সংকটের মুখে পড়তে হয়েছে ১৬০ কোটি মানুষকে। সম্প্রতি, কৃষ্ণসাগরে ইউক্রেনীয় বন্দরে রাশিয়ার হামলায় ধ্বংস হয়েছে ৬০ হাজার টন খাদ্যশস্য। এই আবহেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সমাধান সূত্র বের করতে সৌদি আরব এই উদ্যোগ নিয়েছে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী ৫ ও ৬ অগস্ট সৌদি আরবের জেদ্দায় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে রফা সূত্র খুঁজতে আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচনার ডাক দেওয়া হয়েছে। এই আলোচনায় আমেরিকা, ব্রাজিল, মিশর, মেক্সিকো, চিলি-সহ ৩০টি দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তালিকায় রয়েছে ভারতও। জানা গিয়েছে, এক প্রবীণ কূটনীতিককে জেদ্দায় পাঠাতে পারে বিদেশমন্ত্রক। উল্লেখ্য, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আবহে দুই দেশের প্রধানের সঙ্গেই কথা বলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুই দেশকেই শান্তিপূর্ণ সমাধানের কথা বলেছেন তিনি। তবে রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতার কারণে ভারত কখনই রাষ্ট্রসংঘে কিংবা কোনও আন্তর্জাতিক স্তরে রাশিয়ার বিপক্ষে কথা বলেনি।

অন্যদিকে, জেদ্দায় এই সম্মেলনে রাশিয়া কোনও প্রতিনিধি পাঠাবে কি না, সেই বিষয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। ফলে সৌদি আরবের এই উদ্যোগের ইতিবাচক কোনও ফল মিলবে কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়।

## পরিবারের মৃতপ্রায় সদস্যের সঙ্গে হিন্দিতে কথা, আমেরিকায় চাকরি গেল ভারতীয় বংশোদ্ভুতর!




**ওয়াশিংটন, ১৯ অগস্ট:** 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সাস নরওয়ে' ছবিটির কথা মনে আছে? বাস্তব ঘটনাই ফুটে উঠেছিল সেই ছবিতে। ভারতীয় সংস্কৃতি, রীতিনীতি মেনে সন্তানদের মানুষ করায় বিপাকে পড়েছিল চ্যাটার্জি পরিবার। নরওয়ে প্রশাসন কেড়ে নিয়েছিলেন বাঙালি পরিবারের সন্তানদের। অনেকটা তেমন ঘটনাই এবার ঘটল মার্কিন মুলুকে। ফোনে পরিবারের মুমুর্ষু রোগীর সঙ্গে হিন্দি ভাষায় কথা বলায় চাকরি খোয়ালেন ৭৮ বছরের ভারতীয় বংশোদ্ভুত এক ইঞ্জিনিয়ারের।

মার্কিন মুলুকের আলাবামায় এক নামী সংস্থার সিনিয়র সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন অনিল ভর্ষনী। একটি বিদেশি সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, অফিস চলাকালীন নিজের শ্যালকের সঙ্গে হিন্দিতে ভিডিও কলে কথা বলছিলেন তিনি। ভারতে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তিনি। কিন্তু সেই কথোপকথন শুনে ফেলেন এক সহকর্মী। এরপরই হিন্দিতে কথা বলার অভিযোগে চাকরি হারান অনিল। গত অক্টোবরে ঘটে এই ঘটনা। যার জন্য আইনি পদক্ষেপ করেছেন অনিল।

৭৮ বছরের চাকরিহারা অনিল জানান, ত্গত বছর ২৬ সেপ্টেম্বরের আমার শ্যালক কেসি গুপ্ত ভিডিও কল করেছিলেন। ভারতে মৃত্যুশয্যায় পড়েছিলেন তিনি। শেষবারের মতো কথা বলার জন্যই ফোন করেছিলেন।দ আর হয়তো কখনও কথা হবে না। এই ভাবনা থেকেই অফিসে থাকাকালীনই ফোনটি রিসিভ করেছিলেন তিনি। কিন্তু তার জন্য কাজে বিন্দুমাত্র গাফিলতি করেননি। তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র হিন্দিতে কথা বলার জন্য চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয় তাঁকে।

নিজের চাকরি জীবনে এই সংস্থা থেকেই সেরার পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। তা সত্ত্বেও যে কারণে তিনি চাকরি হারিয়েছেন, তা মেনে নিতে পারেননি। সেই কারণেই নিজের চাকরি ফিরে পেতে আইনি পদক্ষেপ করেছেন অনিল। পাশাপাশি সংস্থার থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণও চেয়েছেন। এখন দেখার এই ঘটনার জল কতদূর গড়ায়।

## এবার প্রত্যেকটি সিগারেটের জন্য ছাপা হবে সতর্কবার্তা

**ওটায়া, ২ অগস্ট:** প্রতিটি টানেই বিষ। ধূমপান ক্যানসারের কারণ। সিগারেটের প্যাকেটে এই কথা প্রত্যেকেই দেখতে পান। এবার একটি সিগারেটের গায়েও লেখা হবে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সতর্কবাণী। ঐতিহাসিক এই সিদ্ধান্ত নিল কানাডার সরকার। ওয়ার্ল্ড নো টোব্যাকো ডে উপলক্ষে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন কানাডার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ক্যারোলিন বেনেট। প্রসঙ্গত, বিশ্বের একমাত্র দেশ হিসাবে প্রত্যেক সিগারেটে সতর্কবার্তা ছাপতে চলেছে কানাডা।

দেশের যুবসমাজের মধ্যে ধূমপানের আসক্তি কমাতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে কানাডার প্রশাসন। তরুণ প্রজন্ম যেন ধূমপান না করেন, তা আটকাতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে সরকার। সেই জন্যই প্রত্যেকটি সিগারেটে সতর্কবার্তা ছাপার পরিকল্পনা রয়েছে। চলতি মাস থেকেই শুরু হবে নতুন করে সিগারেট তৈরির কাজ। সিগারেটের পেপারে আপাতত দু'টি কথা লেখা হবে বলে কানাডার সরকার সূত্রে জানা গিয়েছে। এবার থেকে কানাডায় তৈরি প্রত্যেকটি সিগারেটে লেখা থাকবে বেশ কয়েকটি কথা- 'সিগারেট ক্যানসারের কারণ', 'প্রতিটি টানে বিষ'। এহেন নানারকম সতর্কবাণী ছাপার পরে কেমন দেখতে হবে নতুন সিগারেট, তার ছবিও প্রকাশ করা হয়েছে সরকারের তরফে। শুধু সিগারেট নয়, পাশাপাশি ছোট সিগার, টিউব ও অন্যান্য টোব্যাকোর পণ্যেও এই সতর্কবার্তা ছাপা হবে বলে জানিয়েছে কানাডা সরকার। জানা গিয়েছে, আগামী বছরের এপ্রিল মাস থেকেই কানাডায় মিলবে সতর্কবাণী ছাপা টোব্যাকো পণ্য। জুলাই মাসে মিলবে বার্তা-সহ কিং সাইজ সিগারেট। প্রশাসনের অনুমান, ২০২৫ সালের মধ্যেই দেশের সমস্ত তামাকজাত পণ্যে সতর্কবার্তা ছাপার কাজ শেষ হয়ে যাবে। কানাডার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, তামাকজাত পণ্যের কারণে প্রতি বছর অন্তত ৪৮ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। তাই ধূমপান বন্ধের জন্য একগুচ্ছ নয়া আইন আনতে চলেছে সরকার।

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
Notice Inviting Tender
Tender Notice No. T-123/PW/Eng/2023 dated 31.07.2023
Memo No. 650/PW/Eng/2023 dated 31.07.2023
Please visit to website www.asansolmunicipalcorporation.net or www.wbtenders.gov.in. For details, intending contractors may also contact Eng. Dept. of this office and office Notice Board.
Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

OFFICE OF THE
MAHALANDI- II GRAM PANCHAYAT
Kandi Dev. Block Murshidabad
NIET No. 02/MHND-II GP/ 2023-24
NIET No. 03/MHND-II GP/ 2023-24
Dated: 02-08-2023
Last date of Dropping: - 11/08/2023 (up to 4.00 pm)
Date of Opening: - 14/08/2023 (at 2.00 pm)
Details of tender are available at wbtender.govt.in and office of the undersigned.
Sd/- Prodhan.
Mahalandi - II GP
Jibanti, Kandi, Murshidabad

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman
Application for empanelment as LBS-I & II, Structural Engineer I & II, Geotechnical-I & II for preparation of building plan at Guskara Municipality here by invited from the Engineers with qualification of Diploma in Civil Engineering & Degree in Civil Engineering as per Govt. norms. Application with all testimonial and mobile number are required within two calls on an interview. Date of interview will informed later. Last Date of Submission is 15 days from the date of publication of this advertisement up to 4.00 P.M. For details visit guskaramunicipality.co.in. Further corrigendum & addendum if issued will be published on the above website.
Sd/-
Chairman
Guskara Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার নং ঃ ডিসিই-সিওএন-I-০৭-ওএফ-২০২৩-২৪, তারিখ ৩১.০৭.২০২৩। ডেপুটি সিই/কন/১/পূর্ব রেলওয়ে/শিয়ালদহ, আরএমএস বিল্ডিং (৩য় তল), শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজে ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ ই-টেন্ডার নং ঃ ডিসিই-কন-I-০৭-ওএফ-২০২৩-২৪। কাজের নাম ঃ কৃষ্ণনগর–নবদ্বীপঘাটের মধ্যে গেজ রূপান্তর সংক্রান্ত কাজে কৃষ্ণনগরে ইয়ার্ড রিমডেলিংয়ের কাজ ও কৃষ্ণনগর–আমঘাটা লাইন রেস্টোরেশনের জন্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ পি.ওয়ে কাজ সম্পাদন। আনুমানিক মূল্যমান ঃ ২.৩২ কোটি টাকা। বায়না মূল্য ঃ ২,৬৬,০০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ নেই। কাজ শেষের সময়সীমা ঃ ০৫ মাস। খোলার তারিখ ঃ ২৪.০৮.২০২৩-এ দুপুর ৩টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে গ্রাহ্য না করে বাতিল করা হবে। (CON-46/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-জিএসইউ-ওটি-০৩-২০২৩-২৪, তারিখ ৩১.০৭.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জিএসইউ)/পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ কাজের বিবরণ ঃ সমস্ত আনুষঙ্গিক সহায়ক কাজ সমেত ঠাকুরনগরে পিএফ-১ ও ২-এর সম্প্রসারণ সমেত ৩য় লাইন নির্মাণের ব্যবস্থা ও বর্তমান প্ল্যাটফর্মের বিস্তৃতকরণ সমেত নতুন পিএফ নং ৩ নির্মাণ, ইএল বিল্ডিংয়ের কাজ। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৭৫,৯৩,৩৬৭ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ১,৫১,৯০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ ০.০০। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ ১৮ মাস। টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ ৩১.০৭.২০২৩। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৩.০৮.২০২৩ তারিখে দুপুর ২টা। টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৩.০৮.২০২৩ তারিখে দুপুর ২টার পর। টেন্ডার বিড জমা শুরুর তারিখ ঃ ০৯.০৮.২০২৩। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। (SDAH-137/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Nabagram Gram Panchayat
P.O.- Keyatala, P.S.- Baruipur, Dist.- South 24 PGS
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of different work(s) vide NIT No: 08/15th FC/NGP/2023-24, Date: 01.08.2023. Total Scheme: 03 nos. Tender ID: 2023_ZPHD_553198_1, 2023_ZPHD_553198_2, 2023_ZPHD_553198_3. Fund: 15th FC & all work completion time 45 days. Documents Download from: 01.08.2023 at 18:10 Hrs. to 08.08.2023 up to 18:00 Hrs. Date of Bid Submission: 01.08.2023 at 18:10 Hrs. to 08.08.2023 up to 18:00 Hrs. Date of Opening: 11.08.2023. For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-, Prodhan
Nabagram Gram Panchayat

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
দূরভাষ: ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৬৪১-০৮৩০
ওয়েবসাইট দেখুন: www.hmcgov.in
সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি
একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি, এইচএমসি এর শরৎ সদন এর বার্ষিক রক্ষনাবেক্ষণ কাজের জন্য ৫(পাঁচ) সংখ্যক দরপত্র আহ্বান করছেন। ইচ্ছুক দরপত্রদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, জিএসটি সার্টিফিকেট, পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ অফার জমা দিতে হবে।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শুরুর তারিখ: ০১.০৮.২০২৩ সন্ধ্যা ৫.০০ টা থেকে
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখ: ১৯.০৮.২০২৩ সন্ধ্যা ৫.০০ টা পর্যন্ত
অনুগ্রহ করে দেখুন: https://wbtenders.gov.in
১০৭(৩)২৩-২৪
০২.০৮.২০২৩
সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

e-Tender Notice
Chairperson, Board of Councillors. Dankuni Municipality invites Tender of Construction of Surface Drain in Ward No.-04, R.C.C. Culvert in Ward No.-14, Surface Drain in Ward No.- 15 under Dankuni Municipality (4 nos. Tender under UD&MA Dept. Works) for E-N.I.T. No.: WBMAD/DKM/CP/e-NIT-70/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-71/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-72/2023-24 and WBMAD/DKM/CP/e-NIT-73/2023-24. Bid Submission Closing Date (Online): 17/08/2023. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-Tender.
Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েত
(হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতি)
হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫
সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি
দরপত্র আহ্বান বিজ্ঞপ্তি নং 558/JGP/2023 তারিখ -31/07/2023
অত্র পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামে 15th FC তহবিল হইতে টিউবওয়েলের মালপত্র ক্রয়ের জন্য Online দরপত্র আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ: ০৫/০৮/২০২৩, ২.০০ টা পর্যন্ত।
Web Site: https://wbtenders. gov.in
স্বা/- প্রধান
জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েত

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT,
NORTH 24 PARGANAS
NIeT No.:WBMAD/BASIR/E-04 of 2022-23
(2nd Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for Construction of Concrete Road by the side of Durga Colony near H/o- Narayan Ghosh and MorolparaMosjid near Sunny Optical in ward no- 18 Under BM.e-Tender Start Date: 03/08/2023 at 9.00 AM. and Closing Date:11/08/2023 at 4.00 PM. For more information, visit: www.wbtenders.gov.in and www.basirhatmunicipality.in
Sd/-
Chairperson
Basirhat Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ডব্লু_এলএলএইচ_০৭_২০২৩-২৪, তারিখ ২৬.০৭.২০২৩। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ইলেক্ট, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য কারিগরী সামর্থ আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেন ঃ কাজের নাম ঃ ক্রিটিক্যাল ওয়ার্কস সেন্টারের জন্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন ওয়ার্কশপ বিএমএফ/বিজিবি নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ ১৭,৭৫,২২৭.৯০ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ৩৫,৫০০। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৮.০৮.২০২৩, দুপুর ২টা। ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in (MISC-103/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE
KANDI PANCHAYAT SAMITY
P.O.-Kandi, Dist.-Murshidabad, West Bengal, PIN-742137
NIeT No. 06/KPS/2022-2023
eTender is hereby invited from bonafide firms/contractor/companies/ Engineering co-ope for 1 no. water supply scheme with over headed reserver system and 1 no. building works under Kandi Panchayat Samity area and Tender Cost Rs.13,40 lakh to 15.49 lakh of the Executive Officer, Kandi Panchayat Samity for the project of 15th CFC (Tied Fund & Untied Fund)..
All others details will be available in the website http://wbtenders.gov.in & https://murshidabad.gov.in
Sd/- Executive Officer
Kandi Panchayat Samity
Kandi, Murshidabad

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
( A Govt. Undertaking )
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT-71 to 76/23-24 Dated- 02-08-2023
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at N24PGS, Bankura, Jalpaiguria and Alipurduar District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- 03-08-2023 after 9.00 am. Bid submission end date- 18-08-2023 before 6.00 pm as per NIeT.
Dater: 02.08.2023 Sd/- Executive Engiueer

W. B. AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
23B, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001
Website: www.wbagroindustries.com,
Email: wb.agro@wbaicl.com
Phone No. 2230-2314/2230-2315
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-12/23-24 dt. 02-08-2023
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-13/23-24 dt. 02-08-2023
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-14/23-24 dt. 02-08-2023
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-15/23-24 dt. 02-08-2023
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-16/23-24 dt. 02-08-2023
E-tenders are invited by the Executive Engineer for supply, Demonstration, Installation & Commissioning of different Agricultural Machineries/ Implements/ Equipments and Pre & Post Harvesting Machineries at Coochbehar, Burdwan, Purulia, Bankura & Jhargram from Bonafied Manufacturers/ Dealers/ Distributors/ Vendors/ Agency/ contractors fulfilling eligiblility criteria.
Bid Documents will be available from https://wbtenders.gov.in
Last Date for Submission: 23/08/2023 at 16:30 hrs.

# ওডিআই সিরিজ সেরা হয়েও নিজের খেলায় এখনও তৃপ্ত নন ঈশান কিশান

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পর পর তিনটি এক দিনের ম্যাচে অর্ধশতরান ঈশান কিশনের। তার পরেও নিজের ব্যাটিং নিয়ে খুশি নন ভারতীয় উইকেটরক্ষক। তৃতীয় ম্যাচে ৭৭ রান করেন ঈশান। কিন্তু ২৫ বছরের এই বাঁহাতি ব্যাটার মনে করেন, আরও বেশি রান করা উচিত ছিল তাঁর।

ত্রিনিদাদে প্রথমে ব্যাট করে ৩৫১ রান করে ভারত। চার জন ব্যাটার অর্ধশতরান করেন। ঈশান ছাড়াও শুভমন গিল (৮৫), হার্দিক পাণ্ড্য (৭০) এবং সঞ্জু স্যামসন (৫১) অর্ধশতরান করেন। কিন্তু ঈশান খুশি হতে পারছেন না। ভাল শুরু করেও শতরান হাতছাড়া করেছেন বলে মনে করছেন তরুণ ব্যাটার। ঈশান বলেন, তযে ভাবে শেষ করলাম তাতে খুশি নেই। ক্রিজে থিতু হয়ে যাওয়ার পর বড় রান করা উচিত ছিল। সিনিয়রেরা আমাকে সেটাই বলেছে। ক্রিজে টিকে থেকে বড় রান করা উচিত ছিল আমার। পরের বার সেই চেষ্টাই করব। ক্রিজে প্রথমে থিতু হব এবং বড় রান করব।দ

মহেন্দ্র সিংহ ধোনির পর ঝাড়খণ্ড থেকে আরও এক জন উইকেটরক্ষককে পেয়েছে ভারত। ঈশান মঙ্গলবার ক্রিজ থেকে বেরিয়ে এসে ক্যারিবিয়ান স্পিনার ইয়ানিক কারিয়াকে মিড অনের উপর দিয়ে খেলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বলটি ফসকে স্টাম্প আউট হয়ে যান তরুণ উইকেটরক্ষক। ঈশান বলেন, তআন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলতে গেলে প্রথমে ক্রিজে থিতু হওয়া জরুরি। আগের ম্যাচ ভুলে গিয়ে খেলতে নামতে হয়, শূন্য থেকে শুরু করতে হয়। আমি প্রতিটি বল দেখে খেলার চেষ্টা করছিলাম।

আগামী বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে। তবে সে কথা মনে রাখতে চাইছেন না ঈশান। তিনি বলেন, তআমি এখানে বেশ কিছু প্রতিযোগিতায় খেলেছি। এখানকার উইকেট কেমন আমি তা জানি। তবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবছি না। আমার লক্ষ্য এখন পরের প্রতিযোগিতা। একটি প্রতিযোগিতা জীবন বদলে দিতে পারে। আমরা এখন তাই ধাপে ধাপে এগোতে চাই।

# হরভজন সিংয়ের মতে বুমরা ‘বোলিংয়ের বিরাট কোহলি’

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** একটা দীর্ঘ সময় পর জাতীয় দলে ফিরতে পারলে, সেই অনুভূতি সব সময় বিশেষ হয়। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে শেষ বার জাতীয় দলের জার্সিতে খেলেছিলেন ভারতীয় পেসার জসপ্রীত বুমরা। তারপর থেকে তিনি ২২ গজের বাইরে। আসন্ন আয়ার্ল্যান্ড সিরিজে জাতীয় দলে তাঁর কামব্যাক হচ্ছে। আর টিম ইন্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তনে বুমরা পেয়েছেন অধিনায়কের বড় দায়িত্ব। সম্প্রতি ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার হরভজন সিং দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছেন বুম বুম বুমরাকে। বিরাট কোহলির সঙ্গে বুমরার তুলনাও করেছেন ভাজ্জি।

ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলি সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটার। তাঁর ব্যাটিং নিয়ে চর্চা চলে দেশ-বিদেশে। তাই ভারতীয় ব্যাটারদের কথা উঠলেই কোহলির নাম আসে। তেমনই বোলারদের কথা উঠলে জসপ্রীত বুমরার নাম আসে। সম্প্রতি ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার হরভজন সিং তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে জানিয়েছেন, তিনি মনে করেন জসপ্রীত বুমরা হলেন বোলিংয়ের বিরাট কোহলি। জাতীয় দলে ফেরার জন্য বুমরাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে হরভজন সিং নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেন, ‘জসপ্রীত বুমরার কামব্যাক হচ্ছে। ও

দীর্ঘদিন চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিল। সকলেই ওর কামব্যাকের অপেক্ষায় ছিল। ও জাতীয় দলে ফিরল এবং অধিনায়ক হয়ে ফিরেছে। ফিট হয়ে ওঠার জন্য এবং অধিনায়কের দায়িত্ব পাওয়ার জন্য জসপ্রীতকে শুভেচ্ছা। আমি আশা করছি জস্‌স (জসপ্রীত বুমরা) আর চোটের কবলে পড়বে না।’

ভাজ্জি আরও বলেন, ‘ও অনেক টুর্নামেন্ট মিস করল। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে খেলতে পারল না। এবং আরও অনেকগুলো ম্যাচে খেলতে পারেনি ও। আমি আগেও বলেছি, আজও বলছি, আমরা ব্যাটিংয়ের কথা বললে যেমন বিরাট কোহলির নাম বলি, তেমনই বোলিংয়ের বিরাট কোহলি যদি বলি সেটা জসপ্রীত বুমরা। আমার মনে হয় না, ওর চেয়ে সেরা বোলার আর কেউ আছে।’ দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে কাটিয়ে আসন্ন আয়ার্ল্যান্ড সিরিজে বুমরা কেমন পারফর্ম করেন, সেদিকেই সকলের নজর থাকবে। উল্লেখ্য, চলতি মাসে আয়ার্ল্যান্ড সফরে যাবে ভারতীয় দল। ১৮, ২০, ২৩ অগস্ট আয়ার্ল্যান্ডের বিরুদ্ধে জসপ্রীত বুমরার নেতৃত্বে তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে ভারত।

# ‘ন্যূনতম পরিষেবা দিতেও ব্যর্থ’, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোর্ডের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন হার্দিক

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** দ্বিতীয় ম্যাচে মুখ থুবড়ে পড়লেও ওয়েসট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তৃতীয় তথা সিরিজের শেষ ম্যাচে দুরন্ত কামব্যাক করেছে টিম ইন্ডিয়া। অধিনায়ক হিসেবে দলকে জেতানোর পাশাপাশি ব্যাট হাতেও নজরকাড়া পারফরম্যান্স হার্দিক পাণ্ডিয়ার। কিন্তু সিরিজ জিতেও খুশি নন ভারতীয় অলরাউন্ডার। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণীর মঞ্চেই নিজের হতাশার কথা জানালেন হার্দিক। ক্ষোভ উগরে দিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোর্ডের বিরুদ্ধেও।

দ্বিপাক্ষিক সিরিজের আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোর্ড। নেমন্তন্ন করে নিজেদের দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় দলকে ডেকে এনেছে তারা। অথচ ভারতীয় ক্রিকেটারদের ন্যূনতম পরিষেবা দিতেও ব্যর্থ ক্যারিবিয়ান বোর্ড। হার্দিকের দাবি, বিরাট কোনও বিলাসবহুল পরিষেবা চাওয়া হয়নি। কিন্তু ন্যূনতম প্রয়োজনও মেটাতে পারেনি তারা। বেশ বিরক্ত হয়েই হার্দিক বলে দিচ্ছেন, তআশা করি পরের বার যখন আমাদের ডাকা হবে, তখন ন্যূনতম সুযোগ সুবিধাগুলো পাব।

ওয়েস্ট ইন্ডিজে দু’টি টেস্ট,

তিনটি ওয়ানডে এবং পাঁচটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে গিয়েছে ভারতীয় দল। যার মধ্যে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে টেস্ট সিরিজ। ২-১-এ ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। আর ৩ আগস্ট থেকে শুরু টি-টোয়েন্টি সিরিজ। কিন্তু ক্যারিবিয়ান বোর্ডের উপর দারুণ ক্ষুব্ধ হার্দিক। বলছেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাঠ বিশ্বের অন্যতম সেরা মাঠ ছিল। আশা করি পরের বার পরিস্থিতি খানিকটা বদলাবে। যাতায়াত থেকে শুরু করে অন্যান্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আশা করি হেঁচকি তুলবে না।

আসলে ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগে মধ্যরাতের বিমানে গন্তব্যে পৌঁছতে হয়েছিল ভারতীয় দলকে। ফলে অনুশীলনে সমস্যায় পড়েছিলেন হার্দিকরা। যা নিয়ে ভারতীয় বোর্ডকেও নালিশ করেছিলেন ক্রিকেটাররা। সেই প্রসঙ্গই উঠে আসে হার্দিকের কথায়। তবে অস্থায়ী অধিনায়ক সঙ্গে এও বলে দেন, বোর্ডের এহেন পরিষেবাতে বিরক্ত তাঁরা। কিন্তু ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে খেলা বেশ উপভোগ করেছেন।

# ভাষা সমস্যা মেটাতে ইংরেজি শিখছেন মেসি, শিক্ষক তাঁরই সতীর্থ

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ফুটবল কেরিয়ারের বেশিরভাগ সময় লিও মেসি কাটিয়েছেন স্পেনে। বার্সা ছেড়ে গিয়েছিলেন প্যারিসের ক্লাব প্যারিস সাঁ জাঁ-তেও। স্পেন এবং ফ্রান্সে ইংরেজির খুব দরকার পড়েনি মেসির। স্প্যানিশে কাজ চালিয়ে নিতেন আর্জেন্টাইন মহানায়ক। কিন্তু ২০২৩ সালে মেসি সই করেন ইন্টার মায়ামিতে।

সেখানে কিন্তু ভাষাগত সমস্যায় পড়তে হবে মেসিকে। সেটা বুঝতে পেরেই হয়তো মেসি ইংরেজি শিখছেন। ইন্টার মায়ামিতে সতীর্থ রব টেলরের কাছ থেকে ইংরেজি শিখছেন মেসি।

স্কাই স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রব টেলর বলেছেন, দআমি স্প্যানিশ শিখছি আর ও ইংরেজি শিখছে। যদিও ইংরেজিতে এখনও ততটা সড়গড় হয়নি মেসি। কিন্তু মাঠে নেমে বোঝাপড়ায় কোনও সমস্যা হচ্ছে না। ফুটবলের ভাষা সবাই বোঝে। আর তার মাধ্যমে সবার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। একই ভাষায় কথা বলার দরকার পড়ে না সবসময়ে। একসঙ্গে ভাল খেলে গেলেই হয়। মেসি

আমাকে ইংরেজিতে দু-চারটে কথা বলেছে। আমার মনে হয় ও ভালই ইংরেজি বলতে পারবে। আগামিদিনে মেসিকে ইংরেজিতে সাক্ষাৎকার দিতে দেখলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।দ ইন্টার মায়ামিতে অভিষেক ম্যাচে নেমেই গোল করেন মেসি। দ্বিতীয় ম্যাচেও মেসি গোল করেন। তাঁকে ঘিরে স্বপ্ন দেখছেন সবাই। স্বপ্ন দেখছেন সতীর্থরাও।

# ইংল্যান্ডে পা দিয়েই ব্যাটে ঝড় পৃথ্বীর

**লন্ডন:** ইংলিশ কাউন্টি টিম নর্দাম্পটনশায়ারের যুক্ত হয়েই ব্যাটিং দক্ষতার প্রমাণ দিলেন পৃথ্বী শ। ৩৯ বলে ৬৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন তিনি। নর্দাম্পটনশায়ারের পক্ষ থেকে পৃথ্বীর ব্যাটিংয়ের ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে। পৃথ্বীর চার-ছক্কা হাঁকানোর ক্লিপ শেয়ার করা হয়েছে। ক্যাপশনে লেখা, সোজা কথা। এই প্রথম বার কাউন্টিতে খেলছেন পৃথ্বী শ। যে কারণে দেওধর ট্রফিতে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নর্দাম্পটনের হয়ে ওয়ান ডে কাপে খেলবেন তিনি।

৪ অগস্ট থেকে শুরু হতে চলেছে ওয়ান ডে কাপ। প্রথমদিনই মাঠে নামছে নর্দাম্পটনশায়ার। ম্যাচটি রয়েছে চেল্টনহ্যামে গ্লস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে। পৃথ্বী কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভিসা পেতে দেরি হওয়ায় ইংল্যান্ড পৌঁছতে সময় লেগে যায়। যে কারণে দুটি ম্যাচে খেলতে পারেননি। নর্দাম্পটনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর পৃথ্বী শ বলেছেন, তআমার কাছে এটা দারুণ সুযোগ। নর্দাম্পটনশায়ারের কাছে আমি

চিরকৃতজ্ঞ থাকব। এখানকার অভিজ্ঞতা আমার কাজে লাগবে।দ বেশ কিছুদিন ধরে ফর্ম নিয়ে যুঝছেন পৃথ্বী। ২০২৩ আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে রান তুলতে হিমশিম খেয়েছেন। যে কারণে কয়েকটি ম্যাচ থেকে বাদও পড়েন। সাম্প্রতিক দলীপ ট্রফিতেও সেভাবে প্রভাব ফেলতে পারেননি পৃথ্বী। চার ইনিংসে বড়জোর একটি অর্ধশতরান। চলতি বছরে কাউন্টিতে খেলা পঞ্চম ভারতীয় হলেন পৃথ্বী শ। তিনি ছাড়া চেতেশ্বর পূজারা (সাসেক্স), অজিঙ্ক রাহানে (লেস্টারশায়ার), অর্শদীপ সিং (কেন্ট), নভদীপ সাইনি (ওরচেস্টারশায়ার)-এর হয়ে খেলেছেন।

# শূন্য হাতেই বিশ্বকাপকে বিদায় কিংবদন্তি মার্তার

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ইঙ্গিতটা কি আগেই পেয়েছিলেন মার্তা? আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে এসে কেঁদে ফেলেছিলেন। কে জানে, হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন বিশ্বকাপে নিজের স্বপ্নটা অধরা থেকে যাচ্ছে তাঁর। চেষ্টা তো অবশ্য কম করেননি। ৮১ মিনিটে বদলি হিসেবে উঠে যাওয়ার পর ডাগআউটে বসেই চিৎকার করে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন সতীর্থদের। সতীর্থরাও চেয়েছিলেন মার্তার বিশ্বকাপ যাত্রাটাকে দীর্ঘায়িত করতে। কিন্তু কোনো কিছুতেই যেন কিছু হওয়ার নয়। নয়তো ৭৩ শতাংশ বলের দখল রেখে একের পর এক আক্রমণে গিয়ে ১৭টি প্রচেষ্টার একটিও কেন জালের দেখা পাবে না!

শেষ পর্যন্ত সর্বকালের সেরা এই ফুটবলারের বিশ্বকাপ,যাত্রাটা শেষ হলো শূন্য হাতেই। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে জ্যামাইকার সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে গ্রুপ পর্ব থেকেই ছিটকে পড়েছে ব্রাজিল। ২০০৭ সালে রানার্সআপ হওয়াটাই বিশ্বকাপে তাই মার্তার সেরা অর্জন হয়ে থাকল।

আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে কাঁদলেও মার্তা আজ চেষ্টা করেছিলেন কান্না আটকানোর। দলের হারের পর কিছু সময় বসে রইলেন হতভম্ব হয়ে। এরপর ওঠে গিয়ে সতীর্থদের সান্ত্বানাও দিলেন। কিন্তু আর কতক্ষণ! শেষ পর্যন্ত চোখ ভিজেছে তাঁরও। ম্যাচ শেষে কথা বলার সময়ও চেষ্টা করলেন কান্না আটকানোর। মার্তাদের কান্নার বিপরীতে কেঁদেছে জ্যামাইকাও। তাদের কান্না অবশ্য আনন্দের। ব্রাজিলকে পেছনে ফেলে গ্রুপ থেকে

ফ্রান্সের সঙ্গে দ্বিতীয় রাউন্ড নিশ্চিত করেছে আফ্রিকান দেশটি। পরের পর্বে যেতে হলে জিততেই হবে; এমন সমীকরণে খেলতে নেমেই জ্যামাইকার সঙ্গে ড্র করেছে ব্রাজিল। বাঁচামরার ম্যাচে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবলের পসরা সাজিয়ে বসে ব্রাজিলের মেয়েরা। একের পর এক আক্রমণে জ্যামাইকার রক্ষণকে প্রতি মুহূর্তে কাঁপিয়েছে ব্রাজিল। কিন্তু নিজেদের সেই আক্রমণগুলোকে পরিণতি দিতে পারেনি। অন্য দিকে এদিন জ্যামাইকার লক্ষ্যই ছিল যে কোনোভাবে ব্রাজিলকে ঠেকিয়ে দেওয়ার।

তাই নিজেরা সুযোগ তৈরি বদলে ব্রাজিলের আক্রমণের সামনে ‘বাস পার্কিং’ কৌশল গ্রহণ করে তারা। এদিন প্রথমার্ধ শেষে ৭৬ শতাংশ বলের দখল রেখে ১১টি শট নিয়ে ৬টিই লক্ষ্যে রাখে ব্রাজিল। বিপরীতে ব্রাজিলের পোস্ট লক্ষ্য করে কোনো শটই নিতে পারেনি জ্যামাইকা। দ্বিতীয়ার্ধেও এ চিত্র বদলায়নি। আক্রমণের পর আক্রমণে নাভিশ্বাস ওঠেছে জ্যামাইকার। কিন্তু এরপরও জালে বল ঢুকতে দেয়নি তারা। ম্যাচ শেষ হওয়ার ৯ মিনিট আগে ব্রাজিল তুলে নেয় সর্বকালের অন্যতম সেরা নারী ফুটবলারদের একজন মার্তাকে। এ সময় একই সঙ্গে তিনটি পরিবর্তন আনে, কিন্তু কোনো কিছুই কাজে আসেনি। একই সময়ে আরেক ম্যাচে ফ্রান্সকে শুরুতেই চমকে দেয় পানামা। মার্তা কক্সের গোলের ২ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যায় পানামা। তবে আগে গোল করে পানামা যেন নিজেদের বিপদই ডেকে আনে। ফ্রান্সের আক্রমণের তোপে ৩৭ মিনিটের মধ্যে তিন গোল এবং বিরতির আগে হজম করে চার গোল। ২১ মিনিটে মায়েলে লাকারের গোলের পর ২৮ ও ৩৭ মিনিটে জোড়া গোল করেন কাদিদিয়াতু দিয়ানি। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ব্যবধান ৪,১ করেন লা গারেস। বিরতির পর ৫২ মিনিটে দ্বিতীয় পেনাল্টি গোলে নিজের হ্যাটট্রিকও পূরণ করে নেন দিয়ানি। ৬৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে এক শোধ করে পানামা। এরপর আর কোনো গোল না হলে শেষ পর্যন্ত ৫, ২ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ফ্রান্স। নাহ্, এবারও হলো না। বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম জয়ের অপেক্ষাটা আরও বাড়ল আর্জেন্টিনার। এ নিয়ে চতুর্থবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে এসে এবারও খালি হাতে ফিরতে হলো আর্জেন্টিনাকে। সব মিলিয়ে ৪ বিশ্বকাপে ১১ ম্যাচ খেলে আর্জেন্টিনা হেরেছে ৮টিতেই, ড্র করেছেন ৩ ম্যাচে। এবারের আসরে খেলা ৩ ম্যাচের দুটিতেই হেরেছে তারা। অবশ্য হারতে পারত তিন ম্যাচেই। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচটিতে ২,০ গোলে পিছিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত ড্র করেছে ২,২ গোলে।

সুইডেনের বিপক্ষে ম্যাচ শেষ হতেই হতাশায় মুষড়ে পড়ে আর্জেন্টিনা খেলোয়াড়েরা। মাঠে শুয়ে কাঁদতে দেখা যায় ইয়ামিলা তামারা রদ্রিগেজকে। আর্জেন্টিনার হতাশার বিপরীতে সুইডেন শিবিরে ছিল উল্লাস। গ্রুপে শীর্ষে থেকেই দ্বিতীয় রাউন্ড নিশ্চিত করেছে তারা। শেষ ষোলোয় সুইডেনের প্রতিপক্ষ প্রতিযোগিতার সবচেয়ে সফল দল যুক্তরাষ্ট্র। গ্রুপ ‘ই’ থেকে দ্বিতীয় হয়ে পরের পর্বে গেছে মার্কিন মেয়েরা। হ্যামিল্টনের এফএমজি স্টেডিয়ামে এদিন সুইডেনের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার শুরুটা ভালোই ছিল। বলদখল এবং আক্রমণে সুইডিশদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে তারা। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ে ছন্দ হারায় লাতিন দেশটি। ৬৬ মিনিটে রেবেকা ব্লুমকিউবিস্টের গোলে পিছিয়ে পড়ে তারা। এরপর ম্যাচের অন্তিম মুহূর্তে পেনাল্টি গোলে ব্যবধান বাড়ান এলিন রুবেনসন। এর ফলে তিন ম্যাচের তিনটিতেই জিতে দাপটের শেষ ষোলোয় গেল সুইডেন। এই গ্রুপ থেকে তাঁদের সঙ্গী হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। যারা দিনের অন্য ম্যাচে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর ইতালিকে হারিয়েছে ৩,২ গোলে।

# ভারতীয় শিবিরে সুখবর, কিপিং গ্লাভস হাতে অনুশীলন করতে দেখা গেল লোকেশ রাহুলকে

**বেঙ্গালুরু:** ভারতীয় শিবিরে এখন খুশির হাওয়া বইছে। টিম ইন্ডিয়ার সমর্থকদের জন্যও আসছে একের পর এক সুখবর। চলতি অগস্টে জাতীয় দলে কামব্যাক হচ্ছে ভারতীয় পেসার জসপ্রীত বুমরার। ভারতের আয়ার্ল্যান্ড সিরিজে ফিরছেন তিনি। এ বার টিম ইন্ডিয়ার উইকেটকিপার-ব্যাটার লোকেশ রাহুলও জাতীয় দলে ফেরার পথে। চলতি বছরের আইপিএলের মাঝপথে চোট পেয়ে ২২ গজ ছেড়েছিলেন রাহুল। সফল অস্ত্রোপচারের পর রিহ্যাব পর্ব পেরিয়ে এ বার টিম ইন্ডিয়ায় কামব্যাকের পথে রাহুল। কয়েকদিন আগে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রাহুলের ব্যাটিং করার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল। এ বার রাহুল নিজেই জানালেন তাঁর কিপিং অনুশীলনের কথা।

থাই মাসেলের চোট দীর্ঘদিন ভোগাল লোকেশ রাহুলকে। আইপিএলে তিনি লখনউ সুপার জায়ান্টস টিমের অধিনায়ক। লখনউয়ের এক ম্যাচ চলাকালীন চোট পেয়ে সাপোর্ট স্টাফদের কাঁধে ভর করে মাঠ ছেড়েছিলেন রাহুল। তারপর থেকে তিনি মাঠের বাইরে। ওডিআই ফর্ম্যাটে তিনি টিম ইন্ডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তাই এ বারের ওডিআই বিশ্বকাপের আগে তিনি ফিট হয়ে ওঠা মানে ভারতীয়

শিবিরের জন্য খুশির খবর। ৫ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে একাধিক সময় ভারতীয় দলকে টেনে তুলেছেন লোকেশ রাহুল।

দেশের মাটিতে হতে চলা ওডিআই বিশ্বকাপে তিনি না থাকাটা ভারতের কাছে বড় ধাক্কা হতে পারে। কিন্তু তিনি সম্প্রতি ইন্সটাগ্রামে যে ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন, তা স্বস্তি দিচ্ছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে এবং টিম ইন্ডিয়ার ফ্যানেদের। ইন্সটাগ্রামে রাহুল নিজের যে ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন তাতে দেখা গিয়েছে, তিনি ব্যাটিং ও উইকেটকিপিং করছেন। এই ভিডিয়োতে রাহুলের ভক্তরা কমেন্ট করেছেন, ‘এশিয়া কাপ আসছেখ ফর্মে লোকেশ রাহুল।’ কেউ আবার হৃদয়ের ইমোজি দিয়ে কমেন্ট করেছেন, ‘ওডিআই বিশ্বকাপের আগে ছন্দে কেএল রাহুল।’ এই সকল কমেন্ট থেকেই পরিষ্কার, রাহুলের ভক্তরা তাঁর এই কিপিং গ্লাভস পরে নেটে অনুশীলনের ভিডিয়ো দেখে ভীষণ খুশি হয়েছেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।**
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**